بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা,)-এর
প্রথম ইউরোপ সফর (১৯২৪)

সংখ্যা 51-52

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
৬০০ টাকা

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

সাপ্তাহিক
বদর
Weekly কাদিয়ান
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadr.in

বর্ষ- 9

সম্পাদক:
তাহের আহমদ
মুনির

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 19-26 ডিসেম্বর, 2024 ○19-26 ফাতাহ 1403 হিজরী শামসী ○ 16-23 জামাদিউস সানী , 1442, হিজরী কামরী

হে খোদা! তোমার মহাপ্রতাপ জগতে প্রকাশিত হোক আর এই মসজিদ তোমার নাম যপের এক মহান কেন্দ্র হয়ে উঠুক। আমীন।

১৯২৬ সালের ৩রা অক্টোবর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে লন্ডনের ফজল মসজিদের উদ্বোধন হল। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বার্তা প্রেরণ করেছিলেন তা উদ্বোধনের সময় পাঠ করে শোনানো হয়। এর কিয়দংশ উপস্থান করা হল–

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

ভ্রাতাগণ! পৃথিবী শিরক, অধার্মিকতা, খোদা-বিমুখতা, আন্তঃদেশীয় বিবাদ, জাতি-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক কলহের আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হচ্ছে। অতএব, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালবাসে, তার কর্তব্য নিজের ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে খোদার নামে নির্মিত গৃহকে অধার্মিকতা ও বিবাদবিসম্বাদের কেন্দ্র না বানিয়ে একত্ববাদ ও ঐক্যের কেন্দ্রে পরিণত করা। এস, আমরা সকলে মিলে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করি যে বিষয়ে আমাদের সকলের ঐক্যমত রয়েছে; আমরা মানুষের মধ্যে সেই স্পৃহা তৈরী করি যেন বিদ্বেষ, যেটা সব থেকে বড় মূর্তি, সেই বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে সততার সাথে এক খোদার সন্ধান করি , যে ধর্মেই হোক তাঁকে গ্রহণ করি। আমরা যেন নিজেদের কল্পনাপ্রসূত খোদার দিকে না ঝুঁকি, কেননা, আমরা তার নাম যা-ই রাখি না কেন, সেটা তো একটা মূর্তি। বরং আমরা যেন সেই খোদার দিকে ঝুঁকি যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, যাঁর উদ্ভাস জগতের প্রতিটি কণায় দৃশ্যমান, যিনি পবিত্রাত্মাদের মাধ্যমে স্বীয় জীবন্ত শক্তিসমূহ প্রদর্শন করে থাকেন; এবং আমরা যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খোদার উপর ঈমান আনয়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের চেষ্টা করি= একটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও। নিজেদের সম্পদ ও শক্তি দ্বারা মানুষকে পরাধীন করা কিম্বা তাদেরকে নিজেদের অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টার মাঝে আমরা যেন নিজেদের গর্ব না খুঁজি, বরং অসহায়দের প্রতি দয়া করা এবং বঞ্চিতদের অধিকার দেওয়াই যেন আমাদের গর্ব হিসেবে বিবেচিত হয়।

হে খোদা! তোমার মহাপ্রতাপ জগতে প্রকাশিত হোক আর এই মসজিদ তোমার নাম যপের এক মহান কেন্দ্র হয়ে উঠুক। আমীন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান,২৬ অক্টোবর, ১৯২৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানী (রা.) এবং ইউরোপ গমণকারী তাঁর সফরসঙ্গীগণ

চেয়ারে ডান থেকে বামে: ১) মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব মিশরী (২) হযরত চৌধুরী ফতেহ মহম্মদ সাহেব (৩) হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানী (রা.) (৪) হযরত খান জুলফিকার আলি খান সাহেব গওহর (৫) হযরত হাফিজ রওশন আলি সাহেব

(দাঁড়িয়ে) ডান থেকে বামে (১) মিঞা রহীম খান সাহেব (রাঁধুনি) (২) হযরত শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি (৩) হযরত ডক্টর হাশমাতুল্লাহ্ সাহেব (৪) হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (৫) হযরত চৌধুরী মহম্মদ শরীফ সাহেব উকিল সাহিওয়াল (৬)হযরত মৌলবী আব্দুর রহীম দরদ সাহেব (৭) হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব।

ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানি (রা.) কাদিয়ানে জামাতের সদস্যদের সঙ্গে (১১ই জুলাই, ১৯২৪ খৃ:)

সফরকালে বিলেতের একটি স্মরণীয় চিত্র

রেলস্টেশনে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতরত আহমদী সদস্যগণ

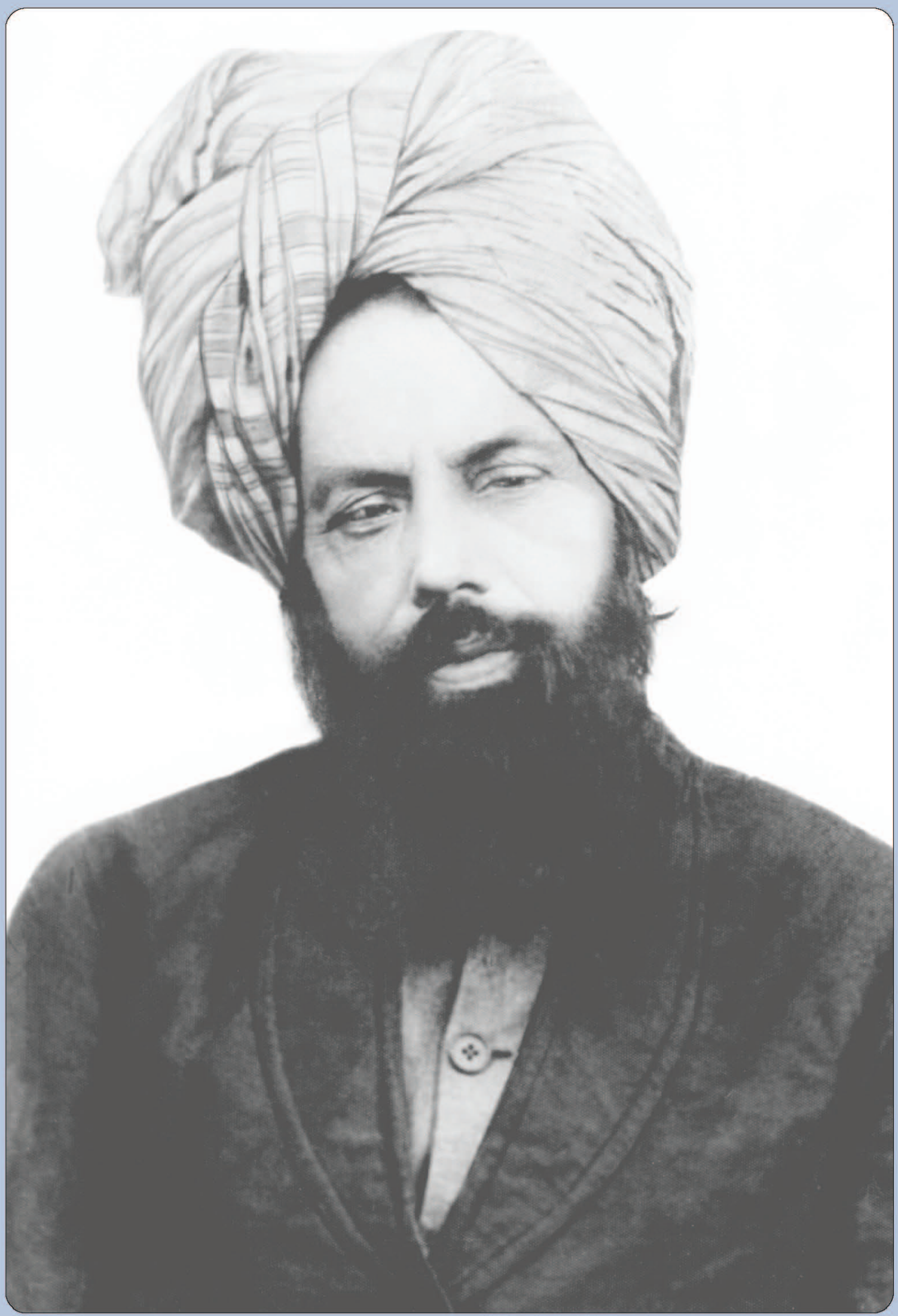

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মসীহে মওউদ ও মাহদীয়ে মাহুদ আলাইহিস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)

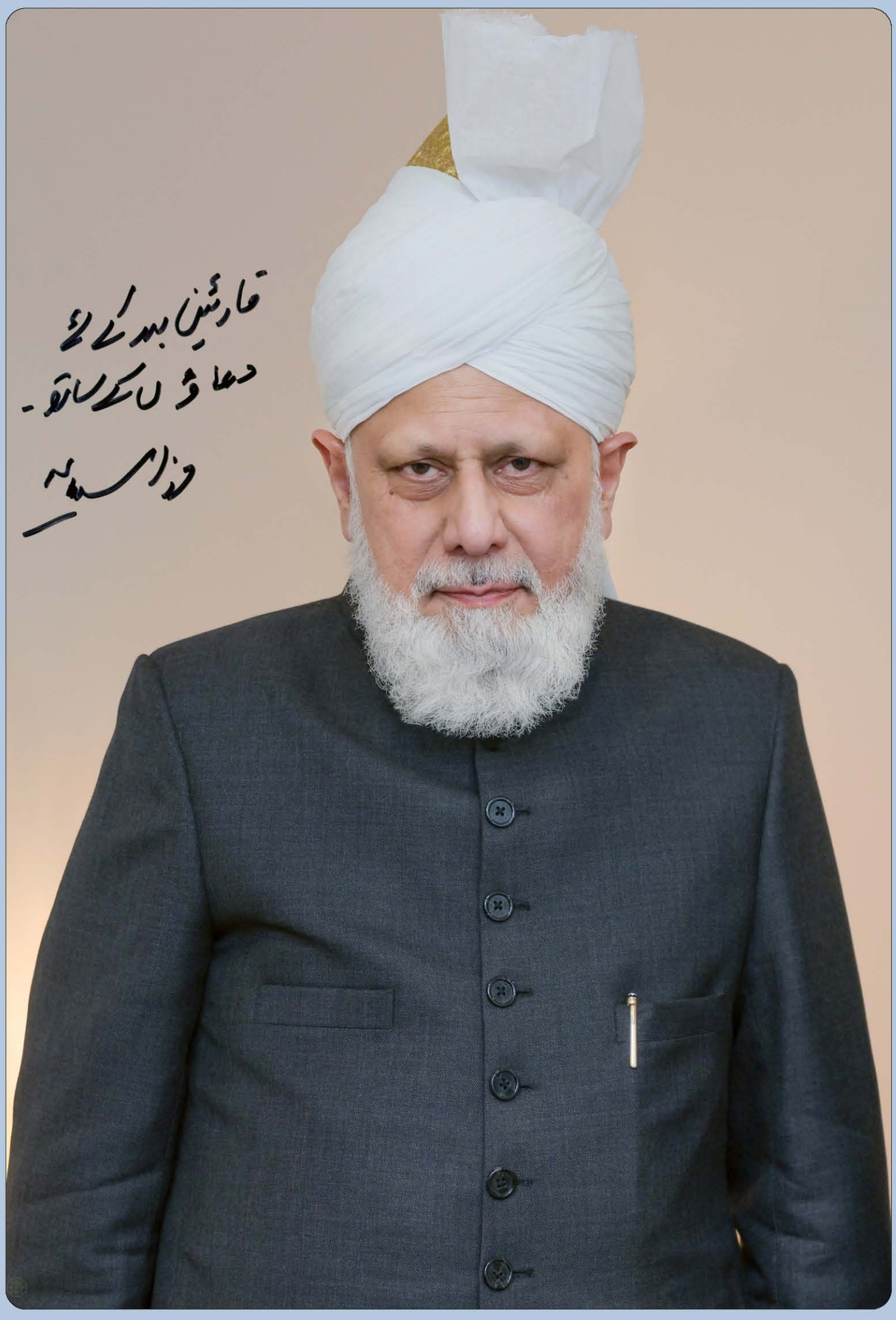

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস আইয়েদাহুল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীয

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই বরকমণ্ডিত সফরে বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দান করেছেন। তিনি যেখানেই অবস্থান করেছেন, সেখানে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছে।

এই সফরে তিনি সমগ্র দিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত তিনি কাজ করতে থেকেছেন। তিনি নিরলস পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিন ব্যতীত করেছেন।

এই সফর অত্যন্ত সফল ও আশিসমণ্ডিত ছিল। এই সফরে সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। পাঠকদের উচিত 'বদর'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠ করা যাতে আপনাদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়।

'বদর পত্রিকার সম্মানীয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর ভালাবাসা ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বার্তা

ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য
MA 17-11-2024

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান পত্রিকার প্রিয় পাঠক বর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহ, 'সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর প্রথম ইউরোপ সফর (১৯২৪ খৃ:) এবং সফরের আশিস ও কল্যাণ' বিষয়ের উপর আপনারা এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার তৌফিক পাচ্ছেন। এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি জরুরী বিষয় বর্ণনা করতে চাই।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েম্বলেতে (লন্ডন) একটি সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদেরকে নিজ নিজ ধর্মের নীতি ও শিক্ষামালার উপর আলোকপাত করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এর কাছেও সম্মেলনের আয়োজকদের (যাদের মধ্যে ইংল্যান্ডের প্রমুখ প্রাচ্যবিদরাও ছিলেন) পক্ষ থেকে এই সম্মলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রন পত্র পৌঁছয়। তিনি এই সম্মেলনে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি সঙ্গে করে এগারোজন সদস্যকে নিয়ে এসেছিলেন। এটি ছিল খলীফার প্রথম ইউরোপ সফর আর এই সফরে আরবের কয়েকটি দেশও যুক্ত হয়েছিল। সিরিয়া, মিশর, ফিলিস্তীন প্রভৃতি আরব দেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি ছাড়া আর অন্য কোন খলীফা সফর করেন নি। হুযুর তাঁর এই সফর সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

এটি (এই সফর) ছিল দুটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। একটি হল দামাস্ক সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আর অপরটি ছিল ইংল্যান্ড সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। (আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৫)

দামাস্ক সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লেখেন-

" আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, গিয়ে দেখে আসি সেটি কোন্ মিনার? সকালে আমি যখন হোটেলে নামায পড়ালাম, তখন আমি ছাড়া জুলফিকার আলি সাহেব এবং ডক্টর হাশমতুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন। অর্থাৎ আমার পিছনে দুই জন মুক্তাদি ছিলেন। সালাম ফিরে দেখলাম, আমার সামনে মিনার আর সেই মিনারের মাঝে ব্যবধান কেবল একটি সড়কের। আমি বললাম, এটিই সেই মিনার আর আমরা সেই মিনারের পূর্ব দিকে ছিলাম। এটিই একমাত্র শুভ্র মিনার ছিল, অন্য কোন মিনার ছিল না। উমাইয়া মসজিদের মিনার নীলাভ রঙের ছিল। আমি যখন সেই শুভ্র মিনারটি দেখলাম আর পিছনে কেবল দুইজন মুক্তাদি ছিল, তখন আমি বললাম, সেই হাদীসটিও পূর্ণ হয়েছে।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬১৪)

ইফরোপ সফর সম্পর্কে তিনি বলেন- "মসীহ মওউদ বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারীর যে উদ্দেশ্যে নিয়ে ইউরোপ সফরে যাওয়ার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সফরে এসেছি। ..... সূরা কাহফে একথার উল্লেখ রয়েছে।....তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী অনুসারে তিনি যেহেতু য়ুল কুরনাইন এবং পশ্চিমি দেশসমূহ বলতে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের বোঝানো হয়, যারা খৃষ্টবাদের পৃষ্ঠভূমিতে ঘাঁটি গেঁড়ে আছে, এর থেকে বোঝা যায়, মসীহ মওউদ (আ.) কিম্বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারীকে পশ্চিমি দেশসমূহ সফর করতে হবে।..... বস্তুতপক্ষে এই সফর একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, যেটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন করীমে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে এটাও জানা যায় যে, এই সফর তবলীগের জন্য নয়, বরং তবলীগের নীতি নির্ধারণ এবং জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করা হবে।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৪-৪৩৫)

এই সফরের কল্যাণে কতিপয় স্বপ্নও পূর্ণ হয়েছে, যেগুলির মধ্যে একটি হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর স্বপ্ন।

"আমি দেখেছি, লন্ডন শহরে একটি মেম্বরে দাঁড়িয়ে ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তব্য দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করছি"। (ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭)

এছাড়া হুযুর (রা.) নিজেও দুটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার মধ্যে একটির উল্লেখ করে তিনি বলেন-

"সেই বাদশাহ, যাঁর হাতে সমগ্র বিশ্বের লাগাম রয়েছে, তিনি আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে বলেছিলেন , 'আমি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছি আর একজন বিজয়ী সেনাপতির মত সেখানে প্রবেশ করেছি। সেই সময় আমার নাম রাখা হয় বিজয়ী উইলিয়াম।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৩)

যাইহোক তিনি ইতালি, সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্স হয়ে ১৯২৪

সালের ২২ শে আগস্ট ইংল্যান্ডে পৌঁছন। লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর দিনগুলি ছিল কর্মসূচিতে ঠাসা। সেইগুলির মধ্য থেকে ধর্মীয় সম্মেলনে হুযুরের ভাষণ এবং লন্ডনের ফজল মসজিদের গোড়াপত্তন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে দিচ্ছি।

ধর্মীয় সম্মেলনে হুযুরের ভাষণের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল ২৩ শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৫টা। সেই অধিবেশনের সভাপতি স্যার থিউড মরিসন হুযুরের পরিচয় দেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভঙ্গিতে হুযুরকে ভাষণ প্রদানের জন্য আবেদন করেন। সর্বপ্রথম হুযুর ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দান করেন। অতঃপর তিনি বলেন,"এরপর আমি আমার শিষ্য ব্যারিস্টার চৌধুরি জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবকে আহ্বান করব, তিনি আমার প্রবন্ধটি পড়ে শোনাবেন।" এরপর চৌধুরী সাহেব সেই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ অত্যন্ত দাপুটে ভঙ্গিতে পড়ে শোনান। প্রবন্ধটিতে ইসলাম সম্পর্কে নতুন নতুন অনেক তথ্য জেনে শ্রোতারা আমোদিত হন। প্রবন্ধটি এমন অনন্য ও অভিনব ছিল যে, খৃষ্টানদের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত অবলীলায় বলে ফেলেন- নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে যে চিন্তাধারা ব্যক্ত হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা বিন্যাস, যুক্তিপ্রমাণ এবং সৌন্দর্যের নিরিখে অনন্য ও অভিনব। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"খোদা তা'লার কৃপায় বক্তব্য অত্যন্ত সফল হয়েছে। যত মানুষ আমার বক্তব্যের সময় ছিল, অন্য কারোর বক্তব্যের সময় ছিল না; কোন স্থান ফাঁকা ছিল না। মানুষ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছে আর পরে স্যার থিউডোর মরিসন এবং আরও অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন; আধঘন্টা পর্যন্ত শুভাকাঙ্খীদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকেছেন এবং কথা বলেতে থেকেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এতদ্দেশে ইসলামের এমন প্রচার হয়েছে এবং আহমদীয়াতের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, আশা করা যায়, পরিশ্রম করলে ভবিষ্যতে অনেক বড় সফলতা লাভ হবে।" (আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ:৫১৯)

ফজল মসজিদের অনুষ্ঠান ছিল ১৯২৪ সালের ১৯ শে অক্টোবর তারিখে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য পার্লামেন্ট সদস্য, নেতা, রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রদূত সমেত বহু মানুষকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছিল। যেহেতু, সময় কম ছিল, তাই অনুমান করা হচ্ছিল যে, খুব কম মানুষ আসবেন। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানে অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন আর অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফল হয়। হুযুর (রা.) অনুষ্ঠানের সময় নিজের মনের অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন-

"আমার মনে আছে ১৯২৪ সালে আমি যখন লন্ডন গিয়েছিলাম এবং সেখানে মসজিদের গোড়াপত্তান করেছিলাম, তখন আমার অবস্থা এমন ছিল যে, চোখের জল বাঁধ মানছিল না। কেননা, সেই সময় আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন- 'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।".... খোদা তা'লা বলেন, উঠ, পৃথিবীতে আমার নামে ঘোষণা দাও- حَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, সেই সময় সমাগত যখন খোদা তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তোমাকে পৃথিবীতে অক্ষয় খ্যাতি দান করবেন।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৬, পৃ: ৫২৯)

যাইহোক হুযুর অনুনয় বিনয়পূর্ণ দোয়ার মাধ্যমে এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর এই মসজিদে তিনি এবং তাঁর পরে আমি পর্যন্ত সকল খলীফাগণ নামায পড়িয়েছেন এবং আমিও এখানে অবস্থান করেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এর হিজরতের পর এই মসজিদটি যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে মরকযের মর্যাদা লাভ করে। এখান থেকেই সমগ্র বিশ্বে এম.টি.এর সম্প্রচার শুরু হয়। খিলাফতে খামিসার নির্বাচনও এই মসজিদেই সম্পন্ন হয়েছিল আর ইসলামাবাদ (যুক্তরাজ্য) -এর পুনর্নির্মাণের পূর্বে আমিও সেখানেই অবস্থানরত ছিলাম।

এই আশিসমণ্ডিত সফরকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দান করেছেন। তিনি যেখানেই অবস্থান করেছেন, সেখানে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গীদেরকেও ব্যক্তি বিশেষের কাছে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করেছেন। ইতালিতে অবস্থানকালে তিনি পোপকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দুইবার চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। কিন্তু পোপের পক্ষ থেকে প্রাসাদ মেরামতের অজুহাত দেখানো হয়; তাই সাক্ষাত সম্ভব হয় নি। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিও পরিদর্শন করেছেন, যেমন ফিলিস্তীন, দামাস্কের উমাইয়া মসজিদ, মিশরের জাদুঘরে সংরক্ষিত ফেরাউনের মৃতদেহ এবং ইতালিতে আসহাবে কাহাফ-এর গুহা (CATACOMBS) প্রভৃতি। এই সফরে তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দোয়ায় রত থেকেছেন। সমগ্র দিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত তিনি কাজ করতে থেকেছেন। তিনি নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দিন ব্যতীত করেছেন। তিনি সফরের সফলতার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

"এই সফরে জামাতের মহত্বের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। যেখানেই আমরা গিয়েছি, আমরা এই একটা কথা-ই আমরা শুনেছি- 'আপনাকে আমরা চিনি।' হল্যান্ডে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব গিয়েছিলেন; সেখানে তিনি একজনকে তবলীগ করছিলেন। কথোপকথনের সময় আমার ছবি বের করে তাঁকে দেখান। তিনি বললেন, এই ছবি আমি আগেও দেখেছি। বার্লিন থেকে মাস্টার মুবারক আলি সাহেব একটি পত্রিকা পাঠিয়েছেন। সেই পত্রিকা পুরো পাতা জুড়ে আমার সম্পূর্ণ (আপাদমস্তক) ছবি ছেপেছে। আমেরিকাতেও ছবি ছাপছে। অনুরূপভাবে ইতালি, বাগদাদ ও অন্যান্য দেশেও ছবি ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে আর এর মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। আসার সময় সুইজারল্যান্ডের এক কাউন্সিলারের স্ত্রীও ছিলেন। আমার বন্ধুদের সঙ্গে যখন তাঁর কথাবার্তা হল, ছবি দেখানো হল, তখন তিনি বললেন, এটা আগেও দেখেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল- কিভাবে? তিনি উত্তর দিলেন, সিনেমায়। মোটকথা এত বেশি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, এখন যদি আমার বাচ্চাও সেখানে যায়,তবে তারা মনে করবে, এর পিছনে কোন শক্তিশালী জামাত রয়েছে। বিষয়টি এমনভাবে জানা গেল যে, কাবুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় তিনজন পাদ্রীও অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বক্তব্য রাখার সময় বললেন, সেই যুগ সমাগত, যখন আহমদীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে। সেই সময় এরা যারা মানবজাতির জন্য কষ্ট সহ্য করছে, তাদের বংশধররা দেখবে এবং গর্ব করে বলবে, আমাদের পিতৃপুরুষরা সেই সব মানুষ ছিলেন, যাদেরকে কথাও বলতে দেওয়া হত না, তাদেরকে হত্যা করা হত এবং যাবতীয় কষ্ট দেওয়া হত।আজ আমরা তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর পরিণামে বাদশাহ হয়েছি।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬১৫-৬১৬)

হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুসলহে মওউদ (রা.) বলেন-"আমাদের এই সফরও জেহলম সফরের ন্যায় খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে সম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁর কৃপাতেই সফলতা লাভ হয়েছে। যেভাবে খোদা তা'লা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জেহলম সফরের উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁকে সফলতা দান করেছিলেন, তদ্রূপে এই সফরের উপকরণ তৈরী হয়েছে আর এর পরিণামে খোদা তা'লা এক ধারার সূচনা করেছেন।"

(ইউরোপ সফর, পৃ: ৪৯০-৪৯১)

এই সফর অত্যন্ত সফল ও আশিসমণ্ডিত ছিল। এই সফরে সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। পাঠকদের উচিত 'বদর'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠ করা যাতে আপনাদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রকাশনাকে সার্বিকভাবে বরকতমণ্ডিত করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

خليفة المسيح الخامس

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ও সূচিপত্র	১
এডেনের অদূরে সাগরের বুকে জাহাজ থেকে লেখা হযরত জামাতের নামে খলীফাতুল মসীহ সানীর প্রথম চিঠি	৬
১৯২৪ সালের ইউরোপ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন	৭
হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ইউরোপ সফরের প্রতিবেদন	৯
হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ইউরোপ সফরের কল্যাণ ও পরিণাম	১৫
ইংল্যান্ডে আধ্যাত্মিক বিজয়ের ভিত রচিত হয়েছে	২২
ফজল মসজিদের গোড়া পত্তন	২৫

সম্পাদকীয়

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর আশিসময় ও ঐতিহাসিক ইউরোপ সফর দিনকয়েকের সফরে বহু শতাব্দীর বরকত

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবছর তাঁর সেই যাত্রার একশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যেই আমরা এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার তৌফিক পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা একে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং এটা বদর পত্রিকার পাঠকদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হোক। আমীন।

কাদিয়ান থেকে যাত্রা শুরু এবং ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এই সফরের ঘটনাবলী অত্যন্ত কৌতুহল ও ঈমান উদ্দীপক। সফরে রওনা হওয়ার মুহূর্তের দোয়া এবং হুযুরের বিচ্ছেদের হৃদয় বিদারক দৃশ্য, কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তনের পর পুনর্মিলনের স্বাদ এবং আনন্দ-উদযাপনের ঘটনা ভাষায় বর্ণনা করা একথায় অসম্ভব। হুযুর (রা.) এই সফরের যে উদ্দেশ্যাবলী ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন এবং এর ফলে আহমদীয়াতের জয়যাত্রার যে ভিত রচিত রয়েছে, যে সফলতা অর্জিত হয়েছে, জামাত যে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে জামাতের যে ব্যপক প্রচার ও প্রসার হয়েছে সেই সবের বর্ণনা হুযুরের নিজের লেখনী থেকে পাঠ করা অত্যন্ত ঈমান হর্ষক অভিজ্ঞতা। এই সফরের পরিণামে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে এবং স্বয়ং সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। এই সফরে একাধিক সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে হুযুর ভাষণ দান করেছেন। এছাড়াও গণ সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে, তিনি লন্ডনবাসীর সামনে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন এবং লন্ডনের নব দীক্ষিত মুসলমানদের আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনিয়েছেন। এই সফরেই তিনি লন্ডনের ফজল মসজিদের গোড়াপত্তন করেন এবং অন্যান্য একাধিক দেশের পরিস্থিতি এবং তবলীগের সুযোগ সন্ধান করেন।

সফরের ধারাবিবরণীর এটাও একটা দিক যে, হুযুর (রা.)-এর সফর নিয়ে পয়গামীরা একাধিক আপত্তি তোলে যেগুলির উত্তরে কাদিয়ানের আল ফযল পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আর এই সফরকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক নযম রচিত হয়। হুযুরের বিরহ বেদনা এবং যাত্রার উপর নযম ও তাঁর কাদিয়ান প্রত্যাবর্তনের আনন্দে নযমের পাশাপাশি বিদেশে ইসলামের বিজয় ও মসজিদ স্থাপনার আনন্দেও বিভিন্ন নযম রচিত হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাদিয়ান ও কাদিয়ানবাসীদের বিরহে এবং কাদিয়ানে মহিমা কীর্তনে এই সফরে এক অসাধারণ নযম রচনা করেন। এই নযমের একটি পঙক্তি নিম্নরূপ-

'খেয়াল রেহতা হ্যায় হামেশা উস পাক মাকাম কা/ সোতে সোতে ভি কেহ উঠতা হুঁ হায়ে কাদিয়াঁ।

আহ ক্যায়সি খুশ ঘড়ি হোগি কিহ বা নীল মারাম/ বাঁধেঙ্গো রাখতে সফর কো হাম বরায়ে কাদিয়াঁ

এর উত্তরে হযরত সৈয়্যেদা নবাব মুবারাকা বেগম সাহেব (রা.)ও একটি নযম রচনা করেন যার দুটি পঙক্তি নিম্নরূপ:

'সৈয়্যেদা হ্যায় আপকো শওকে লিকায়ে কাদিয়াঁ/ হিজর মেঁ খুঁবার হ্যাঁ ইয়াঁ চশম হায়ে কাদিয়াঁ।

সব তড়পতে হ্যাঁ কাহাঁ হ্যায় জিনাতে দারুল আমাঁ/ রওনাকে বুস্তানে আহমদ দিলরুবায়ে কাদিয়াঁ।

কাদিয়ান পোঁছে একটি অনুষ্ঠানে হুযুর বলেন-

"আমার মতে এই সফরের প্রধান প্রধান কল্যাণ ছাড়া, যেগুলির কথা মৌলবী শের আলী সাহেব উল্লেখ করেছেন, আরও কিছু গৌণ উপকারও রয়েছে। যার মধ্যে একটি হল আমার সফরে যাওয়ায় একাধিক কবির জন্ম হয়েছে, বিশেষ করে আমার বোনের মধ্যে এক কবি-সত্তার জন্ম হয়েছে।"

সত্যিকার অর্থেই এই সফরের যাত্রা শুরু থেকে কাদিয়ান প্রত্যাবর্তন প্রতিটি বিষয় হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল আর জামাতের সদস্যদের ঈমান ও বিশ্বাসকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল, সেই সঙ্গে তাদের জ্ঞান ও খোদার সঙ্গে পরিচয়ও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর এই ঐশী কল্যাণময় সফর আদিকাল থেকেই খোদার দরবারে নির্ধারিত ছিল। নিম্নে হুযুরের লেখনীর আলোকে এই সফরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ও উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরব।

কুরআন করীমে এই সফরের উল্লেখ রয়েছে

হুযুর (রা.) বলেন-

"মসীহ মওউদ বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারের যে উদ্দেশ্যে নিয়ে ইউরোপ সফরে যাওয়ার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সফরে এসেছি। অতএব, বোঝা গেল যে, এই ধরণের সফর ছাড়া ইসলামের নিরাপত্তা বলয় সম্পূর্ণ হতে পারে না।..... হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী অনুসারে তিনি যেহেতু যুল কুরনাইন এবং পশ্চিমি দেশসমূহ বলতে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের বোঝানো হয়, যারা খৃষ্টবাদের পৃষ্ঠভূমিতে ঘাঁটি গেঁড়ে আছে, এর থেকে বোঝা যায় যে, মসীহ মওউদ (আ.) কিম্বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারীকে পশ্চিমি দেশসমূহ সফর করতে হবে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ১৬ই আগস্ট, ১৯২৪)

সফরের বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , আল্লাহ্ তা'লা ঈসা (আ.)কে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ দিবেন যে, আমি এখন এমন কিছু মানুষদের আবির্ভূত করেছি (অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ), কারো শক্তি নেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। অতএব ,তুমি আমার বান্দাদেরকে নিরাপদ পাহাড়ের পথ দিয়ে নিয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই ইয়াজুজ (ও) মাজুজকে আবির্ভূত করবেন। এরপর বর্ণিত হয়েছে-

يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নবী ঈসা ও তাঁর সহচরগণ ইয়াজুজ (ও) মাজুজের ভুমিতে অবতরণ করবে (আল আরজুল মাওইজা-এর অর্থ অমুক ভুমি। অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের ভুমি যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) কিন্তু সমগ্র ভু-পৃষ্ঠে এক-বিঘত স্থানও ইয়াজুজ-মাজুজের মৃতদেহ ও তাদের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত পাওয়া যাবে না।

এরপর হাদীসে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে–

এরপর আল্লাহ্‌র নবী ঈসা ও তাঁর সঙ্গীরা দোয়া করবেন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এমন পাখিদের প্রেরণ করবেন যাদের গলা হবে দ্রুতগামী উটের ন্যায়। সেই পাখিগুলি সেই সব মৃতদেহগুলিকে সেই স্থানে ফেলে আসবে যেখানে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ফেলে আসার আদেশ করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যাতে কোন গৃহ ও বাসস্থান অবশিষ্ট থাকবে না এবং সমগ্র ভূ–পৃষ্ঠ ধুয়ে আইনার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। এরপর ভূ–পৃষ্ঠকে বলা হবে ফল উৎপাদন কর আর নিজের কল্যাণসমূহ ফিরিয়ে আন।

ঈসা বলতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে বোঝানো হয়েছে। আর ইয়াজুজ–মাজুজের ভূমিতে তাঁর অবতরণ বলতে তাঁর উত্তরাধিকারদের অবতরণকে বোঝানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের দোয়ায় ইয়াজুজ–মাজুজের ভূমি ধৌত হয়ে আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে।

রসুল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা

হুযুর (রা.) বলেন–

"মসীহ মওউদ (আ.)–এর যুগ সংক্রান্ত রসুল করীম (সা.)–এর যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যার ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রতিশ্রুত মসীহ কিম্বা তাঁর কোন খলীফা দামাস্কে যাবেন, আমার ইচ্ছে এই সফরে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার চেষ্টা করা এবং পথে দামাস্কেও দিন–কয়েকের জন্য অবস্থান করা। যদিও এর জন্য কিছুটা ভিন্ন পথে সফর করতে হবে, কিন্তু যেহেতু এমন সুযোগ প্রতিদিন আসে না, তাই যতদূর সম্ভব এই সফর থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা জরুরী। জামাতের সত্যতার নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। "

(ইউরোপ সফর,আনোয়ারুল উলুম,৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

দুটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা

হুযুর (রা.)–এর সফর নিয়ে পয়গামী অর্থাৎ লাহোরীদের মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা তৈরী হয়। তারা হুযুরের এই সফরকে বিনোদনমূলক ভ্রমণ এবং জামাতের অর্থ অপচয় হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে। তাদের এই আপত্তির উত্তরে আলফজল পত্রিকার সম্পাদক, অন্যান্য নিবন্ধকার এবং হুযুর নিজেও কলম ধরেন।

শুধু তাই নয় অন্যান্য শিরোণামের প্রবন্ধেওএর উত্তর দেওয়া হয়। হুযুর (রা.) তাদের আপত্তির উত্তরে যা কিছু লিখেছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। তাঁর এই লেখনী ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করে। হুযুর আনোয়ার বলেন–

"আমরা যদি এই সফরে কোনও কাজ না করতাম, আর কেবল ঘোরাঘুরিই করতাম, তবুও এই সফর নিয়ে আপত্তির কিছু থাকত না, কেননা এটি ছিল দুটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার নিমিত্তে সফর। এক– আঁ হযরত (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী যা দামাস্ক সম্পর্কে ছিল। আর একটি ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী যা ইংল্যান্ড সম্পর্কে ছিল। তাই আমরা যদি নিজের অর্থে, কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের তাগিদে এই সফর করে থাকি, তবে এতে তাঁর কি আপত্তি থাকতে পারে? "

(আল ফযল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৪)

এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সফরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

" আমার মতে যে সব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই সফরের প্রয়োজন সেগুলির মধ্যে একটি হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর স্বপ্ন পূর্ণ করা। .....দ্বিতীয়তটি এই ধর্মীয় প্রয়োজন সমগ্র জগতে ইসলামের তবলীগের দাবি করে আর যেহেতু সমগ্র জগতকে ইসলামের আওতায় নিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য, তাই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করাও জরুরী। ..... এই ব্যবস্থাপনা তৈরীর জন্য পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলির পরিস্থিতি সরজমিনে দেখে আসা জরুরী। ..... ইউরোপ আজ ইসলামের আকিদাসমূহ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তারা নিজেদের অভ্যাস ও রীতি–নীতি বর্জন করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। তারা যে শুধু নিজেরাই বর্জন করতে প্রস্তুত নয় তা নয়, বরং তারা এশিয়া ও আফ্রিকাকেও নিজেদের সমচিন্তক বানিয়ে ইসলামকে জগত থেকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিতে চায়। তাদের রীতি–নীতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি আমাদের থেকে এতটাই ভিন্ন যে, ঘরে বসে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া পৃথিবীতে বসে চাঁদের পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার মতই। বরং এর চেয়েও কঠিন। কেননা চাঁদের অবস্থা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এখানে এক জীবিত জাতির সংশোধনের প্রশ্ন, যাদের বাহ্যিক রূপের বিষয়ে নয়, বরং তাদের চিন্তাধারা এবং বস্তুবাদিতার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। " (ইউরোপ সফর, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

কয়েক শতাব্দীর পরিকল্পনা

সফরের একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর বলেন–

এই সফর করা হয়েছিল কয়েক শতাব্দীর তবলীগের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ১৬ই আগস্ট, ১৯২৪)

হুযুর (রা.)–এর নিজের স্বপ্ন পূর্ণ হল

হুযুর (রা.) লেখেন–

" আমি দেখলাম, লন্ডনে আছি আর সেখানে এমন একটা সমাবেশে আছি যেখানে পার্লামেন্টের বড় বড় সদস্য, নবাব, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত আছেন। এটা একটা আমন্ত্রণ সভা যেখানে আমিও অংশ গ্রহণ করেছি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিস্টার লাইড জর্জ এই সভায় বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্য দিতে দিতে তাঁর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায় আর তিনি সভাগৃহে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ শুরু করেন, তাঁর হাবভাবে এমন উদ্বেগের ছাপ প্রকট ছিল যে, লোকে মনে করল তাঁর উপর উন্মাদনা সওয়ার হয়েছে। সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অন্যদিকে তিনি ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছেন। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন সাহেব অগ্রসর হয়ে তাঁকে কানে কানে কিছু বললেন। তিনি থেমে গেলেন আর মৃদু স্বরে লর্ড কার্জন সাহেবকে কিছু যেন একটা বললেন, তিনি তাঁর আশ পাশের লোকদের সেই একই কথা বললেন আর সকলে দ্রুত বেগে সভাকক্ষের দরজার দিকে ধাবিত হলেন এবং বাইরে সড়কের পূর্ব দিকে উঁকি দিতে শুরু করলেন। তাদের এই গতিবিধি দেখে আমি আরও আশ্চর্য হলাম। কাজি আব্দুল্লাহ্ সাহেব আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম , তারা কি বললেন আর এরা দরজার দিকে কেন দৌড়ে গেলেন আর সেখানে কি দেখছেন? কাজি সাহেব আমাকে উত্তর দিলেন, মিস্টার লাইড জর্জ লর্ড কার্জনকে বললেন, আমি উন্মাদ নই, বরং আমি পায়চারি করছি, কারণ আমি এইমাত্র সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, আহমদীয়া জামাতের ইমাম মির্যা মাহমুদ আহমদ এর সেনা খৃষ্টান সেনাদের পর্যদুস্ত করতে করতে এগিয়ে আসছে আর ক্রমশ তারা এই স্থানের কাছাকাছি চলে এসেছে।"

(ইউরোপ সফর, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৩)

উইলিয়াম দ্য কানকারার সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া

" আপনারা জানেন, যে– বাদশাহর হাতে সমগ্র বিশ্বের লাগাম রয়েছে, তিনি আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে বলেছিলেন , 'আমি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছি আর একজন বিজয়ী সেনাপতির মত সেখানে প্রবেশ করেছি। সেই সময় আমার নাম রাখা হয় বিজয়ী উইলিয়াম রাখা হয়। .....স্বপ্নের কারণে আমার বিশ্বাস ছিল, ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক বিজয় কেবল আমার ইংল্যান্ড যাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছি আর এখন আমার মতে ইংল্যাণ্ড বিজয়ের ভিত রচিত হয়েছে। উর্ধ্বলোকে এই বিজয়ের ভিত রেখে দেওয়া হয়েছে আর যথাসময়ে ধরাপৃষ্ঠেও তার ঘোষণা দেওয়া হবে। ..... ইংল্যান্ড জয় সম্পন্ন হয়েছে'। খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই বিজয়ের জন্য

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

উর্ধ্বলোকে শর্ত হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল আমার ইংল্যান্ড আগমণ । খোদার কৃপায় আমি ইংল্যান্ড এসে গিয়েছি। এখন ইনশাআল্লাহ্ এই কার্যক্রমের সূচনা হবে। ইনশাআল্লাহ্ অন্যরাও যথাসময়ে দেখতে পাবে , যা কিছু আমি লিখেছিলাম তা সত্য। নির্বোধরা জানে না যে, কতিপয় বিষয়ের সম্পর্ক কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে হয়ে থাকে। আর ইংল্যান্ডে ইসলামের উন্নতির বিষয়টি খোদা তা'লার নিয়তিতে আমার ইংল্যান্ড আগমণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

মসীহ মওউদকে যে স্বপ্নটি দেখানো হয়েছিল, সেখানেও একথা বলা হয়েছিল যে, তাঁর বিলেত যাত্রার পর এই জয়যাত্রার সূচনা হবে। আর আমাকেও এটাই দেখানো হয়েছে। আর যেহেতু নবীগণের খলীফা তাঁদেরই সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়, এই কারণে এই দুই স্বপ্নের অর্থ একটাই ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) –এর স্বপ্ন বলতে তাঁর উত্তরাধিকারীর ইংল্যান্ড গমনকে বোঝনো হয়েছিল আর আমার স্বপ্নের মাধ্যমেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বিলেত যাত্রাকেই বোঝানো হয়েছিল। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছেন, তখন ইনশাআল্লাহ্ এই বিজয়ের দ্বারও উন্মুক্ত হবে যা চিরকাল নির্ধারিত আছে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)–কে পূর্বেই একটি স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল যে, তিনি ইংল্যান্ডের উপকূলবর্তী কোনো এক স্থানে অবতরণ করেছেন এবং এক বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় একটি কাষ্ঠখণ্ডে পা রেখে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। তখন একটি আওয়াজ আসে, 'উইলিয়াম দি কংকারার'। যেন ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক বিজয়ের বিষয়টি হুযূরের ইংল্যান্ডে আগমনের সাথে নির্ধারিত ছিল যা এখন প্রকাশিত হয়েছে। *এই স্বপ্নটি*কে বাহ্যিক অর্থেও পূর্ণ করার জন্য ১৯২৪ সালের ২রা অক্টোবর হুযুর একটি সফর করে পেভেনসি পৌঁছন। এখান থেকে পেভেনসি সাগর উপকূলে পৌঁছন এবং নৌকায় করে সেই স্থানে পৌঁছন যেখানে উইলিয়াম দ্য কানকারার-এর অবতরণের কথা ছিল।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান,২০ শে নভেম্বর, ১৯২৪)

হযুর বলেন–

"যখন আমার ইউরোপ সফরের সিদ্ধান্ত হল, তখন আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল যাতে আমি নিজেকে উইলিয়াম দ্য কানকারার হিসেবে দেখেছিলাম। ... ইংল্যান্ড উপকূলে পা রেখেই আমি অনুধাবন করি যে, খোদার কৃপায় এখন এটি বিজিত হয়েছে। আমি সেই সময়ই নিবন্ধ লিখি যা আলফজলে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে, ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক জয়যাত্রার শুরু হয়ে গিয়েছে।" (আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান,৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

দামাস্ক সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হল

হাদীসের বর্ণিত হয়েছে-

بَعَثَ اللهُ تَعَالٰى الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ

অর্থ: আল্লাহ্ তা'লা মসীহ ইবনে মরিয়মকে আবির্ভূত করবেন যিনি দামাস্কের পূর্ব দিকে শুভ্র মিনারের নিকট দু'টি লাল চাদরে আবৃত হয়ে দু'জন ফিরিশতার কাঁধে হাত রেখে অবতরণ করবেন।

(মুসলিম কিতাবুল ফিতন, বাব যিকরুদ দাজ্জাল)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

ثُمَّ يُسَافِرُ الْمَسِيْحُ الْمَوْعُوْدُ اَوْخَلِيْفَةٌ مِّنْ خُلَفَائِهٖ اِلَى الْاَرْضِ دِمَشْقَ فَهٰذَا مَعْنَى الْقَوْلِ الَّذِىْ جَآءَ فِىْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ اَنَّ عِيْسٰى يَنْزِلُ عِنْدَ مَنَارَةِ دِمَشْقَ-

অর্থাৎ– প্রতিশ্রুত মসীহ কিম্বা তাঁর খলীফাগণের মধ্য থেকে কোনও খলীফা দামাস্ক–ভূমির পূর্ব দিকে সফর করবেন। অতএব, ঈসা (আ.)–এর দামাস্কের পূর্বে মিনারের নিকট অবতীর্ণ হওয়ার এটাই অর্থ যা মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(হামামাতুল বুশরা, পৃ: ৩৭, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ১২১)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দামাস্ক সফরে থাকাকালীন দামাস্কের মিনারায় মসীহর অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বলেন–

"জনৈক মৌলবী আব্দুল কাদির সাহেব সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেবের বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমাদের মতে যেখানে হযরত ঈসা অবতরণ করবেন সেই মিনারটি কোথায়? তিনি বললেন, সেটি হল আমুবিয়ার মসজিদের মিনার। কিন্তু অপর এক মৌলবী সাহেব বললেন, সেটি খৃষ্টানদের মহল্লায়। অপর একজন বললেন হযরত ঈসা এসে নিজে সেই মিনার তৈরী করবেন। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, গিয়ে দেখে আসি সেটি কোন্ মিনার? সকালে আমি যখন হোটেলে নামায পড়ালাম, তখন আমি ছাড়া জুলফিকার আলি সাহেব এবং ডক্টর হাশমতুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন। অর্থাৎ আমার পিছনে দুই জন মুক্তাদি ছিলেন। সালাম ফিরে দেখলাম আমার সামনে মিনার আর সেই মিনারের মাঝে ব্যবধান কেবল একটি সড়কের। আমি বললাম, এটিই সেই মিনার আর আমরা সেই মিনারের পূর্ব দিকে ছিলাম। এটিই একমাত্র শুভ্র মিনার ছিল, অন্য কোন মিনার ছিল না। আমুবিয়া মসজিদের মিনার নীলাভ রঙের ছিল। আমি যখন সেই শুভ্র মিনারটি দেখলাম আর পিছনে কেবল দুইজন মুক্তাদি ছিল, তখন আমি বললাম, সেই হাদীসটিও পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

মিনারের কাছে হুযুরের অবতরণ বস্তুতপক্ষে মসীহ মওউদ (আ.)–এর অবতরণ হিসেবেই গণ্য হবে। প্রথমত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মসীহ বলতে মসীহর খলীফাকে বোঝানো হবে। এছাড়া তিনি (রা.) মসীহর খলীফাও ছিলেন এবং রূপক মসীহ–ও ছিলেন। জামাতের বই–পুস্তক অধ্যায়নকারীরা এবিষয়টি ভালভাবে জানেন। কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁকে মসীহ না বলে থাকতে পারেন নি। হুযুর বলেন– "খোদা তা'লা প্রথম থেকেই এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। জাহাজে আমার সঙ্গীরা আমার চারপাশে বসে ছিল। জাহাজের ডাক্তার এসে আমাদের দিকে অপলক চেয়ে থাকল। তারপর সে আমাদের গণনা করে দেখল। গণনার পর কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করতে থাকল। এরপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বলল, মসীহ ও তাঁর বারোজন শিষ্য। খোদার পক্ষ থেকেই এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়।" (আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

ব্যধির চিকিৎসা অনুসন্ধান

বিলেত পৌঁছনোর পূর্বে পথিমধ্যেই হুযুর (রা.) জামাতের নামে চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি সফরের উদ্দেশ্যাবলীর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। তিনি লেখেন–

"যে কাজের উদ্দেশ্যে আমি যাচ্ছি তা এক প্রকার অনন্য, এতটাই যে অনেক বন্ধুও এখনও তা বুঝে উঠতে পারে নি। আমি শুনলাম, আমাদের বন্ধু ট্রেনে এক অ–আহমদীকে বোঝাচ্ছিলেন, তাদের বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য হল ইসলামের তবলীগ করা। যদিও ইসলামের তবলীগ করা প্রত্যেকের কর্তব্য, এমনকি আমারও, কিন্তু যেমনটি আমি স্পষ্টভাবে লিখেছি যে, তবলীগের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করা খলীফার জন্য যথোচিত নয়; খলীফার প্রকৃত কাজ তবলীগের তদারকি করা। তবলীগের জন্য খলীফার বহির্দেশে গমন জামাতের জন্য এমন ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে যা থেকে উত্তরনের পথ কঠিন হয়ে পড়তে পারে। অতএব, এই সফর তবলীগের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তবলীগের পথে বাধাবিপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে যা ভবিষ্যতে পশ্চিমি দেশসমূহে তবলীগের জন্য সহায়ক হতে পারে। এছাড়াও এর উদ্দেশ্যে সেই সব ভয়াবহ বিপদাপদ সম্পর্কে জানা

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

এবং সেগুলির প্রতিকার বের করা যা এই সব দেশগুলিতে ইসলামের প্রসারের সাথেই জন্ম নিতে পারে, যেগুলি পূর্বাহ্নে চিহ্নিত না করা গেলে পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের প্রসারই ইসলামের ধ্বংসের কারণ হবে।"

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ১৬ই আগস্ট, ১৯২৪)

ইউরোপে ইসলাম প্রচারের জন্য কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা বর্ণনা করে হুযুর বলেন–

" অতএব আমরা দুটি আগুনের মধ্যে রয়েছি আর আমাদের দশা হয়েছে এমন, না আমরা এর থেকে বের হতে পারি, না এর মধ্যে থাকতে পারি। এই সমস্যার প্রতিকার বের করার জন্য কিম্বা সেখানকার পরিস্থিতি সরজমিনে জ্ঞাত করার জন্য (এই সফর) এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যাতে মুবাল্লিগদের কঠিনভাবে তদারকি করা যায় আর জাহাজকে বিপদসংকুল পথের মধ্য দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করানো যায়। সম্ভবত আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, লক্ষ্য কতটা কঠিন, খোদা তা'লার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা এই সমস্যার সমাধান বের করতে পারব না। মুসলমান বানানো সহজ, কিন্তু তাদের থেকে ইসলামকে রক্ষা করা কঠিন আর এই মুহূর্তে এটিই আমার সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ১৬ই আগস্ট, ১৯২৪)

ইল্যান্ডের আধ্যাত্মিক বিজয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছে

হুযুর বলেন–

"যদিও শত্রুরা হাসি-বিদ্রুপ করবে, কিন্তু আমি তাদের হাসি-বিদ্রুপের পরোয়া না করে একথা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না যে, খোদা তা'লার কৃপায় ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক বিজয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছে।.. যা কিছু আমি বলছি তা এক আধ্যাত্মিক বিষয় যেটাকে সেই ব্যক্তিই দেখতে পারে যার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আছে।

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৪)

কল্পনাতীত সফলতা

হুযুর (রা.) বলেন– এই সফরে এমন সফলতা অর্জিত হয়েছে যা মানুষের জন্য কল্পনাতীত। ..... খোদা তা'লা যে বীজ বপন করেছেন সেটিকে সিঞ্চিত করার জন্য জামাতের উচিত নিজেদের প্রস্তুত রাখা। এই বীজ লাভ করা সম্ভব হত না, যদি এই সফর ছাড়াই আমরা চেষ্টা করতে থাকতাম। কিন্তু খোদা তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার পরিণামে সেই বীজ লাভ হয়েছে।এখন যেহেতু তিনি বীজ দান করেছেন,আমরা যদি নিজেদের কর্ম ও আত্মত্যাগের পানি দিয়ে সেটিকে সিঞ্চিত না করি তবে সেটি বিকশিত হবে না। ..... যে বীজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তার জন্য কতটা পরিমাণ পানি ও কতটা তদারকি প্রয়োজন?..... এখন কাজ অনেকে বেড়ে গেছে।"

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

মসজিদ নির্মাণের জগতজোড়া খ্যাতি

বিশ্বের প্রতি তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে। হুযুর (রা.) বলেন–

এখন পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষের কানে এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে যে, লন্ডনে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে যার উদ্বোধন হয়েছে, মসজিদটি সেই আহমদী জামাত তৈরী করেছে যাদের ইমাম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যাঁকে খোদা প্রতিশ্রুত মসীহ ও নবী করে প্রেরণ করেছেন আর যাঁর কাজ হল ইসলামকে বিস্তৃতি দান করা। পৃথিবীর প্রত্যেক তিন জন ব্যক্তির মধ্যে একজনের কাছে এই কথাটি পৌঁছে গিয়েছে আর ইংল্যান্ডের সাংবাদিক এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের মত এই যে, আমরা যদি দুই কোটি টাকাও খরচ করতাম তবু ততটা প্রচার হত না, যতটা প্রচার এখন হয়েছে। বরং অনেকে একথাও বলেছে যে, দুই কোটি টাকা নয় বরং দুই কোটি পাউন্ড খরচ করলেও সেই কাজ হত না যা যে পরিমাণ অর্থ মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে।

(আল ফজলল কাদিয়ান দারুল আমান কাদিয়ান, ৯ই নভেম্বর, ১৯২৬)

সংবাদ মাধ্যম কোন বাদশাহর জন্যও এমন মনোযোগ দেয় নি

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

"খোদা তা'লা যে সফলতা আপনাদের দান করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মধ্য আপনাদের সাহায্য করেছেন তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। একথা আমাকে বলছিলেন একজন ইংল্যান্ডবাসী যিনি সংবাদ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তিনি আরও বলেন, যেভাবে আমাদের সম্পর্কে সংবাদপত্রিকাগুলি মনোযোগ দিয়েছে কখনও কোন বাদশাহর প্রতিও দেয় নি। আমাদের বলা হয়েছে এখানকার কোন পত্রিকায় বড় বড় বাদশাহ্‌র কথাও তিন চার বারের বেশি উল্লেখ করা হয় না আর তাঁদের সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আপনারা এখানে দুই মাস থেকে আছেন আর আপনাদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে পত্রিকাগুলি নিবন্ধ প্রকশ করেছে। ..... এটা একেবারেই অস্বাভাবিক বিষয়।..প্রতিবার বড় বড় পত্রিকার খ্যাতনামা নিবন্ধকরা এসে এমনভাবে নিবন্ধ রচনা করেন যাতে বোঝা যায় যে, আমাদের প্রতি তাঁরা সহানভূতিশীল। "

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

তিনি বলেন, বোঝা-ই যাচ্ছিল, এখানে (অর্থাৎ ভারতে) যে ধারণা করা হয় যে, ইংরেজরা হিন্দুস্তানীদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, সেখানে গিয়ে মনে হচ্ছিল, আমাদের ছাড়া তারা অন্য কাউকেই সম্মান করে না।"

বড় বড় দেশে দীর্ঘ সময়েও নাম পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের খ্যাতি বিদ্যুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

পোপের বিরুদ্ধে এবং হুযুরের পক্ষে পত্রিকার মন্তব্য

ইতালিতে হুযুর পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পোপ উত্তর দিলেন– যেহেতু আমার ঘর তৈরীর কাজ চলছে, এই কারণে এই কয়দিন সাক্ষাত বন্ধ আছে।"

ইতালির সর্বপ্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদককে যখন হুযুর পোপের উত্তরের কথা জানালেন তখন তিনি তাঁর পত্রিকায় যা লিখলেন তা হুযুর (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"আশ্চর্যের বিষয় হল একজন নেতা এসে পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান, কিন্তু পোপ বলছেন, যেহেতু তাঁর ঘরে মেরামতের কাজ চলছে তাই তিনি সাক্ষাত করতে পারবেন না। এখন তাঁর ঘরে সব সময় মেরামতের কাজই চলতে থাকবে। এটা কতটা শক্তিশালী বাক্য যা এমন প্রভাবশালী একটা খৃষ্টান পত্রিকা পোপ সম্পর্কে লিখেছে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

মিশরে সফলতা লাভ

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

"সেখানে পৌঁছনো মাত্রই আমাদের প্রতি এমন মনোযোগ আকৃষ্ট হল যে, খিলাফতের উভয় দল উপস্থিত হল। এক পক্ষ বলল, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, অপর পক্ষ বলল, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। আমাদের বিরোধিতার কথা তাদের মনে থাকল না।"

"দুইজন সম্মানীয় ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বললেন, আপনি সময় দিলে বয়আত করব। একজন তুর্কী ছিলেন, তিনি বললেন, আমি ধর্মের জন্য

যুগ ইমামের বাণী

তোমাদের আদর্শ তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোনও ব্যবসা বা কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

এখানে এসেছিলাম, কিন্তু জানতে পারলাম যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে। আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

দামাস্কে সফলতা

হুযুর আনোয়ার বলেন- "দুই দিন পর্যন্ত কেউ মনোযোগ দেয় নি। আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি আর দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্ দামাস্ক সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি কিভাবে পূর্ণ হবে?.... তুমি নিজ অনুগ্রহে সফলতা দান কর। আমি যখন দোয়া করে রাত্রে ঘুমালাম, তখন রাত্রে আমার মুখ এই বাক্য নিঃসৃত হল-'আব্দুন মুকাররামুন'- অর্থাৎ আমাদের বান্দা যাকে সম্মানিত করা হয়েছে। এর থেকে আমি উপলব্ধি করলাম যে, এখানে তবলীগের পথ উন্মোচিত হতে চলেছে। পরের দিন সকালে উঠতেই মানুষের আগমণ শুরু হয়। এমনকি সকাল থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত দু'শ থেকে বারোশ মানুষ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত।" (আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নোটবুক সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন আর যা কিছু আমি বলতাম তারা লিখে নিতেন। কোন কথা বাদ গেলে তারা বলত, শিক্ষক মহাশয়, একটু দাঁড়াবেন, এই শব্দটি বাদ পড়ে গেছে। এটা যেন বাইবেলের সেই দৃশ্য ছিল যেখানে হযরত মসীহকে হে শিক্ষক নামে সম্বোধন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কোন মৌলবী বিরোধিতাপূর্ণ কিছু বলতে গেলে এরাই তাকে ভৎর্সনা করত।" (আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

তবলীগের নীতি নির্ধারিত হল

হুযুর (রা.) বলেন: "আমি এই সফরে তবলীগের যে নীতি প্রস্তাব করেছি সেগুলির মধ্যে কয়েকটি মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব দরদকে লিখে দিয়ে এসেছি আর কিছু (এখন) লিখছি।"

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

প্রেসিডেন্টের উপর জলসার প্রভাব

হুযুর (রা.) বলেন- "সম্মেলনের সভাপতি তিন-চার বার বললেন আর বাড়ি এসেও তিনি বললেন যে, ইসলাম জীবন্ত ধর্ম আর আহমদীয়া জামাত এর জীবন্ত প্রমাণ।"

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

পাশ্চাত্যের দেশগুলির ব্যধির প্রতিকার- মসীহ মওউদ (আ.)-এর নাম এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনা

হুযুর (রা.) বলেন- "এই সফরে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানও হয়েছে আর সেগুলির কারণে সব থেকে বেশি আনন্দ পেয়েছি। একটি হল, কথিত আছে যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মসীহ মওউদকে প্রাণঘাতী বিষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই সফরের কারণে এই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে যে, হযরত মসীহ মওউদ এর নাম ছাড়া পাশ্চাত্যের ব্যাধিগুলির কোনও প্রতিকার-ই নেই।"

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটির সমাধান হয়েছে সেটি হল আমি মনের মধ্যে এই আশঙ্কা নিয়ে গিয়েছিলাম যে, ইউরোপ ইসলামের প্রকাশ্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, অথচ এই বিশ্বাস নিয়ে (ফিরে) এসেছি যে, নিশ্চয় তারা গ্রহণ করবে। "

(আলফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪)

ইউরোপ সফর এবং এক অ-আহমদীর স্বপ্ন

১৯২৬ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর এর জুমআর খুতবায় হযরত মৌলানা শের আলি সাহেব (রা.) এক অ-আহমদীর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন যেটি হুযুর (রা.)-এর ইউরোপ সফর সংক্রান্ত ছিল। স্বপ্নটি কি ছিল আর তা কিভাবে পূর্ণ হয়েছে সেকথার বর্ণনা আমরা হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব (রা.)-এর ভাষায় তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন-

"খোদা তা'লা তাঁর প্রিয়ভাজন ও সত্যবাদীদেরকে একাধিক পন্থায় সাহায্য করেন। সেগুলির মধ্যে একটি পন্থা হল তিনি মানুষকে (সত্য) স্বপ্ন, ইলহাম ও দিব্যদর্শন (কাশফ)-এর মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রকাশ করে দেন। আর এইরূপে পুণ্যাত্মারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাদের সত্যতার সাক্ষী পেয়ে তাদেরকে গ্রহণ করে।..... আজ আমি এই ধরণেরই এক স্বর্গীয় সাক্ষীর কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। এটা বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত এক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। পত্রিকার নাম 'সুফি, যেটা কোন আহমদীর পত্রিকা নয়, অ-আহমদীর পত্রিকা। পত্রিকায় একটি নিবন্ধ রয়েছে আর নিবন্ধকারও কোনও আহমদী নয়।বরং সেই ব্যক্তি আহমদীয়াতের বিরোধী আর সে আমাদের জামাতের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে সে হযরত খলীফাতুল মসীহকে বেশ জোরালো মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। খলীফাতুল মসীহ মোবাহালার সেই চ্যালেঞ্জগ্রহণ করতে আগ্রহী হলে সে আনন্দিত হয়েছিল। সেই ব্যক্তি হল খোওয়াজা হাসান নিযামী। উক্ত পত্রিকায় তার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি বস্তুবাদি জগতে সত্য-স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কয়েকটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। প্রথম স্বপ্নটি তিনি বড়োদার জমিদার নওবাব সৈয়্যদ সদরুদ্দীন খান সাহেবকে উদ্ধৃত করে লেখেন- "একটি গৃহে মালপত্র বেঁধে রাখা আছে আর পরিবারের লোকজন দীর্ঘ কোন সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছে। এরই মাঝে দেখা গেল গৃহকর্তাও অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে মালপত্র গুছিয়ে রাখছেন। সবশেষে তিনি বললেন, জাহাজ প্রস্তুত কর আর এই মালপত্রগুলো জাহাজে তোল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হুযুর কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা? বললেন, ইউরোপ যাচ্ছি, চিকিৎসা করতে। জানতে চাওয়া হল যে তাঁর নাম কি? বললেন, আমার নাম উমর ইবনুল খাত্তাব।"

হাসান নিযামী সাহেব নিজেই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন। নওয়াব সাহেবের এই স্বপ্নে যদিও এই একটি বিষয় অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে, উমর ফারুক (রা.) বলছেন তিনি ইউরোপ যাচ্ছেন চিকিৎসা করতে। এর অর্থ তিনি সেখানে নিজের চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন, না কি ইউরোপবাসীদের চিকিৎসা করতে যাচ্ছেন? কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এর ব্যাখ্যা যায় বিজ্ঞান ও বস্তুবাদিতার বিপক্ষে। যদি প্রথম পরিস্থিতি ধরা হয়, অর্থাৎ হযরত ইউরোপ যাচ্ছেন নিজের চিকিৎসা করাতে, তবে এর অর্থ হবে আধ্যাত্মিকতার অধিকারী ইউরোপ গিয়ে সেখানে জ্ঞানার্জন করে নিজের অজ্ঞানতার ব্যাধির চিকিৎসা করাবেন এবং এরপর সেখানে বসে বস্তুবাদিতার ব্যধির চিকিৎসা করা হবে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে বস্তুবাদী ইউরোপের ব্যধির চিকিৎসার উপায় ও প্রস্তুতি গ্রহণ চলছে। এই স্বপ্ন এমন স্পষ্ট ও বোধগম্য যে, এরজন্য আমার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।..... একদিকে আপনি এই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যাটি পড়ে দেখুন আর অপরদিকে হযরত খলীফাতুল মসীহর সেই ঘোষণাটি পড়ুন যা তিনি ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। সেই ঘোষণাটি পড়লে জানতে পারবেন যে, এটি একটি অসাধারণ সত্য স্বপ্ন এবং জামাতের সত্যতার এক শক্তিশালী নিদর্শন। (বিশেষ করে হুযুরের ইলহামী নামটাও যখন উমর)

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৯ই অক্টোবর, ১৯২৪)

এই ঐশী সফর ছিল পৃথিবীতে আহমদীয়াতের বিজয় ও সাফল্যের জন্য বীজ স্বরূপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই বীজ বিকশিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ফুলে-ফলে সুশোভিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন, আমরা যেন এই পুণ্যে সমধিকহারে অংশগ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ধর্মের সেই সেবা করার তৌফিক দান করুন যা তাঁর সমীপে পূর্ণত গৃহীত হয়। আমীন।

(নিবন্ধকার: মনসুর আহমদ মসরূর)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং অনুধাবন করে, সে ধনী; তার কোনও দারিদ্রের ভয় নেই।

(সুনান সাঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noo Jahan Begum, Kolkata

পবিত্রতা অবলম্বন কর , যাতে কুদ্দুস খোদা তোমাদের মাধ্যমে স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করেন

এডেনের অদূরে সাগরের বুকে জাহাজ থেকে লেখা হযরত জামাতের নামে খলীফাতুল মসীহ সানীর প্রথম চিঠি

ব্রাদ্রানে জামাত! আসসালামো আলাইকুম।

জাহাজ আজ এডেন বন্দরের কাছাকাছি আসছে। সকাল চারটায় জাহাজ তীরে ভিড়বে। খোদার কৃপায় ঝড়ের এলাকা থেকে জাহাজ বের হয়ে এসেছে আর আমরা এখন সুগম সমুদ্রে চলছি। যে সব যাত্রী বেশ কয়েকদিন থেকে ঘরের মধ্যে নিজেদেরকে বন্ধ করে রেখেছিল, এখন তারা বাইরে এসে ঘোরাফেরা করছে এবং প্রাণখোলা হাওয়া ও ভাল আবহাওয়া উপভোগ করছে। কেউ কেউ আবার তাশ খেলায় মগ্ন, সেই সাথে জুয়ার আসরও বসেছে। কেউ সুরার গ্লাস খালি করে দিচ্ছে। কেউ কেউ জাহাজের পাটাতনে রাখা বেঞ্চে পা দুটোকে এলিয়ে দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। অনেকে ঘুমিয়েও পড়েছে। এখন রাত হয়েছে, বেশ গভীর রাত। রাতের অনেকটাই অতিক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গীরা আমাকে বলছে, গত রাতে আপনি বেশিক্ষণ ঘুমাননি, এখন ঘুমিয়ে যান। কিন্তু এডেন কাছাকাছি আসছে,যেখানে জাহাজ কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। আমি যদি সেই সময় কলম রেখে দিই, তবে এডেন অতিক্রম করার পরই কিছু লেখার সুযোগ পাব। অতএব, বন্ধুদের উপদেশকে সম্মান জানিয়ে এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এটাই বলব যে, চিঠি হল অর্থ অর্ধেক সাক্ষাতের সমান। খোদার অভিপ্রায় অনুযায়ী কিছুকাল পর্যন্ত আমি আমার বন্ধুদের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত আছি। তবে আমাকে অর্ধেক সাক্ষাতের আনন্দ উপভোগ করতে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কল্পনার ডানায় ভর করে কাগজের তরী বেয়ে সেই পবিত্র ভুমিতে পৌঁছে যেতে চাই, যে মাটি দিয়ে আমার দেহ তৈরী হয়েছে, যে মাটিতে আমার নেতা ও পথপ্রদর্শক সমাহিত আছেন, যে মাটিতে আমার চেখের স্নিগ্ধতা ও হৃদয়কে প্রশান্তিদানকারী জামাত বাস করে। তাই হিন্দুস্তানের ডাকের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আমাকে আমার বন্ধুদের নামেএকটি চিঠি লিখতে দাও, যাতে তারা অর্ধেক সাক্ষাতের আনন্দটুকুও পায় আর কিছুক্ষণের জন্য আমার কল্পনাগুলি কেবল সেই পবিত্রভূমির দিকে ডানা মেলে আমার প্রেমাস্পদের দেশের নিকটে নিয়ে যায়। অন্যরা বিশ্রাম করুক, ক্রীড়াকৌতুক ও মদের আসরে মগ্ন থাকুক; প্রিয় প্রভুর সেবাতেই আমার আনন্দ, তাঁর ভালবাসা-ই আমার জন্য সুরা আর বন্ধুদের নৈকট্য আমার জন্য সুখ ও আনন্দ, সেই নৈকট্য কল্পনার জগতে হলেও।

কথায় আছে, কোনও বস্তুর মূল্য বোঝা যায় সেটি হারিয়ে গেলে। এই সফরে আমি সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। আমার বিলেত যেতে না যেতেই ইউরোপ বিজয় সম্পন্ন হবে, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে আমার যে সমস্ত শুভাকাঙ্খীরা পীড়াপীড়ি করছিল যেন আমি অবশ্যই ইউরোপ যাই এবং বিজয়ের সেই দিনটিকে নিকটে নিয়ে আসি, তারাই আবার সেদিন জলবিহীন মাছের ন্যায় ছটপট করছিল যেদিন আমি রওনা হচ্ছিলাম। অনেকে এই নিয়ে হাহুতাশ করছিল যে, কেন আমরা তাঁকে বিদেশ যাওয়ার পরামর্শ দিলাম। পক্ষান্তরে আমিও প্রতিকূল আবহাওয়া ও ঝড় ঝঞ্ঝার সময় জেনেও সংকল্প করেছিলাম যে, এবার অবশ্যই পাশ্চাত্যের সফরে যাব এবং ইসলামের প্রসার ও প্রচারের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করব। আমি মনে মনে অনুভব করছিলাম যে, বিরহ-বিচ্ছেদ তৈরীর সংকল্প করা যতটা সহজ, বিচ্ছিন্ন হওয়া তার চায়তে ঢের কঠিন, দিন কয়েকের জন্য হলেও- যে সব বন্ধুদের সঙ্গে মিলে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, পৃথিবীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করব এবং খোদার নাম উজ্জ্বল করব, তাদের কাছে বিদায় নেওয়া সত্যিই ভীষণ কষ্টের।

আহমদীয়া জামাতের প্রতি আমার এবং আমার প্রতি জামাতের যে ভালবাসা, পারস্পরিক ভালবাসার সেই গভীরতা সম্পর্কে যে হৃদয় অনবহিত, এই পরিস্থিতির বিষয়ে অনুমান করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। আর আমি যে বেদনায় ক্লীষ্ট, সেই বেদনা অনুভব করতে পারে এমন কি কেউ আছে? লোকে বলবে বিরহ বিচ্ছেদ নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা আর এটা সময়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। কিন্তু অন্ধকে কে সূর্য দেখাতে পারে, বধিরকে কে শব্দের মাধুর্য বোঝাতে পারে? এমন ব্যক্তিরা কখন বা 'লিল্লাহি ও ফি আমানিল্লাহ' (বিদায়গ্রহণ)-এর দৃশ্য দেখেছে যে, তারা এর স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করতে পারে? তারা কখন-ই বা সেই পেয়ালা থেকে পান করেছে যে এর মুগ্ধকর অনুভুতি সম্পর্কে জানবে। পৃথিবীতে নেতাও আছে আর তাদের অনুসারীরাও আছে, প্রেমিকও আছে আবার প্রেমাস্পদও আছে- কিন্তু - 'হর গুলেরা রঙ্গ ও বুয়ে দিগার আস্ত।'

অর্থাৎ প্রতিটি ফুলের রঙ ও গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন।

তাদেরকে কি সেই হাত দিয়ে এক সূত্রে গ্রোথিত করেছে যে হাত আমাদের গ্রোথিত করেছে। পরিতাপ! নির্বোধরা কি করে জানবে যে, খোদার হাতে যারা একসূত্রে গ্রোথিত হয়েছে তারা সেই ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন, যারা মানুষের হাতে গ্রোথিত হয়েছে। মানুষ যেভাবেই একসূত্রে গেঁথে রাখুক, মুক্তোগুলি পৃথক পৃথক থাকে, কিন্তু খোদার হাতে গ্রোথিত মুক্তোগুলি কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তারা ইহজগতেও একত্রিত থাকে, পরকালেও তাদের একত্রিত রাখা হয়। তবে তাদের হৃদয়ের মিলন ও একাত্মতা সম্পর্কে অন্য কোনও জামাত বা অন্য কোনও সম্পর্কের বিষয়ে ধারণা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি?

বস্তুত এই সফর আমার প্রতি আহমদী জামাতের ভালবাসা এবং তাদের প্রতি আমার সেই ভালবাসাকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে যা এতদিন রহস্যের ন্যায় সুপ্ত ছিল। আর এটা প্রকাশ পাওয়া যথাযথও ছিল।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদের থেকে দূরে আছি, আমার দেহ আপনাদের থেকে দূরে আছে, কিন্তু আমার আত্মা দূরে নেই। আমার দেহের প্রতিটি কণা এবং আত্মার সকল শক্তি তোমাদের জন্য দোয়ায় নিয়োজিত, শয়নে-জাগরণে আমার হৃদয় তোমাদেরই হিতকামনায় মগ্ন থাকে। আমি নিজের লক্ষ্যের কিয়দংশ সম্পর্কে জাহাজেই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি,যথাসময়ে তা প্রকাশ করব। কিন্তু আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, হিন্দুস্তানে থাকাকালীন আমার যে বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম যদি প্রসারিত হয় তবে তা আপনাদের মাধ্যমেই হবে, সেই বিশ্বাস এখন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। তোমরাই খোদার আরশ্ যার উপর থেকে খোদা তা'লা রাজত্ব করছেন। তোমাদেরকে খোদা জ্যোতি দান করেছেন, পক্ষান্তরে জগত অন্ধকারে রয়েছে। খোদা তোমাদের গুরুত্ব দিয়েছেন, অপরদিকে জগত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। খোদা তোমাদেরকে আশিস দান করেছেন, অপরদিকে জগত নিজের উপর তাঁর রোষানলকে আমন্ত্রিত করছে। আর কেনই বা হবে না! তোমরা খোদার পবিত্র জামাত, তোমাদের হৃদয়েই তাঁর অধিষ্ঠান। আহ! অন্ধ জগত কি করে জানবে যে, একজন আহমদী এক সূর্যের ন্যায়, যে তাদের মহল্লায় বিচরণ করে তাদের জমাট অন্ধকারকে আলোকিত করছে। কিন্তু অন্ধদের আলো দেখাবে কে? সুদর্শন চেহারা কুৎসিত চেহারায় তুলনায় বেশি সুন্দর দেখায়। আমি জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর এই জামাতের সৌন্দর্য অবলোকন করেছি। লোকে যদি আমার চোখ দিয়ে দেখত! লোকে যদি আমার কান দিয়ে শুনত! তারা সেই সব কিছু দেখতে পেত যা দেখার ও শোনার আশা তাদের ছিল না। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটা সময় নির্ধারিত থাকে। সেই দিন সমাগত যখন মানুষ মসীহ মওউদ -এর পবিত্রকরণ শক্তি প্রত্যক্ষ করবে। যেদিনটি খোদার বীরপুরুষের বিজয় দিবস হবে, আমাদেরও যদি সেই দিনটি দেখার সৌভাগ্য হত!

বন্ধুগণ! এখন আমি আমার পত্রে ইতি টানছি। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই, শুভ্র ও নির্মল বসনের যত্ন নেওয়া বেশি প্রয়োজন। মলিন বসন মলিনতর হলেও ঠাওর করা যায় না। অতএব, নিজেদের পবিত্র রাখ, যাতে কুদ্দুস খোদা তোমাদের মাধ্যমে স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করেন এবং চেহারার আবরণ অপসারিত করেন। ঐক্য, ভালবাসা, আত্মত্যাগ, আনুগত্য, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি, ক্ষমাপরায়ণতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অনুগ্রহ এবং তাকওয়ার মাধ্যমে নিজেকে খোদার অস্ত্র হিসেবে তৈরী করার যোগ্যতা অর্জন কর।

স্মরণ রেখো! তোমাদের কল্যাণেই আজ ধর্মের কল্যাণ, তোমাদের বিনাশে ধর্মের বিনাশ। জগত তোমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি সে নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। যদি তোমরা খোদাকে অসন্তুষ্ট করে নিজেকে ধ্বংস না করে ফেল, তবে জগত তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেননা খোদা তা'লা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা বর্ধিত হও, ধ্বংস না হও। অনেক কিছুই লিখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এখন রাত্রি প্রায় দুটো। অতএব, এই চিঠি এখানেই সমাপ্ত করছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ও আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন।

খাকসার মির্যা মাহমুদ আহমদ

২২ শে জুলাই,১৯২৪

(সৌজন্যে: আল ফজল ৯ই আগস্ট,১৯২৪)

১৯২৪ সালের ইউরোপ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন

(মূল উর্দু রচনা: শরীফ কউসর, মুরুব্বী সিলসিলা এবং জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান-এর শিক্ষক)

কাদিয়ানে অভ্যর্থনা ও আনন্দ উদযাপন

আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সদস্যদের হৃদয়ে খলীফাদের প্রতি অগাধ ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জামাতের সদস্যরা খলীফাকে ভীষণভাবে ভালবাসে, তাঁর প্রতিটি আদেশ মান্য করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে এবং খলীফার জন্য সব সময় দোয়া করে। যুগ খলীফা যেখানেই যান ,সেখানকার মানুষের সঙ্গে এক প্রকার বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর যদি কোন ধর্মীয় প্রয়োজন দৃষ্টে কয়েক দিনের জন্য যুগ খলীফাকে নিজের স্থান থেকে দূরে যেতে হয় তবে যুগ খলীফার সঙ্গে সেই কয়েকদিনের বিচ্ছেদ কেন্দ্রের সেই সব প্রতিনিধিদের জন্য কষ্টকর হয় আর তারা অধীর হয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় প্রহর গোনে।

ঠিক এমনই পরিবেশ তৈরী হয়েছিল ১৯২৪ সালে কাদিয়ানে, যখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা) ইউরোপ সফরে যান। জামাতের সদস্যগণ ব্যকুল হয়ে হুযুর আনোয়ার (রা.)-এর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলেন আর সর্বক্ষণ তারা হুযুরের জন্য দোয়ারত ছিলেন। আর অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভদিন এল যেদিন হুযুর (রা.) কাদিয়ানে পদার্পণ করলেন।

লন্ডন থেকে যাত্রা এবং মুম্বইয়ে অবতরণ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯২৪ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখে লন্ডনের ফজল মসজিদে প্রথম জুমা পড়ান এবং লন্ডন থেকে যাত্রার পূর্বে তিনি বলেন: আমার মতে ইংল্যান্ডে জয়ের গোড়াপত্তন হয়ে গেল। উর্দ্ধলোকে এই বিজয়ের ভিত রচিত হয়েছে আর যথাসময়ে ধরাপৃষ্ঠেও এর ঘোষণা দেওয়া হবে। শত্রুরা বিদ্রুপ করে বলবে এমন অবান্তর দাবি যে কেউ করতে পারে। কিন্তু তাদের বিদ্রুপ করতে দাও। কেননা তারা অন্ধ, প্রকৃত সত্য তাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় না।"

২৫ শে অক্টোবর হুযুর লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করেন

ওয়াটার লু স্টেশন থেকে অনেক ইউরোপিয়ান পুরুষ ও নারী ছাড়া হিন্দুস্তানী ও আফ্রিকানরাও বিদায় জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভালবাসাপূর্ণ করমর্দনের পর প্রত্যেকে খোদা হাফিজ বলে এবং ফোটোগ্রাফাররা ফোটো নেয়। লন্ডন থেকে গাড়ি সাউথ পটন পৌঁছয়, যেখানে হুযুর (রা.) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাত্রি বারোটার সময় সামুদ্রিক জাহাজে করে ইংলিশ চ্যানেল পার করেন এবং ২৬ শে অক্টোবর সাড়ে আটটার সময় প্যারিস পৌঁছন। প্যারিসে তিনি সংক্ষিপ্তকাল অবস্থান করেন আর তাঁর এই সফর অত্যন্ত সফল হয়েছিল। প্রতিদিন সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। প্যারিসের সরকারি নবনির্মিত মসজিদে প্রথম নামায হুযুর পড়ান। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এবং সিনেমা কোম্পানি তাঁর ফটো তোলেন যা প্রতিদিন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

৩১ শে অক্টোবর হুযুর প্যারিস থেকে রওনা হন। ২রা নভেম্বর রাত্রিতে ইতালির ভেনিস থেকে জল জাহাজে করে প্রায় ষোলো দিন পর ১৮ই নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে মুম্বই উপকুলে পৌঁছন। মুম্বই বন্দরে জামাতের প্রায় দুশ প্রতিনিধি একত্রিত হয়েছিলেন, যারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। হুযুর (রা.)কে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁর ছবি তোলেন। হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহিব (রা.) জামাত আহমদীয়া হিন্দুস্তানের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বার্তা জ্ঞাপন করেন। এখান থেকে হুযুর (রা.) লিয়াকত মঞ্জিলে আসেন এবং জনাব সৈয়্যদ মহম্মদ রিজবি সহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন। মুম্বইয়ের সমস্ত পত্রিকার প্রতিনিধিরা হুযুর (রা.)এর কাছে ইউরোপের সফর বৃত্তান্ত শুনতে চান এবং এর জন্য তারা হুযুরের সাক্ষাত প্রার্থী হয়।

মুম্বাইয়ে পৌঁছনো মাত্রই হুযুর (রা.) জামাত আহমদীয়ার নামে একটি টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণ করেন যা নিম্নরূপ:

'আমি আমার এবং সকল সফরসঙ্গীদের পক্ষ থেকে জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেননা তারা আমাদের মিশনের সফলতার জন্য দোয়া করেছেন। আমার বিশ্বাস, আমরা এই সফরে যে অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছি তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের কল্যাণেই। তিনি প্রতিটি পদে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং আমাদের জন্য এমন সময়ে দ্বার উন্মোচন করেছেন যখন, আমরা ভিন্ন কোন পথ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি প্রত্যেক সদস্যের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিজেদের প্রভু ও অভিভাবকের এই বিশেষ অনুগ্রহকে স্মরণ রাখে এবং নিজেদেরকে সেই সব বড় বড় আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে যা তাদের এই ফল অর্জনের জন্য করতে হবে, যা বিগত চার মাসের কাজের পরিণামে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে। .. আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের উপর তাঁর কল্যাণধারা বর্ষিত করুক। "

আগ্রা সফর

১৯২৪ সালের ২০ শে নভেম্বর হুযুর মুম্বই থেকে বিবি এন্ড সি আই রেলওয়ের মাধ্যমে রওনা হয়ে পরের দিন ২১ নভেম্বর আগ্রা পৌঁছন। আগ্রায় এসে তিনি বিখ্যাত আকরান নামক স্থান পরিদর্শন করেন যেটি মাই জামিয়ার গ্রাম এবং আহমদীয়া জামাতের জিহাদের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আগ্রা স্টেশনে হুযুরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। মির্যা ইরফান আলি বেগ সাহেব হুযুরের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেন।

আমীরুল মুজাহিদীন সুফি মহম্মদ ইব্রাহিম সাহেব বি.এস.সি -এর পক্ষ থেকে আল-ফযল পত্রিকায় ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৪-এর সংখ্যায় নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়:

২১ শে নভেম্বর রাত্রি ৮টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) খুদ্দামদের সঙ্গে নিয়ে আগ্রা ফোর্ট-এ অবতরণ করেন যেখানে ইউপি জামাতের প্রায় শতাধিক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুযুরকে স্বাগত জানাতে একত্রিত হয়েছিলেন। যাদের সঙ্গে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং চল্লিশজন অ-আহমদী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ছিলেন। হুযুরের গলায় ফুলের মালা পরানো হয়। হুযুর সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন। এরপর তিনি খুদ্দামদের নিয়ে দারুত তবলীগে আসেন এবং সেখানে নামায পড়ান। ম্যাইনপুরী এলাকার কয়েকজন অতিথি বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি খাদ্যগ্রহণ করেন। মুজাহিদীন এবং আগ্রা জামাতের পক্ষ থেকে মৌলবী গোলাম আহমদ সাহেব ফাযিল বক্তব্য রাখেন। এরপর হুযুর তাঁর সফলতাকে কেবল খোদার অনুগ্রহ হিসেবে প্রমাণ করে জামাতকে ভবিষ্যতে উন্নতির রাজপথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলার উপদেশ দেন এবং আরও বেশি আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। পরের দিন সকালে হুযুর খুদ্দামদের সঙ্গে ছবি তোলেন এবং গাড়িতে করে তাজমহল দেখার পর সান্ধন গ্রামের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

২২ শে নভেম্বর হুযুর মালকানা তবলীগের দুর্গ 'সান্ধন' পরিদর্শনে যান। এখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা মালকানাদের পক্ষ থেকে ছিল। অনেক জাঁকজমকপূর্ণ সিংহদ্বার তৈরী করা হয়েছিল, যেগুলির একটিতে 'গোলাম আহমদ এর জয়' লেখা ছিল। হুযুরের উপস্থিতিতে একটি বক্তব্যও উপস্থাপন করা হয়। এরপর অনেকে বয়আত করেন।

সুধী পাঠকবর্গ! আপনারা হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) ইউরোপের দীর্ঘ সফরের পর

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

মুম্বাই থেকে সোজা কাদিয়ান না গিয়ে মুম্বাই থেকে আগ্রা কেন গেলেন? পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, সেই সময় আহমদীয়া জামাত উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও ততসংলগ্ন অঞ্চলে শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনা করছিল। ১৯২৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানির হাতে এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল।

সেই যুগে হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় মুসলমানদের মালকানা সম্প্রদায়ের মানুষদের ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের অভিযান চালাচ্ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আহমদী মুবাল্লিগ এবং স্বেচ্ছাসেবীদেরকে মালকানা মুসলমানদের তালিম তরবীয়তের জন্য প্রেরণ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি -র আগ্রা সফরের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে পোঁছে সরজমিনে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা যাতে তিনি তবলীগ ও তরবীয়তের অভিযানকে আরও বেশি তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

আগ্রা থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা

১৯২৪ সালের ২২ নভেম্বরের রাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি সান্ধন থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেই রাতেই দিল্লী পোঁছন। দিল্লী স্টেশনে অনেক মানুষের সমাগম ছিল, এতটাই যে, ভিড় ঠেলে যাওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। দিল্লী এবং শিমলা জামাতের সদস্যরা হুযুরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

দিল্লী থেকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা

২৩ শে নভেম্বর সকালে দিল্লী থেকে রওনা হয়ে হুযুর আম্বালা পোঁছন এবং সেখান থেকে বাটালার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

যাত্রা পথে যেসব স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, সেখানে বিভিন্ন স্থানীয় জামাতের সদস্যরা এসে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। আম্বালা স্টেশনে আম্বালা জামাতের পক্ষ থেকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। রাজপুরা স্টেশনে পাতিয়ালা, সারহিন্দ, নাভা ও বাসি প্রভৃতি জামাতের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। 'চাওয়া' এবং দোরাহা স্টেশনে গউসগড় জামাতের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। 'চাওয়া' স্টেশনে গাড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু স্টেশনে জামাতের সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে গাড়ি দাঁড় করানো হয়। হুযুর (রা.) কিছুটা পাঁয়ে হেটে এসে খুদ্দামদের সঙ্গে করমর্দন করেন।

লুধিয়ান স্টেশনে এক নান্দনিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। লুধিয়ানা, ফিরোজপুর ও মালেরকোটলা জেলার সমস্ত জামাতের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা একটা বিশেষ বিন্যাসে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। লুধিয়ানা জামাতের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ শফী সাহেব সম্ভাষণ বাক্য পাঠ করেন। হুযুর তার উত্তর দেন। লুধিয়ানার পর গাড়ি জলন্ধর ছাউনিতে থামে, যেখানে জলন্ধর, হোশিয়ারপুর এবং কপুরথলা জামাতের সদস্য ও প্রতিনিধবর্গ এসেছিলেন। হাজিপুরের প্রধান হযরত মুনশি হাবিবুর রহমান সাহেব সম্ভাষণ বাক্য পাঠ করেন। এরপর গাড়ি জলন্ধর থেকে বিয়াস স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ানোর পর অমৃতসর পোঁছে যায়, যেখানে প্লাটফর্মে তিল ধরার জায়গা ছিল না।জামাত আহমদীয়াকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো হচ্ছিল। লাহোর জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর কুরায়েশী মহম্মদ হোসেন সাহেব ভাষণ পাঠ করেন আর হুযুর এর উত্তর দেন। অমৃতসর জামাতের পক্ষ থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হয় আর গাড়ি ১১টার সময় বাটালা পোঁছয়।

জামাত আহমদীয়া কাদিয়ানের পক্ষ থেকে বাটালায় হুযুরকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং তাঁর থাকার ব্যবস্থা করার জন্য জামাতের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। হুযুর রাত্রিতে বাটালায় অবস্থান করেন এবং ২৪ শে নভেম্বর মঙ্গলবার বাটালা থেকে মোটর গাড়িতে করে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

কাদিয়ানে শুভাগমণ এবং উষ্ণ ও নিষ্ঠাপূর্ণ অভ্যর্থনা।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জমকালো অভ্যর্থনার জন্য কাদিয়ানের অভ্যর্থনা কমিটি কাদিয়ান এবং বাটালার রাস্তার সংযোগ স্থলে অবস্থিত কূপ সংলগ্ন স্থানটি নির্বাচিত করেছিল। যেটি অধুনা ডাল্লামোড় নামে পরিচিত। এই স্থানটিতে শামিয়ানা খাটিয়ে রঙ বেরঙ এর পতাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। বসার জন্য বেঞ্চ রাখা হয়েছিল আর রাস্তায় খুব সুন্দর একটি দরজা তৈরী করা হয়েছিল যেখানে লেখা ছিল 'আহলাওঁ ও সাহলাওঁও মারহাবা' এবং এছাড়াও অন্যান্য ব্যানার দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। হুযুরের আগমণের পূর্বে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছিল যেখানে কাদিয়ান এবং কাদিয়ানের বাইরের আহমদী ও অআহমদী-যেমন আর্য ও শিখ ধর্মের মানুষও ছিলেন। ব্যবস্থাপকরা অত্যন্ত সুসংহতভাবে সমস্ত সদস্যদের রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দেন, যাদের মধ্যে সবার প্রথমে ছিলেন হযরত মৌলবী শের আলী সাহেব, হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেব এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বংশের সদস্যগণ।

সেই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষায় করছিল , আর ঠিক সেই সময় দূর থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর মোটরগাড়ির দেখা পেতেই তাদের চোখেমুখে আনেন্দর স্রোত বইয়ে যায়। সকলেই যেন উড়ে গিয়ে সবার আগে প্রিয় প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপনার কড়াকড়ির কারণে তারা নিরুপায় ছিল। হুযুর (রা.) খুদ্দামাদের এই ভালবাসা ও আবেগ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই কারণে তিনি ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে; যারা নিজের জায়গা থেকে সরে যাবে, তাদের সঙ্গে করমর্দন করা হবে না।

এই নির্দেশ পোঁছনোর পর হুযুরের মোটরগাড়ি ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। মোটরগাড়িতে সুবজ রঙের পতাকা উড়ছিল যেটা চৌধরী আলি মহম্মদ সাহেব ধরে রেখেছিলেন। হুযুর (রা.) গাড়ির দরজায় পোঁছতেই সর্বপ্রথম হযরত মৌলবী শের আলি সাহেব এবং পরে হযরত মহম্মদ ইসহাক সাহেব করমর্দন করেন এবং হুযুরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। এরপর হুযুর দীর্ঘক্ষণ একে একে মানুষের সঙ্গে করমর্দন করতে থাকেন। এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। সেই সময় হযরত সাহেবযাদা সাহেবের চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছিল। এরপর হুযুর হুজ্জাতুল্লাহ্ হযরত নওয়াব মহম্মদ আলি খান সাহেব এবং হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেবের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন এবং সবশেষে তিনি সমবেতভাবে দোয়া করেন এবং সঙ্গী-সহচর সহ কাদিয়ান অভিমুখে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন আর তাঁকে অনুসরন করছিল এক বিশাল জনজোয়ার।

হুযুর (রা.) কাদিয়ানে প্রবেশ করার পূর্বে বেহেশতি মাকাবারা পোঁছন। সেই সময় অনেকগুলি ফুলের মালা তাঁর গলায় পরানো হয়। সেই সময় হুযুর বলেন, যদি এই কাজের কোন বৈধতা থাকত তবে এই মালাগুলো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজারে দিতাম। কেননা বিজয়সমূহের এই নিদর্শন তাঁর কল্যাণেই অর্জিত হয়েছে। এরপর হুযুর মাজারের কাছে গিয়ে মাটির পাত্রে পানি পান করেন। এরপর ওজু করেন এবং মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজারে একাকী দোয়া করেন। কিছুক্ষণ পর হুযুর তাঁর সফরসঙ্গীদেরকেও কাছে ডেকে নেন। এরপর পুনরায় সকলে মিলে দোয়া করেন। দোয়ার পর হুযুর (রা.) নানাজান হযরত মীর নাসির নওয়াব সাহেবের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়েন। (যিনি তাঁর সফরকালে ইন্তেকাল করেছিলেন।)

বেহেশতি মাকবারা থেকে কাদিয়ান প্রবেশ করার সময় হুযুর (রা.) বলেন: হাফিজ রোশন আলি সাহেব শহরে প্রবেশ করার দোয়া পড়বেন আর বাকিরা তাঁর

শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ইউরোপ সফরের প্রতিবেদন

হাফিয সৈয়্যদ রসুল, মুবাল্লিগ নশর ইশাআত

১১ই জুলাই,১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, শুক্রবার বেহেশতি মাকবারায় তিনবার দোয়া

১১ই জুলাই-এর সকালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র মাজারে দোয়া করার উদ্দেশ্যে বেহেশতি মাকবারা আসেন। হুযুর (রা.) মাজারের পূর্ব দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করেন। পরে তিনি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নঙ্গাল গ্রামের মধ্য দিয়ে কাহলওয়াঁ গ্রামের পাশে অবস্থিত সড়ক পর্যন্ত যান এবং ভিন্ন পথ দিয়ে পুনরায় বেহেশতি মাকবারা আসেন এবং মাজারে মুবারকে দোয়া করেন। সেদিন মগরিবের নামাযের পর তৃতীয়বার তিনি বেহেশতি মাকবারা আসেন এবং পবিত্র মাজারে দোয়া করেন।

মসজিদ আকসায় বিদায় অনুষ্ঠান

জুমআর নামাযের পর মসজিদে বিপুল সংখ্যক মানুষ সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন যারা হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মসজিদে মুবারকে হুযুর আসরের নামায পড়ান এরপর তিনি পুনরায় আকসা মসজিদে আসেন যেখানে অনেক মানুষের মাঝে হুযুর ও সফরের জন্য প্রস্তুত তাঁর সঙ্গীদের ফোটো তোলা হয়।এই সভায় হযরত ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) রচিত একটি নযম অত্যন্ত বেদনাতুর কণ্ঠে পরিবেশন করেন মাদ্রাসা আহমদীয়ার ছাত্র মালিক আব্দুল আযিজ সাহেব। নযম শুনে হুযুর আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন এবং রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ঢাকতে থাকেন। নযমের ব্যাথাতুর পঙক্তি হুযুরের ব্যাথাতুর হৃদয় ও ভাবুক আবেগের দর্পন ছিল যা অনেকের চোখকে অশ্রু সজল করে তুলেছিল আর এটা তাদের হৃদয়ের অবস্থার কথা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলছিল।

কাদিয়ান থেকে যাত্রা

১২ই জুলাই যাত্রার দিন। ভোরবেলা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজারে শেষবারের মত দোয়া করেন। সেদিন মানুষ সকালের নামাযের মসজিদের কাছেই বাজারে একত্রিত হতে শুরু করেছিলেন। আটটার কাছাকাছি সময় ঘোষণা হল যে, হুযুর দোয়া পরিচালনা করছেন, সকলে দোয়ার জন্য হাত তুলুন। হুযুর বায়তুদদোয়ায় বসে দীর্ঘক্ষণ দোয়া পরিচালনা করেন এবং এরপর ঘর থেকে বাইরে আসেন। মানুষ তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার জন্য ব্যকুল হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হল যে, করমর্দন রাস্তায় হবে। যদিও ব্যবস্থাপকরা রাস্তায় করমর্দনের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিল যে, হুযুর ভিড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবেন আর ভিড় তাঁকে অনুসরন করবে। কিন্তু ভিড়ের ঠেলা কিছুতেই সামলানো যাচ্ছিল না। অনেকে এর ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন অভিযোগ না করেই তৎক্ষণাৎ তারা উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। ভিড়ের ক্ষিপ্রতায় রাস্তার ধুলো উড়ে পুঞ্জিভূত মেঘের রূপ ধারণ করেছিল। হুযুরের কষ্ট হবে, একথা ভেবে ব্যবস্থাপকরা সবাইকে কাছে আসা থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু হুযুরের সেটা অপছন্দ হয়। তিনি নির্দেশ দেন, কাউকেই যেন বাধা না দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এটাও বলেন যে, আমি মন্থর গতিতে হাঁটব, আপনারাও মন্থর গতিতে হাঁটুন, যাতে ধুলো না ওড়ে। সড়কের তে-মাথার কাছে এসে সমবেতভাবে হুযুর পুনরায় দীর্ঘ দোয়া পরিচালনা করেন। এই স্থানে অনেক মানুষ আগে থেকেই একত্রিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে মহিলারা।

দোয়ার পর ভিড়ের ছবি তোলা হয় আর হুযুর তাঁর মা হযরত উম্মুল মোমেনীন এর নির্দেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পুরুষদের ভিড় থেকে বাইরে আসেন। হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.) দীর্ঘক্ষণ তাঁকে বুকে টেনে মাতৃত্বের স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে দেন এবং হাজার হাজার দোয়া করেন। এরপর হুযুর মোটরগাড়ির কাছে দাঁড়ান এবং মানুষ একে একে করমর্দন করার পর রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন। সকলের করমর্দন শেষ হলে হুযুর মোটরগাড়িতে সওয়ার হন এবং হুযুরের সঙ্গীদের মোটরগাড়ি সহ দুটি গাড়িই আল্লাহু আকবার নারাধ্বনির মাঝে যাত্রা শুরু করে।

(আল ফযল, ১৫ই জুলাই, ১৯২৪, পৃ: ১-২)

যাত্রীদল বাটালা পৌঁছতে বিলম্ব হয়। ট্রেন প্লাটফর্মে দাড়িয়ে ছিল, যেখানে হুযুরের জন্য বহু মানুষ অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন আর বাটালা জামাত ও অন্যান্য জামাতের সদস্যরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। এরই মাঝে হুযুর (রা.) খুদ্দামদের সঙ্গে নিয়ে বাটালা স্টেশনে পৌঁছন। স্টেশন চত্বর আল্লাহু আকবর নারাধ্বনিতে মুখরিত হয়।

বাটালা থেকে যাত্রা শুরু

গাড়ি বাটালা থেকে জয়ন্তীপুরা পৌঁছয়। সেখানেও দর্শনার্থীদের বিশাল ভিড় হুযুরের গাড়ির সামনে একত্রিত ছিল। অমৃতসর স্টেশনে জামাতের অনেক সদস্য এসেছিলেন, যারা লাহোর, অমৃতসর ও তৎ সংলগ্ন অঞ্চল থেকে হুযুরের আগমণের সংবাদ শুনে একত্রিত হয়েছিলেন। লাহোর এবং অমৃতসরের জামাত ফটো তোলে।

বিয়াস:

গাড়ি বিয়াস স্টেশনে পৌঁছলে আগাম সংবাদ অনুসারে হুযুর ফটোর জন্য আসেন। সেখানে হুযুরের তিনটি ফোটো তোলা হয়।

জলন্ধর, ফগওয়াড়া এবং ফিল্লোর:

জলন্ধর শহর, জলন্ধর ছাউনি, ফগওয়াড়া এবং ফিল্লোর স্টেশনে জামাতের অনেক নিষ্ঠাবান সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। জলন্ধর ও হোশিয়ারপুর জেলার নিষ্ঠাবান সদস্যরা নিজেদের ভালবাসা ও নিষ্ঠার নমুনা প্রদর্শন করেন।

লুধিয়ানা: লুধিয়ানায় শহরের জামাত ছাড়াও গ্রামীণ জামাতগুলি থেকে অনেক সদস্য একত্রিত হয়েছিলেন। লুধিয়ানার জামাত এই আনন্দ উপলক্ষ্যে ট্রেনের সমস্ত যাত্রীদের মাঝে বরফ ও দুধের শরবত বিতরণ করে। জলন্ধর স্টেশনে জামাতের সদস্যরা সোডা বরফ এবং হোশিয়ারপুর জামাত আম দ্বারা আপ্যায়ন করে।

খান্না: খান্না স্টেশনে মাননীয় হযরত মুনশী আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানোরী (রা.)-এর হাতে তৈরী জামাত গউসগড়-এর সদস্যরা ১৮মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে স্টেশনে এসেছিলেন। একজন মহিলা বেশ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বেজে গিয়েছিল। লোকে বাধা দিয়ে বলে, গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে, নীচে থেকেই সালাম করে নিন। কিন্তু সেই মহিলা কোন কথা শোনেন নি। বোরকা পরে গাড়িতে চেপে হুযুরের সমীপে হাজির হন, ততক্ষণে গাড়িও ছেড়ে দেয়। সেই মহিলা ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করেন এবং চলন্ত গাড়ি থেকেই লাফিয়ে পড়েন। তাঁর মাথা ফেটে যেতে পারত আর রক্তাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একজন আহমদী সদস্য তাঁকে এমনভাবে লুফে নেন যেভাবে মা শিশুকে।

রাজপুরা স্টেশন: রাজপুরা স্টেশনে পাতিয়ালা জামাত খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সকলের মাঝে ঠিকমত খাদ্য বিতরণ করা হয় এবং আম্বালা ছাউনি পর্যন্ত তাদের খাওয়ানো হয়।

মুজাফফর নগর এবং মেরঠ: মুজফফরনগর, মেরঠ ছাউনি এবং শহরের আহমদীরা হুযুরের সাক্ষাতলাভ এবং তাঁর হাতে চুম্বন

যুগ খলীফার বাণী

সকল প্রকার অসত্য বচন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আহমদী যুবকদের দায়িত্ব। [হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)]

দোয়াপ্রার্থী: Sujauddin Sk., Barisha, Kolkata

দিতে এসেছিলেন। এরপর গাজিয়াবাদ ও ক্রমে দিল্লী স্টেশন এসে যায়।

দিল্লী স্টেশন, ১৩ই জুলাই: দিল্লী জামাত একটা সুন্দর সুস্বাগতম পতাকা তৈরী করে রেখেছিল এবং প্লাটফর্মে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিল। ফটোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। দিল্লী জামাত দুপুরের খাবারেরও ব্যবস্থা করেছিল। দুধ-চা এবং বরফও এসে যায়। বরেলী, শাহাজাহানপুর জামাত এবং কায়েমগঞ্জ-এর আব্দুল গাফ্ফার খান সাহেবও দিল্লী স্টেশনে এসেছিলেন। আলিগড় থেকে ডক্টর ইকবাল আলি সাহেব (আফ্ফা আনহু) ও এসেছিলেন।

দিল্লী থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েকটি স্টেশনের পর এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়ায়, সেখানেও দুই-তিনজন আহমদী হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। আমার অনুমান, তাঁরা বালব গড় থেকে এসেছিলেন। চলন্ত গাড়িতে সকলকে দিল্লী থেকে আসা খাবার খাওয়ানো হয়।

মথুরা: মথুরা স্টেশনে আগ্রা জামাতের সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন। ধর্মচ্যুতির ফিতনাকে প্রতিহত করার নিমিত্তে আমাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরুল মুজাহিদীনও সেখানে এসেছিলেন। ফারুখাবাদ এবং ম্যানপুরী এলাকা থেকে মাস্টার মহম্মদ শফী সাহেবও এসেছিলেন। ফটোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফটো নেওয়া হয় এবং সকলে মথুরা থেকে আগ্রা পর্যন্ত হুযুরের সঙ্গে যাত্রা করেন।

ভোপাল: আগ্রা থেকে গাড়ি গোয়ালিয়র, ঝাঁসি এবং বিনা হয়ে মধ্যরাত্রিতে ভোপাল পৌঁছয়, যেখানে মাননীয় বাবু আলী বখশ সাহেব আহমদী সুপারভাইজার এক টিন ঘি নিয়ে হাজির হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব বিসমিল এবং আরও দু-একজন ছিলেন। ভোপালের পর মুম্বাই -এর শেষ স্টেশন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল পর্যন্ত আরও কোন জামাতের সদস্য হুযুর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে পারে নি।

ঈদুল আযহিয়ার নামায, ১৪ই জুলাই: ১৪ই জুলাই, ১৯২৪ তারিখের দিনটি যেহেতু ঈদের দিন ছিল, আর সেই দিন ট্রেনে সফর অব্যাহত ছিল, সেই কারণে হুযুর মুনমাড় রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে ঈদের নামায পড়েন এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রদান করেন। প্লাটফর্ম থেকে গাড়িতে উঠে এসে ভেতরে দোয়া করা হয়।

ইংরেজি কথপোকথন: ১৩ তারিখের বিকেলে হুযুর নির্দেশ দেন যে, আমরা সকলে মিলে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলব। কেউ উর্দু বললে এক আনা জরিমানা করা হবে। ইংরেজির পর আরবীতেও কথা বলার অনুমতি ছিল। কিন্তু অন্য কোন অ-আহমদী কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিলে তখন উর্দুতে কথা বলার অনুমতি ছিল।

মুম্বইয়ে অবতরণ: মুম্বই স্টেশনে গাড়ি পৌঁছয় বিকেল পাঁচটায়। জামাতের সদস্যরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মোটরগাড়িও ছিল আর ফোটোগ্রাফির ব্যবস্থা ছিল। করমর্দনের পর ফোটো তোলা হয়। হুযুর স্টেশন থেকে মাইমানি ভবনে সাড়ে সাতটার সময় আসেন।

মুম্বই পৌঁছেই থমাস কুক কোম্পানির পক্ষ থেকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, আমাদের জাহাজ এস.এস আফ্রিকা সকাল ৮:৩০টায় রওনা দিবে। অতএ, ভোর ৬টায় সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে।

মুম্বই: পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রেলগাড়ি থেকে নেমেই যে প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় সেটি এই ছিল যে, জাহাজ ভোরে রওনা দিবে।এই সংবাদ আমাদের সকলকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল, কেননা মুম্বইয়ে কেনাকাটা করার পরিকল্পনা করে অধিকাংশ কেনাকাটাই বাকি ছিল, যা এখন আর সম্ভব ছিল না। অনেক চেষ্টা ও ছোটাছুটি করা হয়। সারা রাত্রি প্রায় জেগেই কাটিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কিছুই হল না আর প্রয়োজনের অধিকাংশ জিনিসই কিনতে বাকি থেকে গেল।

মুম্বই থেকে রওনা হয়ে জর্ডনে অবতরণ:

পরের দিন ১৫ই জুলাই ১৯২৪ প্রায় সাড়ে সাতটার সময় হুযুর তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে মুম্বই বন্দরে পৌঁছন। বন্দরে জামাতের বহু সদস্য হুযুরকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। হুযুর সেই সময় অনেক বিগলিত চিত্তে দীর্ঘক্ষণ দোয়া পরিচালনা করেন। এমনকি জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে আসে। কিন্তু জাহাজের অফিসাররাও এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, তারা দোয়া শেষ করতেও বলতে পারছিলেন না আর জাহাজ ছেড়ে দিতেও পারছিলেন না। অবশেষে হুযুরের দোয়া শেষ হয়। হুযুর দোয়া করে জামাতের সদস্যদের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর আসসালামো আলাইকুম ও খোদা হাফিজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। জাহাজকে একট ছোট ইঞ্জিন দ্বারা চালানো হচ্ছিল। জামাতের সদস্যরা অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর হুযুর মনে মনে তাদের জন্য দোয়া করছিলেন। এরপর হঠাৎ করে আবেগতাড়িত হয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে পুনরায় জামাতের জন্য ব্যাথাতুর হয়ে দীর্ঘ দোয়া করেন।

জাহাজ এখন চলতে শুরু করেছিল আর জামাতের যে সকল সদস্য বিদায় জানাতে এসেছিলেন, তাঁরা দ্রুত দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হুযুরের স্নেহ ও ভালবাসার নমুনা দেখুন, জাহাজের যে অংশ থেকে তাদেরকে কাছে দেখা যেত হুযুর সেদিকেই দৌড়ে যেতেন। কখনও এ প্রান্তে, কখনও সে প্রান্তে আবার কখনও জাহাজের মাঝখানে -এভাবেই তিনি ছোটাছুটি করছিলেন। সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল আর তাঁর পরনের কাপড় ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি খুদ্দামদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার কারণে ব্যকুল হয়ে উঠছিলেন। যাইহোক হুযুর এভাবেই জাহাজের চতুর্দিকে অস্থির হয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তাঁর দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যান।

টেলিগ্রাম বার্তা

মুম্বইয়ে আযিজ আব্দুল গনি সাহেবকে মৌলবী রহীম বখশ সাহেব কোনও কোনও স্থানে জাহাজের পৌঁছনোর সংবাদ দিয়ে টেলিগ্রাম করতে বলেছিলেন। যেমন, লন্ডন, মিশর,কাদিয়ান ইত্যাদি। সেই খুদ্দাম সেই সব নির্দেশ মেনে একটি টেলিগ্রামবার্তা পাঠিয়েছিল যা আমরা তৃতীয় দিন জাহাজে বেতার টেলিগ্রাফির মাধ্যমে প্রাপ্ত হই। টেলিগ্রাম বার্তার বিষয়বস্তু ছিল যে, সমস্ত নির্দেশ পালন করা হয়েছে। এই টেলিগ্রাম প্রকৃতির বিস্ময়ের এক অন্যতম নিদর্শন ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (আততাকবীর:১১)-এর বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখে খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হতে মন ব্যকুল হয়। সেই দিনই সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ (রা.) -এর নির্দেশে একটি টেলিগ্রাম কাদিয়ানে হযরত আমীর জামাতের নামে প্রেরণ করা হয় যার বিষয়বস্তু ছিল-'সমুদ্র অত্যন্ত দুর্গম। ভাই জী এবং সিইয়াল সাহেব ছাড়া সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হুযুরের শরীর সুস্থ আছে।" এই বার্তাটি ছিল ২৫ অক্ষরের, যার জন্য মোট ২৬ টাকা খরচ হয়েছিল। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁদের মন অনেক শান্ত হয়েছিল, এই ভেবে যে, কাদিয়ানে তারা আমাদের অবস্থার কথা জানতে পেরে আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন আর খোদার রহমত নাযেল হয়ে উর্ধ্বলোক থেকে আমাদের সাহায্য করা হবে। (ইউরোপ সফর: পৃ: ১৭)

একটি উদ্বেগজনক বিষয়:

এই সফরে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর সব থেকে বড় চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয় ছিল এই যে, ইউরোপের সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে কিভাবে এঁটে ওঠা যায়। তিনি তাঁর সফর সঙ্গীদের বলেন:

"ইউরোপ সম্পর্কে এ বিষয়ে কোন উদ্বেগ ও শঙ্কা নেই যে, তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কিভাবে জয়লাভ করা যাবে। ধর্মের বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

যে, অচিরেই ইসলামের সামনে খৃষ্টবাদ মাথানত করবে। আমার উদ্বেগ কেবল এটাই যে, ইউরোপের সংস্কৃতি, অগ্রগতি এবং তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের মোকাবেলা কিভাবে করা যাবে? এই দুটি বিষয়ই এমন যার চিন্তা দিনরাত আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টা এই চিন্তাতেই আমি ডুবে থাকি।" অতঃপর তিনি বলেন: ইংরেজদের পোশাক -পরিচ্ছদ আমার ঘোর অপছন্দ। আমাদের ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি প্যান্ট ও টুপি (হ্যাট) পরিধান করে, তবে শাস্তি তাকে দেওয়া উচিত। যে জাতির নিজস্ব কোন পোশাক পর্যন্ত নেই, অন্য জাতির পোশাককে নিজের পোশাক থেকে উন্নত মনে করে সেই পোশাক অবলম্বন করতে চায়, সেই জাতি তাদের সঙ্গে কিভাবে পেরে উঠবে? আঁ হযরত (সা.) আরবদের চোখ খুলতেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।এই কারণেই তিনি বলেছেন- خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى তিনি আরও বলেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ আর সত্য এটাই। যারা অন্য কোন জাতির পোশাক ও সংস্কৃতি অবলম্বন করে, তারা মন থেকে সেই জাতিরই অংশ। কেননা তাদের হৃদয় সেই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণগ্রাহী হয়ে পড়ে।"

(আল ফযল, ২৩ শে আগস্ট, ১৯২৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সমুদ্র ঝড়ের পরিস্থিতিতেও বিনা-ব্যতিক্রমে বা-জামাত নামায পড়েছেন এবং সফরসঙ্গী ও জামাতের জন্য অনেক দোয়া করেঠের। অবশেষে পঞ্চম দিন অর্থাৎ ১৯ শে জুলাই থেকে ঝড়ের পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে এবং ষষ্ঠ দিন ২০ শে জুলাই ঝড় প্রায় থেমেই যায়।

একটি সূক্ষ্মধর্মী বক্তব্য:

সপ্তম দিন ২১ শে জুলাই হুযুর (রা.) খুদ্দামদের সঙ্গে প্রায় রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত সময় কাটান। নাগপুরের এক হিন্দু যুবক মিস্টার জোশি পি.এস.সি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পড়াশোনার জন্য জার্মানী যাচ্ছিলেন। তিনিও হুযুরের কাছে বসে ছিলেন। হুযুর প্রকৃত ধর্মকে সনাক্ত করার এবং জীবিত খোদার উপর ঈমান আনার সঠিক পন্থার বিষয়ে অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্য মিস্টার জোশির মনে গভীর রেখাপাতকরে। তিনি বক্তব্য শুনে বলেন, সত্যিকার অর্থেই আজ আমি নতুন জ্ঞান অর্জন করলাম।

একটি কৌতুক: একদিন চৌধুরি মহম্মদ শরীফ সাহেব (রা.) লাইম জুস চাইলেন। জাহাজের বেয়ারা সেই জুস নিয়ে এল। সাহেবযাদা হযরত মিঞা শরীফ আহমদ সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর সামনে জুস দেওয়া হল। তিনি (রা.) বললেন, আমি তো জুস চেয়ে পাঠাই নি। হয়তো চৌধুরি শরীফ সাহেব (রা.) চেয়েছেন। একথা শুনে জাহাজের বেয়ারা বলল, কি করব, আপনাদের প্রত্যেকেরই দাড়ি আছে, চেনা যায় না, গণ্ডগোল হয়ে যায়। হযরত মিঞা সাহেব বললেন, তোমাদের চিনতেও আমাদের গণ্ডগোল হয় দাড়ি না থাকার কারণে।

(ইউরোপ সফর, পৃ: ২৫)

অষ্টম দিন ২২ শে জুলাই জাহাজ এডেন উপকূলের আরও কাছাকাছি চলে আসে। সেই সময় হুযুর মধ্যরাত্রিতে নিজের হাতে জামাতের নামে একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত চিঠি লেখেন। বিস্তারিত চিঠি ৬ পৃষ্ঠায়।

২৩ শে জুলাই সকাল নটার সময় জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছানোর পর হুযুর টেলিগ্রাম করে এডেন পৌঁছনোর সংবাদ জানিয়ে দেন।

এডেন থেকে সাঈদ বন্দর পর্যন্ত:

জাহাজ এখন এডেন থেকে সাঈদ বন্দদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে আর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এর সময় এখন আগের চাইতে আরও বেশি দোয়া এবং এই সফরের কর্মসূচি নিয়ে ব্যয় হতে থাকে। ২৪ শে জুলাই হুযুর সিরিয়া ও মিশরে তবলীগের বিষয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা খুদ্দামদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করেন এবং একটি পরিকল্পনা সামনে রাখেন। তিনি তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে তাকিদ করেন যে, সফরের গুরুত্ব, লক্ষ্যের মহত্ব এবং জটিলতাকে দৃষ্টিপটে রেখে শতভাগ সময় এর প্রস্তুতিতে ব্যয় হওয়া উচিত এবং এর জন্য খোদা তা'লার নিকট দোয়া করা উচিত, যাতে আমরা সকল প্রকার কল্যাণের অধিকারী হই। মোটকথা উঠতে বসতে হুযুর (রা.)-এর দৃষ্টিতে এই বিষয়টিই ছিল যে, একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয়। সেই দিনই হুযুর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে ঐক্য ও সংহতি তৈরীর এক কার্যকরী আন্দোলনের গোড়াপত্তনের বিষয়ে আলোচনা করেন। ২৫ শে জুলাই ১১টা ও ১২টার মধ্যবর্তী সময়ে জাহাজ জেদ্দাহ ও মক্কা শরীফের সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল। হুযুর মনস্থির করেন, বিশেষ ভাবে দোয়া করবেন। সেই মত তিনি দুই রাকাত বা-জামাত নামায পড়েন। নামাযে তিনি অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। ২৬ শে জুলাই হুযুর সারা দিন প্রবন্ধ লিখতে ব্যস্ত থাকেন।

সাঈদ বন্দর থেকে কায়রো, বায়তুল মুকাদ্দস এবং রোম

হুযুর খুদ্দামদের সঙ্গে নিয়ে সাঈদ বন্দর থেকে সেদিনই এক্সপ্রেস গাড়িতে করে কায়রো আসেন এবং শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেব ইরফানির বাড়িতে অবস্থান করেন। কায়রোতে হুযুর মাত্র দুই দিন অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁর বরকত ও মনোযোগের কারণে দুই দিনেই কায়রোতে জামাতের সমর্থনে এক নতুন তৎপরতা সৃষ্টি হয়।

হুযুর (রা.) বলেন: 'দুই দিনের অবস্থানের পর আমরা দামাস্ক অভিমুখে রওনা হই। কিন্তু এর মাঝে যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দস ছিল, তাই আমি আম্বিয়াগণের জন্মস্থান না দেখে এগিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করি নি। দু'দিন সেখানেই আমরা অবস্থান করি।.. এখানে ইহুদীরা যে করুণ অবস্থার মধ্যে আছে তো অন্যত্র দেখা যায়না। বায়তুল মুকাদ্দসের সব থেকে বড় উপাসনাগারটি খৃষ্টানরা ইহুদীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় আর পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানরা সেটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। এই বায়তুল মুকাদ্দসের দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ইহুদীরা সপ্তাহে দু'দিন দুই হাজার বছর থেকে অনবরত কেঁদে চলেছে। যেদিন আমরা এই স্থানটি পরিদর্শনে যাই, ঘটনাক্রমে সেই দিনটি তাদের রোদনের দিন ছিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেওয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে বাইবেলের দোয়া পাঠ করতে করতে অনুনয় বিনয় করছিল আর এই দৃশ্য পরিবেশকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলছিল। ... বায়তুল মুকাদ্দসের স্থানে নিম্নোক্ত স্থান উল্লেখযোগ্য:

আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহিম (আ.) ,হযরত ইসহাক (আ.) ,হযরত ইয়াকুব (আ.) এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর এবং সেই স্থান যেখানে হযরত উমর (রা.) নামায পড়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে মসজিদ বানানো হয়। এছাড়াও রয়েছে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান।

হুযুর (রা.) বলেন- সেখানকার অধিকাংশ গণ্যমান্য মুসলমানদের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছি। আমি দেখলাম, তারা ইহুদীদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে যে সফল হওয়ার বিষয়ে বেশ প্রত্যয়ী।কিন্তু আমার মতে তাদের এই ধারণা ভুল। ইহুদী জাতি নিজেদের পিতৃভূমি দখল করতে উঠেপড়ে লেগেছে। .....কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় ইলহাম থেকে জানা যায় যে, ইহুদীরা অবশ্যই এদেশে বসতি স্থাপন করতে সফল হবে। তাই আমার মতে মুসলমান নেতাদের এমন আত্মপ্রত্যয় শেষমেশ তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। ..... ফিলিস্তিনের গভর্ণরকে হাই কমিশনার বলা হয়। আসল হাইকমিশনর বর্তমানে বিলেত গেছেন। তাঁর স্থানে স্যার গিলবার্ট ক্লিন্টন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। এক ঘন্টা তাঁর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ..... মুসলমানদের সচরাচর এটাই

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

অভিযোগ ছিল যে, শিক্ষার বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা নেই। আমি এবিষয়টি নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আর তারা একথা স্বীকার করেছে যে, মুসলমানদের এই অভিযোগ অনেকটাই সঙ্গত। একদিন আগেই ব্রিটিশ মন্ত্রালয়ে বিবেচনার জন্য তারা একটি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে।.....স্যার ক্লিনটন সাহেবের প্রথম সাক্ষাতেই আমাদের জামাতের প্রতিও তাঁর অনেক আগ্রহ তৈরী হয়েছে। আমাদের পরের দিনই রওনা হওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করেন যেন দেড়টার সময় আমরা তাঁর সঙ্গে আহার করি। পরের দিনও দেড় ঘন্টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয় আর ফিলিস্তীনের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে অনেক তথ্য জানতে পারি।

(আল ফযল-১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৪, পৃ:৩-৬)

হুযুর বায়তুল মুকাদ্দস থেকে দামাস্কে আসেন। শুরুতে লোকের মধ্যে কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু দোয়ার পর সাক্ষাতের জন্য মানুষের ভিড় আছড়ে পড়ে। এখানকার থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে হুযুর নিজে বলেন-

"দামাস্কে প্রত্যাশার চায়তে অনেক বেশি সফলতা লাভ হয়েছে।.... সংবাদপত্রগুলিতে দীর্ঘ প্রশংসাসূচক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দামাস্কের শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যে সমস্ত পত্র পত্রিকায় আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ে বেশি বেশি সংবাদ প্রকাশিত হত এবং নিবন্ধ বের হত, সেগুলি নিমেষেই বিক্রি হয়ে যেত। "

(আল ফজল, ২৮ শে আগস্ট, ১৯২৪, পৃ: ২)

হুযুর ১০ই আগস্ট দামাস্ক থেকে রওনা হয়ে বেইরুতের পথ দিয়ে হায়ফা পৌঁছন। সেখান থেকে বাহাঈদের মরকয ও পীঠস্থান দেখার জন্য আক্কায় আসেন। আক্কায় কোন বাহাঈ ছিল না,বরং তিন-চার মাইল দূরে অবস্থিত মানশিয়া নামক গ্রামে বাহাঈদের বাস। দুই ঘন্টা পর হুযুর হায়ফা ফিরে আসেন। ১৩ই আগস্ট হুযুর সাঈদ বন্দর থেকে পালনা নামক জাহাজে ব্রান্ডজির উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৬ই আগস্ট সকাল সাড়ে নটার সময় জাহাজ ইতালির ব্রান্ডজি বন্দরে ভেড়ে। হুযুর (রা.) খুদ্দামদের সঙ্গে নিয়ে ব্রান্ডজি বন্দর থেকে সন্ধ্যা ৬টার গাড়িতে চেপে ১৭আগস্ট সাড়ে নটার সময় রোমে অবতরণ করেন, যেটা খৃষ্টানদের পোপের মরকয। রোমে হুযুর চার দিন অবস্থান করেন। এই সময় হুযুর প্রকাশনার কাজে ব্যস্ত থাকেন। সংবাদপ্রত্রের প্রতিনিধি এবং ফোটোগ্রাফাররা তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। হুযুর ইতালির প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনীর সঙ্গেও সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। মুসোলিনী হুযুরকে অনেক খাতির ও আপ্যায়ন করেন।

ইতালিতে পোপকে ইসলামের বার্তা

পোপের সঙ্গে সাক্ষাত এবং তাঁকে ইসলামের তবলীগ করার পরিকল্পনাও হুযুরের ছিল। কিন্তু পোপ হুযুরের আগমণের পর সাক্ষাত করা বন্ধ করে দেন। তবুও হযরত খলীফাতুল মসীহ তাঁর নিকট সত্যের যে বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তা খোদা তা'লা অন্য মাধ্যম দিয়ে পৌঁছে দেন। অর্থাৎ রোমের খ্যাতনামা এবং সব সর্বাধিক প্রকাশিত পত্রিকা 'লটর বিউনা' হুযুরের একটি বিস্তারিত সাক্ষাতকার প্রকাশ করে। হুযুরকে প্রশ্ন করা হয় যে, পোপের সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হলে আপনি কি বলতেন? হুযুর উত্তর দেন-

"আমি পোপের সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমার কাছে থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার তাঁকে উপস্থাপন করতাম। আর সেটা হল আমি ইসলামের প্রতি তাঁকে আহ্বান জানাতাম, সেই জ্যোতির দিকে আহ্বান করতাম যা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পোঁছে দেয় আর এটা শুধু মৌখিক দাবি নয়,বরং খোদা তা'লার নৈকট্যের নিদর্শন এর মধ্যে পাওয়া যায়।..... খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক গুণীজন রয়েছেন, যাদেরকে পুণ্যবান ও ধার্মিক বলা হয়। কিন্তু তারা নিজেদের সত্যতার কোন নিদর্শন দেখাতে পারে না। এর থেকে জানা যায় যে, এটা খোদার নৈকট্য অর্জনের পথ নয়। আর একথা সত্য। খোদা তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহকে এই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি জগতের কাছে প্রমাণ করে দেন যে, সেই শক্তি ও ক্ষমতা এখন ইসলামের মধ্যে রয়েছে। ..... তাই আমি পোপকে সেই ইসলামের সুসংবাদ দিচ্ছি এবং জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমাকে সেই নিদর্শন দেওয়া হয়েছে যা খোদার প্রিয়ভাজনদের দেওয়া হয়ে থাকে।"

(আল ফজল,২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪, পৃ: ৩-৪)

রোমে হুযুর (রা.) আসহাবে কাহাফ-এর গুহাও দেখেন, যার বিবরণ হুযুর (রা.) সূরা কাহাফের তফসীরে বর্ণনা করেছেন। হুযুর (রা.) বলেন: "এই বেসমেন্ট তিন তল বিশিষ্ট। ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় রোমে আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৮৫, ২০২৩ এর সংস্করণ)

লন্ডনে পদার্পণ

রোম থেকে ২০ শে আগস্ট সন্ধ্যায় রওনা হয়ে পরের দিন সকাল প্রায় ৯টার সময় ফ্রান্সের পারিস পৌঁছন। জাহাজে করে ইংলিশ চ্যানেল পার করে ডোভর পৌঁছন এবং ডোভর থেকে গাড়ি নিয়ে ২২ শে আগস্ট প্রায় ৬টার সময় লন্ডনের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছন, যেখানে ইসলামের মুবাল্লিগ এবং অন্যান্য অন্যান্য সাহাবাগণ স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

হুযুর প্লাটফর্মে পা রাখতেই অভিযাত্রী দল সহ দোয়া করেন। এই দৃশ্যের ফটো লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্টেশন থেকে হুযুর লীড গেটে পৌঁছন এবং সেন্ট পল গীর্জায় গিয়ে দরজার কাছে উঠোনে ইসলামের সফলতা এবং ক্রুশ ভঙ্গা করার জন্য দোয়া করেন। এই দৃশ্য লন্ডনের জন্য অভূতপূর্ব ছিল। এই কারণে চতুর্দিকে ভিড় একত্রিত হয়ে যায়। হুযুর দীর্ঘক্ষণ দোয়া করার পর খুদ্দামদের সঙ্গে নিয়ে চেশিম প্যালেস নম্বর ৬ পৌঁছন এবং ঘরে প্রবেশের পূর্বে দোয়া করেন।

পত্রপত্রিকার সুবাদে ইংল্যান্ডে হুযুরের আগমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। হুযুর (রা.) এখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, সেটা হল এখানে এসেই হুযুর তাঁর সঙ্গীদের দায়িত্বে বিভিন্ন কাজ সোপর্দ করে একটা প্রবন্ধ কমিটি গঠন করেন যার সভাপতি প্রস্তাব করেন চৌধুরী ফতেহ মহম্মদ সাহেব সিয়ালকে এবং সেক্রেটারী করেন মৌলবী মহম্মদ দীন সাহেবকে। এছাড়াও হুযুর লন্ডনে থাকার প্রথম সপ্তাহে 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড এবং 'স্টার' পত্রিকার প্রতিনিধিদের সাক্ষাতকার দেন। হযরত হাফিজ রোশন আলি সাহেবের 'তসুউফ' এর প্রবন্ধটির প্রুফ রিডিং করেন এবং জরুরী নির্দেশনা সহকারে মৌলবী মহম্মদ দীন সাহেবকে এর অনুবাদ করার জন্য দেন। ২৫ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা পাঁচটার সময় স্যার প্যাট্রিক নিগন এর সভাপতিত্বে উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান এবং এটি অনেক জনপ্রিয় হয়।এই সপ্তাহে হুযুর চৌধরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের সঙ্গে ওয়েম্বলে এবং ইন্ডিয়া অফিসে আসেন। হযরত মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব এবং ইংল্যান্ডের মুবাল্লিগ সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রিত করেন। ধর্মীয় সম্মেলনের প্রবন্ধক কমিটির কয়েকজন সদস্যও এতে যোগদান করেন। এই আমন্ত্রণে হুযুর ইংল্যান্ডবাসীর নামে একটি দীর্ঘ বার্তা দেন। মাননীয় চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব সরাসরি এর সাবলীল ইংরেজি অনুবাদ করে শোনান। এই বার্তা কিয়দংশ নিম্নরূপ:

'আমি মনে করি, মানবজাতির প্রতি আমার ভালবাসা ও নিষ্ঠা এবং জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার সাহচর্য এবং ইসলামের শিক্ষার কারণেই ইংল্যান্ডে এসেছি। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করেছিলেন, সেগুলির কারণে আমি এবিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, পাশ্চাত্য জগত অচিরেই সেই সকল সত্যকে গ্রহণ করবে যা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী তথা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে এসেছিলেন, যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত পুরুষ হয়ে

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Latiful Haque Sb., Kandi (MSD)**

আসবেন। ..... প্রতিশ্রুত মসীহর দাবি ছিল যে, তিনি শান্তির দূত হয়ে এসেছেন আর তাঁর হাতে সারা জগত একত্রিত হবে আর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, প্রত্যেক শান্তি প্রিয় ব্যক্তির কর্তব্য হল তাঁর দাবি সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যাতে নিজের শিথিলতা তার সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পিছনে না ফেলে রাখে,যা অর্জনের জন্য সে চেষ্টা করছে। সত্যিকার অর্থে কোন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যার ভিত্তি খোদার সঙ্গে সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক পিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে চেনে সে পিতার অধিকার চেনে আর বর্তমান যুগে প্রতিশ্রুত মসীহই সেই ব্যক্তি যিনি দাবি করেন যে, তিনি পিতার সঙ্গে ইহকালেই মিলন ঘটান, কেবল দাবিই করেন না, বরং হাজার হাজার মানুষ যারা এই শিক্ষা অনুশীলন করেছে, তারা খোদা তা'লার বাণীকে সেভাবে মান্য করেছে যেভাবে পূর্ববতী নবীদের শিষ্যগণ মান্য করতেন। যেমন এই নিবন্ধকারও তাদের মধ্যে একজন। ..... যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হল খোদা এবং বান্দার মাঝে এবং বান্দা ও বান্দার মাঝে পুণ্যময় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা..... অতএব, এস আমরা সকলে মিলে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি আর ধ্বংসকারী না হয়ে জীবনদানকারী হই। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থখণ্ড, পৃ:৪৪৭)

লন্ডনে অবস্থানের দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৯ শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে হুযুর ব্রাইটমান মফসসলে যান এবং বিশ্বযুদ্ধের নিহত সৈন্যদের স্মারক হিসেবে নির্মিত ছাতায় দোয়া করেন যে, যেভাবে এটি একটি নিদর্শন সেই সকল লোকের যারা একটি জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয়েছে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহান ছত্রছায়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একত্রিত করে দেন। হুযুর দোয়ার পূর্বে একটি বক্তব্য রাখেন। এই দৃশ্যগুলি ক্যামেরাবন্দি করে সিনেমাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। .....৭ই ডিসেম্বর অনেক ইংরেজ নারী-পুরুষ, হিন্দুস্তানী ছাত্র, তুরস্ক দুতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমানদেরকে আমন্ত্রিত করা হয়, যেখানে হুযুর (রা.)-এর আরও একটি ভালবাসার বার্তা পূর্বের ন্যায় মাননীয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব পাঠ করে শোনান। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এর সন্ধ্যায় হুযুর 'ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট ইউনিয়ন' এর সভায় (গিল্ড হাউসে অনুষ্ঠিত) প্রথম ইংরেজি লেকচার দেন যা অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে লীগ অফ নেশনস -এর ধর্ম ও নৈতিকতা বিভাগের সেক্রেটারী মিস্টার এলিসন এবং মিস্টার রেন-এর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ভঙ্গিতে তাদেরকে বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে লীগ অফ নেশনস এর ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা উদ্দেশ্য পূরণে কখনই সফল হবে না। (আল ফযল, ১৪ই অক্টোবর, ১৯২৪, পৃ:৩-৪)

১২ই সেপ্টেম্বর হুযুর জুমার নামায পড়ান এবং এ বিষয়ে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তাদেরকে শহীদ আফগান মৌলবী নেয়ামাতুল্লাহ্ খান সাহেবের ন্যায় সর্বক্ষণ শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। ১৩ই সেপ্টেম্বর হুযুর স্মিথ বন্দরে দুটি ভাষণ দান করেন। বিষয়বস্তু ছিল 'মসীহর পুনরাবির্ভাব' এবং দ্বিতীয় বক্তব্যটি ছিল 'পায়গামে আসমানী'। ১৫ই সেপ্টেম্বর হুযুর হিন্দুস্তানী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর হুযুর সম্মেলনের জন্য প্রস্তাবিত প্রবন্ধের সারাংশ লেখেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর হুযুর (রা.) মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ্ খান শহীদের শাহাদত সম্পর্কে একটি প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর হুযুর জুমআর পর ওয়েম্বলে কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট স্যার এ.ডি.রস-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ হিসেবে গণ্য হন। কুশল বিনিময়ের পর তিনি বলেন, আপনার আগমণে ইংল্যান্ডের সংবাদ-মাধ্যমের মধ্যে বেশ কৌতুহল সৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যায় হুযুর (রা.) সেন্ট লোকাস সভাঘরে 'মৃত্যু পরবর্তী জীবন'-এর বিষয়ে অসাধারণ একটি বক্তব্য রাখেন। ২০ সেপ্টেম্বর কোলেগুস (নাইজেরিয়া) থেকে দুইজন হাজি সাহেব হুযুরের সমীপে উপস্থিত হন, যাদের মধ্যে একজন আহমদী ছিলেন।

কর্নেল ডগলাস- এর সঙ্গে সাক্ষাত

২১ শে সেপ্টেম্বর বিকেলে হুযুরের সঙ্গে কর্ণেল ডগলাসের সাক্ষাত হয়। তিনিই সেই ডগলাস যিনি (পঞ্জাবের) গুরুদাসপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হেনরী মার্টিন ক্লার্কের মুকদ্দমাকে ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

ইউরোপে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের ভিত

২২ শে সেপ্টেম্বর ওয়েম্বলে কনফারেন্সের সূচনা হয় এবং হুযুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যোগদান করেন। ২৩ শে সেপ্টেম্বরের দিনটি ইউরোপ সফরের এক মহান ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, কেননা এই দিনটিতে ওয়েম্বলে কনফারেন্সে হুযুর (রা.)-এর যুগান্তকারী প্রবন্ধ পঠিত হয় যা আহমদীয়া জামাতের খ্যাতির মুকুটে নতুন পালক যুক্ত করে। এই ভাষণ ইউরোপে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের ভিত রচনা করে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লন্ডনে বক্তব্য রাখার যে 'রোইয়া' (সত্য-স্বপ্ন) দেখেছিলেন তা পূর্ণতা লাভ করে।

২৬ শে সেপ্টেম্বর হুযুর কনজারভেটিভ দলের অনুরোধে লন্ডনের ডাচ হলে হিন্দুস্তানের চলমান পরিস্থিতি এবং ঐক্য তৈরী উপায় সন্ধানের বিষয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দান করেন। ২৮ শে সেপ্টেম্বর লন্ডন ফিল্ডে হুযুরের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল 'রসুল করীম (সা.)-এর জীবনী এবং শিক্ষা থেকে যুব-সম্প্রদায় কিভাবে লাভবান হতে পারে?' এই সপ্তাহেই হুযুর (রা.) স্থির করেন যে, ভবিষ্যতে লন্ডন থেকে 'রিভিউ অফ রিলিজিয়নস' এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হবে।

বিজয়ী সেনাপতি

১২ই অক্টোবর হুযুর 'উইলিয়াম দ্যা কনকার' সংক্রান্ত স্বপ্ন পূরণ করার জন্য মিউনসি উপসাগরে পৌঁছন এবং নৌকায় চেপে সেই স্থান অভিমুখে পাড়ি দেন যেখানে 'উইলিয়াম দি কনকার' অবতরণ করেছিলেন। হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী বর্ণনা করেন, সেই সময় হুযুরের চেহারায় প্রতাপ ও বৈভব প্রকাশ পাচ্ছিল, সেই সঙ্গে উদাসীন্যও ছিল। এরপর তিনি নীরবে দোয়া পরিচালনা করেন। হুযুর নামায কসর করে পড়েন এবং নামাযে দীর্ঘ দোয়া করেন এবং মাটিতে উবু হয়ে বসে এক মুঠো নুড়ি পাথর নিয়ে বলেন, সম্রাটের দরবারে জনৈক সাহাবাকে মাটি দেওয়া হলে সেই সাহাবা শুভ সংকেত হিসেবে গণ্য করে এর অর্থ করেন রোমান সাম্রাজ্য হাতে এসে গেল এবং তিনি মাটি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় হন। ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী এবং দরদ সাহেব দু' মুঠো সেই নুড়ি পাথর নিজেদের পকেটে পুরে নেন। এখান থেকে প্রস্থান করার পর ভাই জি-র মনে এক জোরালো আবেগ কাজ করে এবং তিনি উচ্চস্বরে সাধুবাদ জানাতে শুরু করেন এবং অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই পঙক্তি পাঠ করেন-

'তু সাচ্চে ওয়াদা ওয়ালা, মুনকির কাহাঁ কিধর হ্যাঁয়?'

অর্থ: তুমি সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, অস্বীকারকারীরা কোথায়?

(আল ফযল, ২০ শে নভেম্বর, ১৯২৪, পৃ: ৫)

৩রা অক্টোবর হুযুর (রা.) সর্ব-ধর্মসম্মেলনের শেষ অধিবেশনে উর্দুতে ভাষণ দান করেন। ভাষণ শুনে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। লেকচার হল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।

(আল ফজল- ৬ ও ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৪)

৪ঠা অক্টোবর হুযুর সঙ্গীসহচর এবং ইংল্যান্ডের নতুন মুবাল্লিগ

যুগ খলীফার বাণী

যুবক খুদ্দাম ও আতফালদেরকে নিজেদের সাহচর্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। বন্ধুত্ব তাদের সাথে রাখুন যাদের মধ্যে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, যারা অনৈতিক ও অশালীন কাজকর্মে লিপ্ত নয়।

(রোযনামা আল ফজল, অনলাইন, ২৯ শে নভেম্বর, ২০২২)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব দরদ (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে পাটনির সেই ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হন যেখানে প্রস্তাবিত মসজিদের রূপান্তর ঘটানোর কথা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে হুযুর মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এরপর তিনি গৃহের সেই কক্ষে আসেন যেখানে বর্তমান সময়ে নামায হত। তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ দোয়া পরিচালনা করেন এবং নিজের হাতে করে মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব দরদ (রা.)কে বাড়ির চাবি তুলে দেন।এরপর মৌলবী আব্দুর রহীম দরদ এবং তাঁর সহকারী মালিক গোলাম ফরিদ সাহেব এম.এ-কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭ই অক্টোবর হুযুর (রা.) দারুল উমরা (হাউস অফ লর্ডস) -এর সভা পরিদর্শন করেন এবং ৮ ও ৯ই অক্টোবর সাধারণ কক্ষে (হাউস অফ কমনস) এর ইজলাস দেখার জন্য আসেন।

১২ই অক্টোবর নব দীক্ষিত মুসলিমদেরকে পাঁচ ঘন্টা তবলীগ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিতে থাকেন। এছাড়াও ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ধর্মীয় আলাপ আলোচনা করেন। ১৫ই অক্টোবর হুযুর (রা.) 'ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ স্টাডিস' পরিদর্শন করেন।

(আলফযল, ১১ ই নভেম্বর, ১৯২৪)

১৯ শে অক্টোবর, ১৯২৪ একটি স্মরণীয় দিন

১৯২৪ এর ১৯ শে অক্টোবর দিনটি আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এইদিনটিতে হুযুর (রা.) বিকেল ৪টায় এক বিরাট সমাবেশে 'ফজল মসজিদ' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

(আল ফযল, ২৫ শে অক্টোবর, ১৯২৪)

লন্ডনে সর্বপ্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পর মৌলবী আব্দর রহীম দরদ সাহেব (রা.) উচ্চস্বরে হযরত মৌলবী শের আলি সাহেবের একটি টেলিগ্রাম পড়ে শোনান যা তিনি পাঠিয়েছিলেন হিন্দুস্তানের আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে সাধুবাদ জ্ঞাপন করতে। এরপর হুযুর (রা.) দীর্ঘ দোয়া করেন। তিনি সেই স্থানেই আসরের নামায পড়েন এবং যথারীতি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। নামাযের পর সকলে একে অপরকে এ নিয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছিল। মসজিদের মেহরাবে একটি পতাকা লাগানো হয় যেটি হায়দরাবাদের হোম সেক্রেটারী নবাব আকবর নওয়াজ জঙ্গ সাহেব দিয়েছিলেন।

(আলফযল,২০ শে নভেম্বর)

লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মুম্বইয়ে অবতরণ উপসংহার:-

হযরত খলীফাতুল মসীহ রানি (রা.) অনেক দোয়া এবং জামাতের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শের পর নিজেই ইউরোপের পরিস্থিতি জরিপ করার জন্য ইউরোপ সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লন্ডনেই রেভারেন্ড সেক্রেটারী হুযুরকে প্রশ্ন করেন যে, এই সফরে আপনার সব থেকে বড় উপকার কোনটা হয়েছে? হুযুর বলেন- দিবারাত্রি মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সব কিছুর বিষয়ে মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু ভাব তৈরী হয় না। মানুষ কোন কিছু নিয়ে তখনই গবেষণা করে বা গভীরভাবে চিন্তা করে যখন কোনও বিষয় তার কাছে গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য স্থান পায়।

আজকের পূর্বে আমাদের জামাতের সেই গুরুত্ব ছিল না যে মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হত। বরং বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কেউ জামাতের নামও জানত না। কিন্তু এখন আমার আগমণে খোদা তা'লা এই জামাতের প্রচার, খ্যাতি ও গুরুত্বের এত বেশি উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, এখন আমাদের পথ থেকে সেই বাধা অপসারিত হয়েছে। সচরাচর মানুষ আমাদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে এবং জগতের মনোযোগ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এগুলিই লাভ হয়েছে।"

এই উত্তর শুনে প্রিন্সিপাল এবং তাঁর সেক্রেটারী বলেন-

"Very great achievement" খোদার কৃপায় এই সফর সুদূরপ্রসারী পরিণাম বয়ে আনবে।

(ইউরোপ সফর, পৃ: ৩৯৩)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ থেকে একশ বছর পর আমরা ইউরোপে ইসলাম আহমদীয়াতের তবলীগী তৎপরতার বিষয়ে অগভীর দৃষ্টিতে দেখলেও, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সফরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শতভাগ পূর্ণ হতে দেখছি আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সমহিমায় পূর্ণ হচ্ছে।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন ইসলাম আহমদীয়াতের শিক্ষার উপর যথার্থরূপে আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

****

৮ নং পৃষ্ঠার পর....

সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করবেন। হাফিজ সাহেব দোয়ার শব্দগুলি উচ্চস্বরে পাঠ করছিলেন আর বাকিরা সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছিলেন। দোয়াটি ছিল-

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا
حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ
عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ-

হুযুর (রা.) মিঞা মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব এবং মিঞা মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে অতিথিশালার নিকট পৌঁছন, যেখানে হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গার খানার পক্ষ থেকে হুযুরকে স্বাগত জানান। এখানে নওয়াব মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র মিঞা আব্বাস আহমদ সাহেবকে উঁচু বৈঠকখানায় বসানো হয়, যাঁর পক্ষ থেকে হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেব হুযুরের সমীপে একটি রুটি উপস্থাপন করে বলেন- 'ইয়ে তেরে আর তেরে সাথ দরবেশোঁ কে লিয়ে হ্যায়।' অর্থাৎ এটা তোমার এবং তোমার সঙ্গী দরবেশদের জন্য। হুযুর সেই রুটিটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বিতরণ করে দেন। এরপর মানুষের মিছিল উচ্চকণ্ঠে প্রশংসাসূচক নযম সমবেত স্বরে পাঠ করতে করতে অগ্রসর হয়। মাদ্রাসা আহমদীয়ার পক্ষ থেকে স্কুলের দরজার কাছে সুস্বাগতম লেখা রঙীন এবং সোনালী ব্যানার টাঙানো ছিল।

মসজিদ মুবারকে পূর্বদিকের লোহার গেটের চৌমাথায় পৌঁছে হুযুর সমবেতভাবে সফর থেকে ফিরে আসার দোয়া পড়েন। সেই মুহূর্তের দৃশ্য অত্যন্ত রোমহর্ষক ছিল। হুযুর (রা.) এর কণ্ঠেও বিগলন অনুভূত হচ্ছিল আর তাঁর চোখ ছলছল করছিল। অন্যদের চোখেও ছিল আনন্দাশ্রু। কেউ কেউ আবার ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। এমন আবেগঘন পরিবেশে অশ্রুসজল চোখে হুযুর (রা.) বললেন- 'দেখ, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর দোয়া কতটা সূক্ষ্ম ও পবিত্র যার দৃশ্য আমরা আজ অবলোকন করছি। এই স্থান আর এই ঘর থেকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেছিলেন, তখন তিনি একাকী ও নিঃসঙ্গ ছিলেন। কোন সাথী বা সাহায্যকারী ছিল না। সেই সময় চতুর্দিক থেকে রব উঠেছিল- এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ঠগ। (নাউযুবিল্লাহ) শত্রুরা বলছিল, আমরা একে কীটপতঙ্গের ন্যায় পিষে মারব। কিন্তু খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। আজ সেই মোহে আবিষ্ট হয়েই এমন বিপুল সংখ্যক মানুষ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি,তাঁরই কল্যাণে খোদা তা'লা আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে বিজয় দান করেছেন। এরই মাধ্যমে এবং এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই খোদা তা'লা আমাদের সম্মানিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই সম্মান তাঁরই। খোদা তা'লা আমাদেরকে সেই সকল পুরস্কারের উত্তরাধিকারী করেছেন যাঁর প্রতিশ্রুতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে করা হয়েছিল। প্রকৃত সত্যকে দৃষ্টিপটে রাখলে, প্রকাশ পাবে যে, সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য, মহম্মদ (সা.)-এর জন্য এবং খোদা তা'লার জন্য।"

এই কথাগুলি বলার পর হুযুর (রা.) মুবারক মসজিদের নীচে ফুল ও লতাপাতা দিয়ে সুসজ্জিত একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে গলির মধ্য দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। মসজিদের প্রারম্ভিক অংশে, যেটা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের মসজিদ ছিল, সেই অংশে সফর সঙ্গীদের নিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়েন। এরপর হুযুর (রা.) সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলার পর দারুল মসীহতে বাসভবনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

এইরূপে ৪মাস পূর্বে ১২ জুলাই, ১৯২৪ শুরু হওয়া হুযুরের বরকতময় ও ঐতিহাসিক সফর ২৪ শে নভেম্বর, ১৯২৪ শে প্রায় চার মাস পর সুসম্পন্ন হয় আর হুযুর (রা.) ইউরোপের দীর্ঘ সফর থেকে বিজয় পতাকা হাতে সফলভাবে কাদিয়ানের পবিত্রভূমিতে অবতরণ করেন।

****

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর প্রথম ইউরোপ সফরের কল্যাণ ও পরিণাম

মূল (উর্দু) : আরিফ রব্বানী, মুবাল্লিগ সিলসিলা, নশর ও ইশাআত।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহুস সানী (রা.) খিলাফতের আসনে আসীন হতেই জামাতের তবলীগ ও প্রসারের মহান কাজে ব্রতী হন। ইসলামের প্রসারের জন্য তিনি দোয়া, জলসা, মোনাজারা, মোবাহাসা, বক্তব্য, চ্যালেঞ্জ, মোকাবেলা এবং বিভিন্ন দেশের সফর প্রভৃতি পথ অবলম্বন করেন। তাঁর খিলাফতকালে সকল পন্থায় এই অভিযানগুলি সফলভাবে অব্যাহত ছিল। পদে পদে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশিত হতে থেকেছে। এরই ধারাবাহিকতায় খোদা তা'লা নিজ কৃপাগুণে ও ক্ষমতাবলে প্রসিদ্ধ ওয়েম্বলে সম্মেলনের আয়োজকদের মনকে হুযুরকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করতে পরিচালিত করে, যাতে হুযুর সশরীরে সম্মেলনে যোগদান করে ভাষণ দান করেন। এটি ছিল খোদা তা'লার শক্তিমত্তার বিকাশ যা হুযুরের ইসলাম প্রচারের অভিযানকে আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তীর্ণ করে যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের উপর অবতীর্ণ আশিস ও জ্যোতিকে আরও প্রসারিত করেছে। তবলীগের দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে ১৯২৪ সালটি অত্যন্ত কল্যাণময় এবং বৈপ্লবিক হওয়ার দাবি রাখে। কেননা, এই বছর হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানী (রা.) প্রথম ইউরোপ সফর করেন, যার পরিণামে আহমদীয়া জামাত এক নতুন ও বরকতময় যুগে প্রবেশ করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানী (রা.) ১৪ই মে ১৯২৪ তারিখে এই সফরের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্যাবলী এবং আশিসসমূহ বর্ণনা করে জামাতের সদস্যদের নামে লেখা চিঠিতে লেখেন–

" আপনারা নিশ্চয় জানেন, দুই বছর থেকে বিলেতে একটি বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর প্রস্তুতি চলছিল যেখানে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের সব ধরণের উৎপাদিত জিনিস এবং হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হবে। এই প্রদর্শনী এখন শুরু হয়েছে আর সেটা এতটাই বিশাল যে, একটা অনুমান অনুসারে, বাণিজ্যিক উন্নয়নকে দৃষ্টিপটে রেখে এবং বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে প্রায় দু' কোটি মানুষ এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে।মোটকথা এই সময় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ ইংল্যান্ডে একত্রিত হবে। ভিন্নবাক্যে সমগ্র জগত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট্ট এই স্থানটিতে একত্রিত হবে। চীনি, জাপানী, আমেরিকান, রুসী, ফরাসি, জার্মান তুর্কি, আরব, মিশরী, পার্সী, আফগানী, হিন্দুস্তানী এবং ছোট বড় অন্যান্য জাতির শিক্ষিত ও বিবেক সম্পন্ন মানুষেরা সেখানে একত্রিত হবে। ছয়মাস পর্যন্ত এমন সমাবেশ চলতে থাকবে।

এই সমাবেশে সুযোগের সদ্ব্যবহার হিসেবে ইংল্যান্ডের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সেখানে সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের প্রারম্ভে একটি ধর্মীয় জলসার আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছে। যেখানে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্মের সত্যতা বর্ণনা করবে এবং বিশ্ববাসী সেই ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারবে। এই আঞ্জুমানটি তাদের জলসায় বক্তব্য রাখতে যাওয়ার জন্য আমাকেও আমন্তিত করেছে। তারা আবেদন করেছে, আমি যেন নিজে সেখানে এসে আমাদের জামাত সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করি। এমন বিরাট সুযোগকে তবলীগের কাজে লাগানো তো আমাদের কর্তব্য। কেননা, এটা এমন একটা সুযোগ যা প্রতিদিন পাওয়া যায় না, যেখানে এতগুলো দেশের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়েছে– যেন সমগ্র জগত একই সময়ে একত্রিত হয়েছে, এমন প্রদর্শনী সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে যে, আগামী একশ বছর পর্যন্ত এমন বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা ইংরেজদের জন্য কঠিন হবে। এখন আমরা ইংল্যান্ডে বসে সমগ্র বিশ্বের কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দিতে পারব আর কোটি কোটি মানুষকে জামাত সম্পর্কে সঠিক অর্থে অবহিত করতে পারব, পৃথিবীর কোন অংশ এমন থাকবে না যা এর মাধ্যমে জামাত সম্পর্কে অবহিত হবে না।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩–৪২৪)

হুযুর ইউরোপ সফরের বিষয়ে জামাতের সদস্যদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করেন এবং ইসতেখারাও করার নির্দেশ দেন এবং ঐশী অভিপ্রায় অনুসারে এই বরকতময় সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৭)

হযরত খলীফাতুল মসীস আস সানী (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর লেখনীর প্রতি আরও বেশি করে মনোযোগ দিলে তাঁর নিকট এই রহস্য উদঘাটিত হয় যে, কুরআন করীমে যুল কুরনাঈন (মসীহ মওউদ) বা তার সহকারীর ইউরোপ সফর এবং হাদীসে দামাস্ক সফরের বিষয়ে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। যুল কুরনাঈন–এর সফরের ঘটনার বিষয়ে তিনি পুনরায় মনোনিবেশ করে জ্ঞাত হন যে, এই সফর (মূল উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে) তবলীগের জন্য নয়, বরং পাশ্চাত্য জগতে ইসলামী বিপ্লবের তবলীগি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য। এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর এই স্বপ্নও তাঁর সামনে আসে–'আমি দেখেছি লন্ডন শহরে একটি মেম্বারের উপর দাঁড়িয়ে আছি আর ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করছি। এরপর আমি অনেকগুলি পাখি ধরি, যেগুলি ছোট ছোট বৃক্ষের উপর বসেছিল আর তাদের রঙ ছিল সাদা।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৭)

এছাড়া হুযুর (রা.) নিজেও কিছুকাল পূর্বে স্বপ্নে ইউরোপ সফরের দৃশ্য দেখেছিলেন। যেমন একটি স্বপ্নে তিনি দেখেন, তিনি লন্ডনে আছেন এবং সেখানে একটি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। মিস্টার লাইড জর্জ (সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) এই জলসায় বক্তব্য রাখছেন। সহসায় তাঁর অবস্থা বদলে গেল আর তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "আমি এখনই সংবাদ পেয়েছি, আহমদীয়া জামাতের ইমাম মির্যা মাহমুদের সৈন্যবাহিনী খৃষ্টান সৈন্যবাহিনীকে দমন করতে করতে এগিয়ে আসছে আর খৃষ্টান বাহিনী পর্যদুস্ত হচ্ছে।"

দ্বিতীয় স্বপ্নে (কনফারেন্সের কথা চিন্তা করার দুই দিন পূর্বে) তিনি দেখেন, 'আমি ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে আছি, যেভাবে কোন ব্যক্তি সবেমাত্র অবতরণ করে আর আমি যুদ্ধের সাজে আছি, আর আমার মর্যাদা একজন সেনাপতির। ..... সেই সময় আমার মনে হল যেন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে আর সেই যুদ্ধে আমি জয়লাভ করেছি আর এরপর আমি একজন বিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধের ময়দান নিরীক্ষণ করছি যে, এই বিজয় থেকে আমি কিভাবে সর্বাধিক লাভবান হতে পারি। .... এরই মাঝে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে– (William the conqueror) 'উইলিয়াম দ্যা কনকারার' অর্থাৎ উইলিয়াম (দৃঢ়–সংকল্পের অধিকারী) বিজয়ী।

এই বিষয়গুলির প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ এবং অনবরত দোয়া ও ইসতেখারার পর হুযুর (রা.) ওয়েম্বলে কনফারেন্সের আমন্ত্রণকে এক ঐশী গতিবিধি হিসেবে ধরে নেন। এই কারণেও যদিও হুযুরের সামনে দীর্ঘ সফরে তাঁর জন্য ব্যক্তিগতভাবে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল, তাঁর জন্য এই বোঝা বহন করা অনেক কঠিন ছিল, তা সত্ত্বেও হুযুর নিজের এই ধর্মীয় কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঐকান্তিকভাবে ইউরোপ সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ সালের ১২ই জুলাই যাত্রা শুরুর দিন হিসেবে নির্ধারণ করেন।

২৪ শে জুন তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ঘোষণা করেন– 'আমাদের জামাতের কাজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের তবলীগ করা আর যেহেতু সমগ্র জগতকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা আমার কর্তব্য, এর জন্য এ বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করাও আবশ্যক। ..... এই ব্যবস্থাপনা নিযুক্ত করার জন্য পশ্চিমি দেশগুলির অবস্থা খলীফার সেখানে গিয়ে দেখা আবশ্যক। ...তাই পশ্চিমি বিশ্বে তবলীগের কাজ যদি আমরা অব্যাহত রাখতে চাই যে আর এই কাজে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার বিষয়ে খোদা তা'লার কাছে জবাবদিহি থেকে মুক্তি পেতে হয়, তবে এর জন্য স্বয়ং যুগ খলীফার সেই সব এলাকায় গিয়ে তাদের জটিলতা দেখা এবং সেখানকার প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করা জরুরী। ..... অতএব, এই প্রয়োজনের কথা দৃষ্টিপটে রেখে, ধর্মীয় সম্মেলনের এই আমন্ত্রণকে এক ঐশী ক্রীয়া মনে করে এই মুহূর্তের জটিলতা সত্ত্বেও আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সফর সম্পন্ন করার।ধর্মীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ

করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং পশ্চিমা বিশ্বে তবলীগের জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনা তৈরী এবং সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। কেননা, সেই দেশগুলিই ইসলামের পথে এক প্রাচীর, যে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা আমাদের প্রথম কর্তব্য।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৭, ৪২৮)

এই সফরের পরিণামে লাভ হওয়া আযিমুশশান বকরতগুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি আলোচনা করা হল।

১) ওয়েম্বলে কনফারেন্সের জন্য 'আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা।

হুযুর (রা.) এই কনফারেন্সের জন্য "আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম" বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন যা তাঁর দিনরাত পরিশ্রম ও সাধনা পর কেবল রুহুল কুদুসস এর সমর্থনে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রবন্ধটি যেহেতু বেশ দীর্ঘায়িত হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে হুযুর প্রবন্ধের ভাবার্থের সারাংশ করে একটি নতুন প্রবন্ধ লেখার সিদ্ধান নেন। সেই অনুসারে ৯ই জুলাই ১৯২৪ এই নতুন প্রবন্ধ 'সিলসিলা আহমদীয়া' (Ahmdiyya Movement) নামে সম্পূর্ণ করেন এবং ১৯২৪ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর হুযুরের নির্দেশে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব হুযুরের পক্ষ থেকে প্রবন্ধটি কনফারেন্সে পাঠ করে শোনান। হুযুর (রা.) নিজেও তাঁর সকল সঙ্গীসহচর নিয়ে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। লোকেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রবন্ধটি শোনে আর সকল প্রবন্ধের চায়তে এই প্রবন্ধটি সব থেকে বেশি সমাদৃত হয়। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এই কনফারেন্সে খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। আর একথাও সর্বসমক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, সম্মেলনের সাফল্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ এবং তাঁর জামাতের প্রধান ভূমিকা রয়েছে।

(ভূমিকা, সর্বধর্মসম্মেলনের প্রতিবেদন, লন্ডন, ১৯২৫, সূত্র- সিলসিলা আহমদীয়া, পৃ: ৩৬৯)

'আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম' (আহমদীয়াত অর্থ প্রকৃত ইসলাম) কিছু দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে হুযুর (রা.) খোদার কৃপায় আহমদীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের চিত্তাকর্ষক ও পরিপূর্ণ রূপরেখা পশ্চিমা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন আর আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন। তিনি এই প্রবন্ধে লেখেন,ইসলামই সেই ধর্ম যার মাধ্যমে সর্বজ্ঞ খোদার পরিচয় লাভ হওয়া সম্ভব আর এটাই সেই ধর্ম যার মাধ্যমে মানুষ খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এরপর হুযুর নৈতিক অনুশাসন, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি এক মহান নিগূঢ় তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন যা কুরআন করীম আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে আন্তর্জাতিক স্তরে জাতি সংঘের এক ইসলামি স্বরূপ হিসেবে উপস্থাপন করেছিল, যখন কি না লীগ অফ নেশনস-এর কোন ধারণাও ছিল না। তিনি এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যে, যতদিন পর্যন্ত সেই নীতি অনুসারে লীগ অফ নেশন গঠিত না হয়, পৃথিবীতে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হুযুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হচ্ছে তা মুখে আনা নিষ্প্রয়োজন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৪২৯-৪৩০)

হুযুর (রা.) যে আসল বিস্তারিত প্রবন্ধটি কাদিয়ানে লিখেছিলেন, সেটিও 'আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই অমূল্য রচনার মূল্য পাঠক মাত্রই অনুমান করতে পারবেন। এই পুস্তকে আহমদীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, কোন অমুসলিম এটি পাঠ করে ইসলামের সৌন্দর্যের অনুরাগী না হয়ে পারবে না। নিঃসন্দেহে এই পুস্তকটি আহমদীয়া জামাতের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার আছে আর এই পুস্তক ইসলাম তথা আহমদীয়াতের তবলীগ ও প্রসারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

এই প্রবন্ধের তাৎক্ষণিক প্রভাব ও কল্যাণের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রা.) বলেন-

"হুযুরের নিবন্ধের প্রতি মানুষের আগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারণ করল এবং খোদার কৃপা মানুষের হৃদয়কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করল যে, এই বিস্তারিত প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করাও আমার জন্য সম্ভব নয়। হুযুর যেখানেই যেতেন মানুষ সেখানেই একত্রিত হত আর তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিত। এমনকি এখন বিপুল সংখ্যক মানুষ আমাদের বই-পুস্তক ক্রয় করে অধ্যায়ন করতে শুরু করেছে। ..... কালকে যখন হযরত আকদস হাফিজ সাহেবের লেকচারের জন্য সভাকক্ষে এলেন, লেকচার শোনার পর ওয়েলস-এর এক অধ্যাপক হুযুরের দিকে অত্যন্ত বিনয় সহকারে এগিয়ে এসে করমর্দন করেন, কিন্তু তাঁর পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ভক্তি ও ভালবাসার কারণে তাঁর হাত কাঁপছিল, মুখ থেকে কোনও কথা বের হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টার পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে তিনি কথা শুরু করলেন। তিনি বলেন, পরশু আপনার লেখা বই 'আহমদীয়াত' নিয়ে গিয়েছিলাম। বইটি আমি রাতেও পড়েছি আবার দিনেও পড়েছি। বইটির বিষয়বস্তু আমার নিকট অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ও যুক্তিসমৃদ্ধ বলে মনে হয়েছে। আমি এর পূর্বে কোনও ধর্মীয় বিষয়ের উপর এমন পুস্তক কখনও দেখিনি। দীর্ঘক্ষণ তিনি নিষ্ঠা ও ভালবাসা সহকারে কথা বলতে থাকেন এবং নিজের এক সঙ্গীকেও হুযুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আমাদের মুবাল্লিগের মতই তাকে আমাদের জামাতের তবলীগ করেন এবং তার কাছে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় যে, তিনিও জামাতের বই পড়বেন। মোটকথা খোদা তা'লার কৃপা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন যে, এদেশে হুযুরের আগমণ অত্যন্ত কল্যাণকর ও উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে। একটা আশঙ্কা ছিল, আর সেটা সত্যিই যে, এদেশে এখনও আমাদের জামাতের তেমন কোনও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাই হুযুরের এদেশে আগমণ সময়ের পূর্বেই হল না তো? কিন্তু খোদা তা'লা এমন কিছু প্রদর্শন করলেন যে, খ্যাতনামা ও অনেক সম্মানিত লোকদেরও আল্লাহ্ তা'লা পিছনে ফেলে দিলেন। এটাই সেই কৃপা যা আমাদের প্রভুর জন্য আদিকাল থেকে নির্ধারিত রয়েছে আর হুযুরের সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

(ইউরোপ সফর, পৃ: ২৯৬, ২৯৭)

২) আহমদীয়া জামাতের খ্যাতি, আন্তর্জাতিক প্রচার এবং বিভিন্ন জাতির আশিস লাভ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কতিপয় স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং বিশেষ করে মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আন্তর্জাতিক প্রচার ও প্রসার এবং বিভিন্ন জাতির আশিস লাভের যে উল্লেখ ছিল সেটিও এই আযিমুশ শান সফরের প্রতি ইঙ্গিত করছিল। জামাতের সদস্যরা এবং অনেক অ-আহমদীরাও এই দৃশ্য দেখেছে যে, এই সফর একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দানকারী এবং কল্যাণকর হবে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)ও এই সফরের পরিণামে বিজয় ও সফলতা অর্জনের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর বলেন-

"আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পূর্বেই সুসংবাদ দান করেছিলেন যে, আমার বিলেত যাওয়ার ফলে ইসলামের জয়যাত্রার সূচনা হবে।..... আমি পূর্বেই বলে দিয়েছিলাম , জামাত যেন এমনটি না মনে করে যে, সেখানে আমি যেতে না যেতেই মানুষ আহমদী হতে শুরু করবে। আমি তো সেখানে তবলীগের জন্য

যুগ ইমামের বাণী

"প্রবৃত্তির আবেগ ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে কেবল একটি বিষয়ই মানুষকে বিরত রাখতে পারে যাকে বলা হয় খোদার পরিপূর্ণ পরিচয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতে যাচ্ছি। পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে জানা যায় যে, আমার সেখানে যাওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র তা'লার প্রজ্ঞা এই ছিল যে, আমার সেখানে যাওয়ার ফলে এখন যে জয়যাত্রার সূচনা হয়েছে তা যেন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয় আর ইসলামের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের অনুগ্রহ না থাকে, বরং তা সরাসরি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। আমি বলছি যখন কোনও নবীও এমন অতিক্রান্ত হয় নি, যিনি একদিনেই জয়লাভ করেছেন, তবে একজন খলীফা কিভাবে একদিনে একের পর এক বিজয় লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় এখন জামাত এমন উন্নতি করছে যে, জনৈক ইংরেজ লিখেছে- এই জামাতের উন্নতির দৃষ্টান্ত বিগত শতাব্দীর কোনও জামাতের মধ্যে দেখা যায় না।"

(জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯২৬)

এরপর হুযুর বলেন:

"আল্লাহ্‌ তা'লা যেভাবে এই সফরে বরকত দান করেছেন এবং সিলসিলা আহমদীয়াকে নিরন্তর খ্যাতি দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এর নাম সমুজ্জ্বল করেছেন এবং শত সহস্র হৃদয়ে জামাতের প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, একথা সর্বজনবিদিত। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দশ-পনেরো বছরেও এই খ্যাতি কাদিয়ানে বসে থেকে লাভ হত না। কিন্তু এগুলো যা কিছু ছিল তা কেবল একটা বীজ ছিল। তেরোশ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী কেবল এতটুকু খ্যাতির উপকরণ তৈরী করেই শেষ হয়ে যাবে না। এই সফরের পরিণাম বর্তমান পরিণামের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বসহকারে প্রকাশ পাবে। ইনশাআল্লাহ।

(মান আনসারী ইলাল্লাহ্‌, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩২-৩৩)

অন্যত্র এই সফরের পরিণাম সম্পর্কে জামাতের খ্যাতি, প্রচার ও প্রসারের উল্লেখ করে হুযুর (রা.) বলেন-

"আমার আগমণের সাথেই আল্লাহ্‌ তা'লা এমন অসাধারণ উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, যে জামাতকে গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া কেউ জানত না, সেটা আজ কত খ্যাতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফেলেছে, এতটাই যে, অ-আহমদীরাও বলতে শুরু করেছে, আজকাল যেখানেই যাই আমদীদের সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছে, যেদিকেই দেখ এবং যা কিছু পড়, যে মজলিসেই বস, তাদেরকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। এমনকি লোকে এই সম্মেলনটিকে আহমদীয়া সম্মেলন বলতে শুরু করেছে। মৌলবী নেয়ামাতুল্লাহ্‌ খান -এর শাহাদতের ঘটনাও এই খ্যাতির একটি বিরাট কারণ হয়েছে। কিন্তু আমার আগমণ এবং মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ্‌ খান-এর শহীদ হওয়া-এই দুই ঘটনার সমাপতনের নেপথ্যে কে? এই বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষরা খোদার অভিপ্রায় অনুধাবন করতে পারে এবং খোদার পরিচয় লাভের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। যদি আমি আসতাম আর এই ঘটনা না ঘটত আবার আমি না আসতাম আর এই ঘটনা ঘটে যেত- সুতরাং এটাও তো খোদা তা'লারই কাজ যে, তিনি এমন উপকরণ একত্রিত করেছেন যার মাধ্যমে আমাদের জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে। এটা তো উপুরিপুর্য পাওনা। এর পূর্বেও তো দুটি শাহাদতের ঘটনা রয়েছে, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু সেগুলির মাধ্যমে আমাদের উন্নতির বা খ্যাতি লাভের উপর কি প্রভাব পড়েছিল? মোটকথা খোদার কৃপায় আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি অংশ পূর্ণ হয়েছে, যেটি বহিরাঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। বাকি অংশগুলি পূর্ণ হওয়ার বিষয়েও আমি পূর্ণরূপে আশাবাদী আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখন খোদার গোপন তকদীর অবশ্যই প্রকাশ পাবে।"

(ইউরোপ সফর,পৃ: ৩০৫-৩০৭, খুতবা জুমআর সারাংশ)

৩) তৃতীয় বড় কল্যাণ হল আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রতি ইউরোপবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া

জেহলম থেকে মৌলবী বুরহানুদ্দীন সাহেবের চিঠির জবাবে হুযুর (রা.) মুম্বইয়ে ইউরোপ সফরের আযিমুশ শান বরকত, ফলাফল এবং সফলতার উল্লেখ করে বলেন-

"প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের প্রকৃত অধিকারী খোদা তা'লার পবিত্র সত্তা। কেননা সকল প্রকার আশিস ও কল্যাণ তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এসে থাকে। তিনিই জ্যোতিসমূহের উৎস এবং আশিস ও কল্যাণের উৎসমুখ। তাই সেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা সেই সত্তার প্রতি জ্ঞাপন করা উচিত। এছাড়া যে সব দেশে আমরা গিয়েছি, সেখানকার মানুষ জাতির প্রশাসক হওয়ার কারণে এক ধরণের অহংকারে নিমজ্জিত। ইংল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য জাতিগুলিও হিন্দুস্তানীদের হেয় মনে করে। এমন পরিস্থিতিতে নিজের প্রজাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কথার প্রতি মনোযোগী হওয়া সত্যিই আশ্চর্যজনক ছিল। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা কেবল খোদার কৃপার পরিণাম ছিল। দ্বিতীয়ত তারা নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে এমন উন্নত এবং মহান বলে মনে করে যে, সমগ্র জগতকে তুচ্ছ মনে করে। ধর্মের নামে তাদেরকে যা কিছু বল তারা শুনে নিবে, কিন্তু তাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তাদের চোখ জ্বলে উঠবে এবং চেহারার রঙ পাল্টে যাবে। তখন তারা বলবে, শত শত বছরের গবেষণা, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পর আমরা এগুলো আবিষ্কার করেছি। এগুলির বিরুদ্ধেও কেউ কি কোনও কথা বলার অধিকার রাখে? তারা এমন মানুষদের উন্মাদ ও অজ্ঞ মনে করতে শুরু করে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু ব্যপক জ্ঞান ও পরিপূর্ণ বিধান সম্মিলিত ধর্ম আর এটি মানব জীবনের প্রতিটি অংশে হস্তক্ষেপ করে, এই কারণে আমাদেরকে এমন কথাও বলতে হয় যা এদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপন্থী। কিন্তু এই সব কথা শুনে তারা চমকে উঠে। ..... মোটকথা যে কথাগুলি তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী, সেগুলি তারা শোনাও বরদাস্ত করতে পারে না কিন্তু আমরা খোদার কৃপায় সেই সব কথাগুলি উপস্থাপন করেছি এবং এমন উপায়ে উপস্থাপন করেছি যে, তারা নতজানু হয়েছে এবং একথা স্বীকার করেছে যে, আমরা এখন জ্ঞানগতভাবেও বুঝে গিয়েছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সঠিক। কিন্তু এখনও আপনারা এদেশের রীতি রেওয়াজের মোকাবেলা করতে পারবেন না। জনৈক মহিলা লেকচার শুনে এসে বলল, 'আমাকে মোমেন বানিয়ে দিন, কিন্তু আমরা অস্বীকৃতি জানিয়ে বললাম, এখন বই-পুস্তক পড়ুন এবং বেশি করে চিন্তাভাবনা করুন। অনেকে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা পড়ে ইসলাম গ্রহণে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এমন মানুষদের একথাই বলা হয়ে আসছে যে, এখন গবেষণা করে দেখ। আমরা এমন ঈমান আনয়নকারী চাই যারা ব্যবহারিক অর্থেই ঈমান আনয়নকারী হবে, কেবল নামসর্বস্ব মোমেন, সত্যের সঙ্গে যাদের কোনও সংস্রব নেই, এমন মানুষ আমাদের প্রয়োজন নেই। প্রায় মানুষ আমাদের বাড়িতে আসত, আমাদের মজলিসে বসত, তাদেরকে কে নিয়ে আসত? খোদা তা'লাই তাদেরকে নিয়ে আসতেন। খোদা তা'লা এক আকর্ষণ তৈরী করে দিয়েছিলেন। ..... তাদের মন এমনভাবে প্রভাবিত হল যে তারা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে গেল। এমন মনে হত যে, এটা একটা রুদ্ধ দরজা ছিল যা খোদা তা'লা আমাদের সেখানে যাওয়ার পর ভেঙ্গে তুলে ফেলেছেন। তিনি এক ধারা সূচিত করেছেন যে মানুষ এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। তাই এগুলো যা কিছু হয়েছে সবই খোদা তা'লার কৃপায় হয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ এসেছে, আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছে এবং চিন্তাভাবনা করার প্রতি মনোযোগী হয়েছে। তারা সম্মান ও ভালবাসা সহকারে আমাদের যুবকদের কথা শুনেছে। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে হাজার হাজার এমন মানুষ আছে, তারা সমস্ত বিষয়েই আমাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

তারা আমাদের কথা শোনে এবং শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কেননা তারা জেনে গেছে যে, এই জাতি বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নতি করবে। এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়। বস্তুত খোদা তা'লা যে জগতের মনোযোগ আমাদের দিকে আকৃষ্ট করেছেন এবং তাদের হৃদয়কে চিন্তাভাবনার পথে পরিচালিত করেছেন, এটাই আমাদের সফলতার প্রথম ধাপ। একটা কলেজের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী এসেছিলেন। তারা প্রশ্ন করেন, এই সফরে আপনি কোন সফলতা অর্জন করেছেন? আমি তাদেরকে বলেছি, দেখুন, মনোযোগ সৃষ্টি করা মানুষের হাতে থাকে না, বরং কোনও বিষয়ের প্রতি মানুষের মনোযোগী হওয়া ঐশী ক্রীয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত। তাদের হৃদয় যদি সেই বিষয়ের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হওয়া যাতে কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কথা শোনে, তবে তা গ্রহণ করারও তৌফিক লাভ হবে। আমাদের ফটো দেখে, পত্রপত্রিকায় আমার প্রবন্ধ পাঠ করার কারণে লন্ডনে সকলের মধ্যে আমার পরিচিতি তৈরী হয়েছে। জামাতের এমন পরিচিতি তৈরী হয়েছে যে, এখন একজন বারো বছরের বালকও ইংল্যান্ডে তবলীগের জন্য যায়, তবে লোক তার কথা শুনবে এবং কেউ বলবে না যে এটা আবার কোন্ উন্মাদ। কেননা তারা জেনে গিয়েছে যে, এই জামাত সত্য, প্রজ্ঞা, বৈভব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই জামাত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা যেতেই পারে। খোদা তা'লা এই যে বিষয়টি তৈরী করেছেন তা কোন তুচ্ছ বিষয় নয়। আমার এই কথাগুলি শুনে তারা উভয়ে বলে উঠলেন- 'সত্যিই এটা এক বেনজির সফলতা।'

বস্তুত, এটা খোদা তা'লার কাজ এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর অধীনে সম্পন্ন হয়েছে। দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ-এমনকি একশ জন গ্রহণ করলে সেটাও সীমিত সংখ্যাই বলা যায়। কিন্তু এক লক্ষ বা এক কোটি মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এটা অনেক বড় সফলতা এবং উন্নতির লক্ষণ। নাম সর্বস্ব পঞ্চাশ জন মোমেন কেন, পঞ্চাশ কোটি তৈরী হলেও তা কোন্ উপকারে আসে?এখন খোদা তা'লা আমাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমার এই সফরও জেহলম সফরের ন্যায় খোদার কৃপা ও রহমতের মাধ্যমে হয়েছে এবং সফলতা লাভ হয়েছে খোদার কৃপায়। যেভাবে খোদা তা'লা হযরত মসীহ মউদ (আ.)-এর জেহলম সফরের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে সফরের উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সফলতা দান করেছিলেন, ঠিক তদ্রুপে এই সফরের উপকরণ তৈরী হয়েছে এবং পরিণামে খোদা তা'লা নতুন ধারার সূচনা করেছেন। -

(ইউরোপ সফর, পৃ:৪৮৯-৪৯১)

৪- ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বিভিন্ন ইলহাম, যেমন- 'আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সম্মানের সাথে তোমার সুখ্যাতি পৌঁছে দিব',

يَدْعُوْنَ لَكَ اَبْدَالُ الشَّامِ وَ عِبَادُ اللهِ مِنَ الْعَرَبِ

এবং লন্ডন শহরে শুভ্র পাখি ধরা ইত্যাদি গন্তব্যের পথ নির্ধারণ করে রেখেছিল, সেই পথে বিচরণের অপেক্ষা ছিল মাত্র। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) খিলাফতের সূচনাতেই সেই গন্তব্যের পথে পাড়ি দিয়েছেন।

৫- পঞ্চম কল্যাণ মকবুল দোয়ার তৌফিক লাভ

হুযুর (রা.) এই ইউরোপ সফরের পূর্বে সফরের সফলতা, কল্যাণ এবং শুভ পরিণামের জন্য দোয়া করেছেন এবং জামাতের সদস্যদের বারবার এ বিষয়ে আহ্বান করেছেন। এছাড়াও তিনি এই সফরের জন্য নিজে ইসতেখারা করেছেন এবং জামাতের কিছু সদস্যদেরকেও ইসতেখারা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সফর চলাকালীনও তিনি প্রতি মুহূর্তে এবং পদে পদে তাঁর সঙ্গী সাথীদেরও দোয়া করার জন্য হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, তিনটি দোয়া কবুল হয়, এদের কবুল হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এক- অত্যাচারীত ব্যক্তির দোয়া, দুই- মুসাফির বা সফরকারী ব্যক্তির দোয়া এবং তিন- সন্তানের জন্য পিতার দোয়া। এর পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা এই সফরে অসাধারণ ও প্রত্যাশার চায়তে বেশি সফলতা দান করেছিলেন, শুধু তাই নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যও সেই গৃহীত দোয়াগুলি জামাতের অসাধারণ উন্নতির প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে। যেমন হুযুর (রা.) জামাতের সদস্যদের দোয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,

"আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা অত্যন্ত সততার সাথেই করেছি। আপনাদের কাছে আমার আশা, আপনারা এই সফরকে সফল করার জন্য সর্বোতভাবে সাহায্য করবেন এবং দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য করবেন, যাতে খোদা তা'লা যাবতীয় অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখে এই সফরকে সফল করেন, যে কাজের উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি তা কোন সাধারণ কাজ নয়, বরং এটা এক মহান কাজ। আর খোদা তা'লার সাহায্য না থাকলে সফলতা লাভ হতে পারে না।..... যে কাজের কথা বলা হয়েছে সেটা এমন যে, এর পরিণাম তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এটা অবশ্যই যে, এই কাজ ছাড়া ফলও পাওয়া যাবে না। অতএব, যতক্ষণ দোয়া না করা হবে আমরা সফল হতে পারব না। তাই আমি বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই সময়ে বিশেষভাবে নিজেদেরকে দোয়ায় নিয়োজিত রাখুন, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে ইউরোপকে ইসলামের বাহুপাশে নিয়ে আসার তৌফিক দান করেন এবং সেই ইসলাম যা মহম্মদ (সা.) স্বয়ং নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমান বিশ্বে মানুষ একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে, সেই ইসলাম এখন প্রসার লাভ করতে পারে। ... অতএব, দোয়ার অনেক বেশি প্রয়োজন।"

(খুতবা জুমআ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)

কাদিয়ান থেকে যাত্রা শুরুর দিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজারে আসেন এবং ব্যাথিত চিত্তে দোয়া করেন। রওনা হওয়ার সময় জামাতের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ ও বিগলন সৃষ্টিকারী দোয়া পরিচালনা করেন। জাহাজ যখন মক্কা এবং জেদ্দা শরীফের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল, সেই সময় হুযুর দুই রাকাত বা-জামাত নামায পড়ান এবং অনেক বিগলন সৃষ্টিকারী দোয়া করেন। এরপর তিনি দামাস্কে দোয়া করেন যে, দামাস্ক সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ তা'লা দামাস্ক সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ করেন এবং অনেক সফলতা দান করেন। এরপর ভিক্টোরিয়া স্টেশনে কাফেলা সহ দোয়া করেন।

লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ও সফরকালে হুযুর ও তাঁর সফরসঙ্গীরা দোয়া করতে থাকেন। মুম্বই পৌঁছে হুযুর জামাতের নামে একটি টেলিগ্রাম বার্তায় দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করে লেখেন-

"আমি নিজের এবং আমার সফর সঙ্গীদের পক্ষ থেকে জামাতের সদস্যদেরকে আমাদের অভিযানের সফলতার জন্য দোয়ার করার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আমার বিশ্বাস, যে অসাধারণ সফলতা আমরা এই সফরে অর্জন করেছি, তা কেবল খোদার কৃপা ও অনুগ্রহেই লাভ হয়েছে। তিনিই প্রতি পদে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং আমাদের জন্য এমন সময়ে দরজা উন্মুক্ত করেছেন, যখন অন্য কোনও পথ চোখে পড়ছিল না। আমি সকল সদস্যদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন নিজ প্রভুর এই বিশেষ অনুগ্রহকে স্মরণে রাখে এবং নিজেদেরকে সেই সকল বড় বড় আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত রাখে যা এই পরিণাম অর্জনের জন্য আমাদের করতে হবে যা বিগত চার পাঁচ মাসের কাজের ফল হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে চলেছে। ..... আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের উপর স্বীয় কল্যাণ ও আশিসের ধারা বর্ষিত করুন।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৬২)

কাদিয়ানে পদার্পণের পর হুযুর (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

এর মাজারে একা দোয়া করতে আসেন। কিছুক্ষণ পর হুযুর তাঁর সফরসঙ্গীদের কাছে ডেকে নেন এবং পুনরায় সকলে মিলে দোয়া করেন। .... বেহেশতি মাকবারা থেকে কসবায় প্রবেশের সময় হুযুর বললেন- হাফিজ রোশন আলি সাহেব শহরে প্রবেশ করার দোয়া পাঠ করবেন আর অন্যরা উচ্চস্বরে সেটির পুনরাবৃত্তি করবে। এই নির্দেশ পেয়ে হাফিজ সাহেব দোয়ার শব্দগুলি উচ্চস্বরে পাঠ করছিলেন আর সকলে সমবেতস্বরে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছিল। দোয়াটি ছিল-

اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ-

আহমদীয়া চক পোঁছে হুযুর সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের দোয়া পাঠ করেন। সেই মুহূর্তের দৃশ্য হৃদয়ের মধ্যে এমন বিগলন সৃষ্টি করছিল আর হৃদয়কে আবিষ্ট করছিল যে হুযুর নিজেও বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন আর তাঁর চোখ দুটিতে অশ্রু উথলে পড়ছিল। দর্শকরাও আনন্দে অশ্রুপাত করছিল, কেউ আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সেই সময় অশ্রু সজল চোখে হুযুর (রা.) বললেন- 'দেখ, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর দোয়া কতটা সূক্ষ্ম ও পবিত্র যার দৃশ্য আমরা আজ অবলোকন করছি। এই স্থান আর এই ঘর থেকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেছিলেন, তখন তিনি একাকী ও নিঃসঙ্গ ছিলেন। কোন সাথী বা সাহায্যকারী কেউ ছিল না। সেই সময় চতুর্দিক থেকে রব উঠেছিল- এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ঠগ। (নাউযুবিল্লাহ) শত্রুরা বলছিল, আমরা একে কীটপতঙ্গের ন্যায় পিষে মারব। কিন্তু খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন।আজ সেই মোহে আবিষ্ট হয়েই এমন বিপুল সংখ্যক মানুষ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, তাঁরই কল্যাণে খোদা তা'লা আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে বিজয় দান করেছেন। এরই মাধ্যমে এবং এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই খোদা তা'লা আমাদের সম্মানিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই সম্মান তাঁরই। খোদা তা'লা আমাদেরকে সেই সকল পুরস্কারের উত্তরাধিকারী করেছেন যাঁর প্রতিশ্রুতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে করা হয়েছিল। প্রকৃত সত্যকে দৃষ্টিপটে রাখলে প্রকাশ পাবে যে, সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য, মহম্মদ (সা.)-এর জন্য এবং খোদা তা'লার জন্য।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৬৫-৪৬৬)

৬- ত্রিত্ববাদের দুর্গে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য খোদার ঘর 'ফজল মসজিদ'-এর গোড়াপত্তন

মসজিদের উদ্বোধন এবং এই অভূতপূর্ব ঘটনা থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

"এই অনুষ্ঠান ও অসাধারণ উদ্বোধনীতে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সারা বিশ্বে এক তুমুল আলোড়ন ও হইচই ফেলে দিয়েছেন এবং এদিকে সারা জগতের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন, এমন বেনজির অনুষ্ঠান ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এর ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নি। ইউরোপের প্রমুখ সংবাদ পত্রিকাগুলিও একথা স্বীকার করেছে যে, ইংল্যান্ডে এমন মর্যাদা সম্পন্ন দৃশ্য খৃষ্টধর্মের অনুষ্ঠানেও এর পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। এটা সেই সব মানুষের মুখের কথা যারা ইংল্যান্ডের খৃষ্টান। প্রথমত তারা ইংল্যান্ডের অধিবাসী এবং খৃষ্টান, শুধু তাই নয় কট্টর খৃষ্টান। অধিকন্তু এরা বিদ্বেষ পরায়ণ এবং জাতি বিদ্বেষের ক্ষেত্রে সমগ্র জগতের খৃষ্টানদের চায়তে এরা এগিয়ে। আর বিদ্বেষের কারণে কখনও কোনও বিস্ময়কর বিষয়কে অন্য কোন জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পছন্দ করে না। এসব কিছু সত্ত্বেও বিলেতের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রিকাগুলি একথা স্বীকার করেছে যে, এমন অসাধারণ অনুষ্ঠান কিম্বা সমাবেশ এর পূর্বে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় নি, যার প্রতি মানুষের এত বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। .....আর কেবল ইংল্যান্ডেই এর উদ্বোধনের বিষয়ে আলোচনার কথা নয়, বরং অন্যান্য দেশেও এবং অন্যান্য সকল ভাষাতেও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিছু কিছু পত্রিকা তিন দিন পর্যন্ত উদ্বোধনের সংবাদটি প্রকাশ করেছে। ইউরোপে পত্রপত্রিকার শক্তি এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এক-একটি সংবাদ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ার জন্য হাজার হাজার রুপী তারা ব্যয় করে। আর একবার প্রকাশিত হওয়ার পর পুনরায় তারা সেই সংবাদ প্রকাশ করে না। ..... কিন্তু মসজিদ উদ্বোধনের বিষয়ে টাইমস-এর ন্যায় খ্যাতনামা বিলেতের প্রতিটি পত্রিকাও এই সংবাদ পর পর তিন দিন ছেপেছে এবং এ বিষয়ে কোনও পরোয়া করে নি যে এই সংবাদটি এখন পুরোনো হয়ে গিয়েছে। কেননা তারা জানত যে, ইংল্যান্ডের প্রতিটি বাড়িতে মসজিদ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আর তুমুল আলোচনা হচ্ছে।"

(সোয়ানেহ ফজলে উমর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯০, ৯১)

হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব এই মসজিদের আশিস ও কল্যাণ সম্পর্কে লেখেন-

'খোদা তা'লার কৃপায় লন্ডনের ফজল মসজিদের অস্তিত্বলাভও তবলীগের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত হচ্ছে। যারা বিদেশ থেকে, যেমন ইউরোপের অন্যান্য দেশ, আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, দ্বীপসমূহ প্রভৃতি দেশ থেকে লন্ডন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসে, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ মসজিদ পরিদর্শনে চলে আসে। এদের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও থাকে আর বিদেশ ছাড়াও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরের মানুষ যখন লন্ডনে আসেন তাদের মধ্যে অনেকে মসজিদ দেখার জন্য আসেন। ভিন্নবাক্যে আমাদের মসজিদ এখন লন্ডনের দর্শনীয় স্থানগুলির মর্যাদা লাভ করেছে। এমনকি লন্ডনের গাইড বইয়েও পর্যটকদের যে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেখানেও আমাদের মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মসজিদের জনপ্রিয়তার কারণ সেই জলসা যা বিভিন্ন সময়ে মসজিদের মধ্যে অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজিত হয়ে থাকে, যেখানে লন্ডনের প্রত্যেক শ্রেণীর খ্যাতনাম ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং যাদের কথা লন্ডনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ..... লন্ডনের মসজিদ কেবল মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুই নয়, বরং মসজিদ নিজেই মূর্তিমান তবলীগ। যে ইসলামের শিক্ষাকে আমাদের মুবাল্লিগগণ কথার মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন, মসজিদ মূর্তিমান তবলীগ হয়ে সেই কথাগুলোই তুলে ধরে। তাই তবলীগের উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে লন্ডন মসজিদ অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। মসজিদ নিজেই একটা স্থায়ী মুবাল্লিগ আর এর অস্তিত্ব অত্যন্ত কল্যাণময়।"

(আল ফজল, ২৮ শে আগস্ট, ১৯৩৭)

একত্ববাদের এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ এবং মুসলমানদের তরবীয়তের মহান কাজের সমাধা হয়েছে, যা ইসলাম আহমদীয়াতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উম্মতের প্রবীণ বুজুর্গগণ এই মরকযের অসাধারণ ইসলামী সেবাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এর সেখানে অবস্থান করা ইসলামের সেবা এবং আহমদীয়াতের উন্নতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অতঃপর খিলাফতে খামিসার কল্যাণময় যুগে একত্ববাদের এই মরকযের মাধ্যমে বহুমুখী বিশ্বে একত্ববাদের যে বাণী ধ্বনিত হয়েছে এবং হচ্ছে তা এক ধারাবাহিক ও পৃথক বিবরণের দাবি রাখে। এগুলো সবই সেই প্রচেষ্টা ও দোয়ার ফসল যা ১৯২৪ সালে এই মসজিদের গোড়া পত্তনের সময় খোদার এক নৈকট্যভাজন বান্দা হযরত আল মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বিশেষ মুহূর্তে করেছিলেন-

"খোদা তা'লার নিকট আমি দোয়া করি, তিনি যেন আহমদীয়া জামাতের সমস্ত নারী ও পুরুষের

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

এই একনিষ্ঠ প্রয়াসকে গ্রহণ করেন এবং এই মসজিদ আবাদ হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেন। এবং চিরকালের জন্য এই মসজিদ পুণ্য, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রেমের চিন্তাধারার প্রসারকারীদের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। আর হযরত মহম্মদ খাতামান্নবীঈন (সা.) এবং নবীউল্লাহ্ ও মহম্মদ (সা.)-এর নায়েব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক দাসদেরকে এদেশে এবং অন্যান্য দেশে প্রসারিত হওয়ার জন্য এই স্থানটি আধ্যাত্মিক সূর্যের ভূমিকা পালন করে।"

(ইউরোপ সফর, পৃ: ৩৯১,৩৯২)

৭- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত এবং তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ

সিরিয়ার গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাত

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রা.) তাঁর ডায়েরীতে লেখেন- "মসজিদ আমুবিয়া থেকে হুযুর নিজের বাসায় ফিরে আসেন এবং মোটর গাড়ি করে সিরিয়ার গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান। তাঁর নাম সাবাহ বেগ। তিনি আরব বংশোদ্ভুত মুসলমান। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নামে তিনি পরিচিত। হুযুর তাঁর কাছে জামাতের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর কাছে একথারও উল্লেখ করেন যে, আমরা এখানে মুবাশ্বেরীন (সুসংবাদদাতা) পাঠাতে চাই। তাদের বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি নেই তো? কিম্বা আইনত কোন প্রতিবন্ধকতা আসবে না তো? আর যদি কোন বাধা না থাকে তবে আপনি কি আমাদের কোনও সাহায্য করতে পারবেন? কেবল নীতিগত সাহায্য।..... গভর্ণর হুযুরকে বলেন, আপনি অবশ্যই ইসলামের মুবাল্লিগীন ও মুবাশ্বেরীনদের এখানে প্রেরণ করুন, আমরা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব। আর লোকে যদি তাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করব ও সাহায্য করব।তবে যদি মানুষের শক্তি, দাপট এবং অরাজকতা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় , তাদেরকে দমন করা বা বাধা দেওয়া সম্ভব না হয়, তখন আপনাকে বলে দিব যে, আপনি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করুন, অন্যথায় আমি আপনাদের সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। ..... মোটকথা আল্লাহ্‌র কৃপায় গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাত অত্যন্ত সফল হয়েছিল। তাঁর কাছে তবলীগও হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য পথও খুলে যায়। ..... জুনিয়র গভর্নর সাহেব নিজেই হুযুরের কাছে বই-পুস্তক চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু বই-পুস্তক সঙ্গে ছিল না এবং মিশরের জন্যও তখনও প্রকাশিত হয় নি, কেবল 'ইসলামী নীতি-দর্শন' বইটির আরবী অনুবাদ সঙ্গে ছিল, সেই একটি বই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি 'তোহফা শাহযাদা ওয়েলস' -এর অবস্থা শুনে বেশ আমোদিত হন। কেননা, তিনি হযরত আকদসের কাছে 'তোহফা শাহযাদা ওয়েলস' রচনার ঘটনাবলী শুনেছিলেন, যার কারণে তাঁর মধ্যে এই বইটি অধ্যায়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিষন্ন হয়ে পড়েন যখন সৈয়্যদানা হযরত আকদস বললেন, সেই বইটি তো ইংরেজি ভাষায় রচিত। কিন্তু তিনি বলেন, বইটি তাঁকে তিনি অবশ্যই যেন পাঠান। আমি আমার মেয়েকে দিব, সে ইংরেজি জানে।' তাই 'তোহফা শাহযাদা ওয়েলস' বইটিও দেওয়া হয়। ..... মেয়েটিকেও আল্লাহ্ তা'লা একটি সুযোগ দান করেন। ..... জুনিয়র গভর্নরের নাম হাক্কা বেগ। তিনি মুবাশ্বেরীন পাঠানো এবং ইসলামের তবলীগের কাজ শুরু করার জন্য সাগ্রহে অনুমতি দান করেন এবং সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন। ... এছাড়াও হুযুর সেখানকার উচ্চপদস্থ ফ্রেঞ্চ অফিসারদের সঙ্গেও সাক্ষাত করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সাক্ষাতও অনেক সাফল্যমণ্ডিত হয়। .... মোটকথা এই এলাকাগুলিতে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল মাহদীর আগমণ অত্যন্ত সফল হয়েছে আর জামাতের তবলীগের পথ অত্যন্ত সুগম হয়ে যায়। জামাতের পরিচিতি, গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এক হাজার মুবাল্লিগ এলেও সেই জিনিস তৈরী হওয়া কঠিন ছিল যা হুযুরের আগমণে তৈরী হয়েছিল। যদিও এই সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য এর থেকে অনেক মহৎ, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, এটিও প্রধান কাণ্ডের বিকশিত শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত।

(ইউরোপ সফর, পৃ: ৭৪-৭৬)

দামাস্কেই আরেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সাথে হুযুর সাক্ষাত করেন এবং এর পরিণামে ঐশী কল্যাণরাজির কথা উল্লেখ করে ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী বলেন-

"দামাস্কের এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুযুরকে বলেন, একটি জামাতের সম্মানীয় নেতা হিসেবে আমরা আপনাকে সম্মান জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি এমনটি আশা করবেন না যে, এই এলাকায় কেউ আপনার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হবে। কেননা আমরা আরব বংশোদ্ভুত আর আরবী আমাদের মাতৃভাষা। কোন হিন্দুস্তানী, সে যত বড়ই পণ্ডিত হোক না কেন, আমাদের থেকে বেশি কুরআন ও হাদীসের অর্থ বোঝার যোগ্যতা রাখে না। হুযুর তার এই কথা কথা শুনে তা খণ্ডণ করেন এবং মৃদু হেসে বলেন, এমনিতে আমরা সারা বিশ্বেই মুবাল্লিগ প্রেরণ করেছি, কিন্তু এখন হিন্দুস্তান ফিরে গিয়ে আমার প্রথম কাজ হবে আপনার দেশে মুবাল্লিগ প্রেরণ করা এবং খোদার পতাকা বাহকদের সামনে আপনাদের কতটা বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারেন তা দেখা। তিনি এমনটিই করেন। বিলেত থেকে দেশে ফিরে দামাস্কে দারুত তবলীগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এবং মৌলানা জালালুদ্দীন সাহেব শামসকে প্রেরণ করেন।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩-৪৪৪)

হুযুর ইতালির প্রধানমন্ত্রী মুসোলীনির সঙ্গেও সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। মুসোলীনি হুযুরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করেন।

পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে হুযুর বলেন-

"১৯২৪ আমি যখন ইউরোপ যাই, তখন আমি রোমেও গিয়েছিলাম। সেখানে পোপকে লিখেছিলাম, 'আপনি খৃষ্টধর্মের যোদ্ধা আর আমি ইসলামের। আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিন, যাতে মুখোমুখি বসে খৃষ্টবাদ ও ইসলামের সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। এর উত্তরে পোপের সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে আমাকে চিঠি দিয়ে জানানো হল যে, পোপ অসুস্থ। তাই তিনি সাক্ষাত করতে পারবেন না। সেই সময়ই ইতালির এক পত্রিকার সম্পাদক, যিনি সোশালিস্ট ছিলেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। এটি এমন একটি পত্রিকা ছিল যার প্রতিদিন ১২টি সংস্করণ প্রকাশিত হত। .... তিনি আমাকে বললেন, আপনি এখানে প্রথম বার এসেছেন। এটা দারুন একটা সুযোগ, আপনি পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করুন। আমরা মুসলমান নেতার চিন্তাধারা শোনার সুযোগ পাব আর এর বিপরীতে খৃষ্টানদের নেতার চিন্তাধারাও শোনার সুযোগ হবে। আমি বললাম, আমি তো নিজেই সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাঁর সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে উত্তর এল যে, পোপ সাহেব অসুস্থ। তিনি বললেন, আপনি আরও একবার আমার খাতিরে তাঁকে চিঠি লিখুন। আমি বললাম, এর অর্থ তো এটাই দাঁড়াবে যে, তুমি আমাকে অপদস্ত করতে চাও। কেননা, তিনি তো সাক্ষাতের সুযোগ দিবেন না। সম্পাদক মহাশয় বললেন, আমার দৃষ্টিতে এতে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে, কমবে না। ... আমি তাঁর অনুরোধে পুনরায় চিঠি লখলাম। এই চিঠির উত্তরে তাঁর চিফ সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে এই মর্মে চিঠি পেলাম যে, পোপের প্রাসাদে এখন মেরামতের কাজ চলছে। তাই দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে,

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

তিনি সাক্ষাত করতে অপারগ। দুই-চার দিন পর পুনরায় সেই এডিটর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পোপের পক্ষ থেকে কি কোন উত্তর এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ এসেছে। তিনি উত্তর কি দিয়েছেন তা নিজেই পড়ে নিন। চিঠি পড়ে তিনি ভয়ানক রুষ্ট হলেন এবং বললেন, এবার আমি আমাদের পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ করব।..... পরের দিন পত্রিক ছেপে বেরোল, তাতে এক বিরাট প্রবন্ধে প্রকাশিত হল যে, সম্প্রতি মুসলমানদের এক বড় নেতা এখানে এসেছেন। তিনি পোপকে লেখেন, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের করতে চাই, আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের বিষয়ে পরস্পর আলোচনা হয়। আমাদের ধারণা এই সুযোগটা খুব সুন্দর ছিল, যদি সাক্ষাত হত তবে জানা যেত যে আমাদের নেতা নিজের ধর্ম সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল। কিন্তু পোপের চিফ সেক্রেটারী এর উত্তরে লিখেছেন- আজকাল প্রাসাদে মেরামতের কাজ চলছে। তাই সাক্ষাত সম্ভব নয়। এরপর তিনি কটাক্ষের সুরে লিখেছেন, আমাদের বিশ্বাস, পোপের প্রাসাদে কিয়ামত পর্যন্ত মেরামতের কাজই চলবে। ”

(খুতবা জুমআ, ২৩ শে আগস্ট, ১৯৫৭)

৮- ইসলাম আহমদীয়াতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম ‘আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব” ইউরোপ সফরের মাঝে সেই বরকত মণ্ডিত ঐশী ওহীর পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য আল্লাহ্ তা’লা সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমেও দেখিয়েছেন। দামাস্কে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের তবলীগ ও ইশাআতের কথা ‘তারিখে আহমদীয়াত’-এ এইরূপে বর্ণিত হয়েছে-

“দামাস্কে প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি সফলতা লাভ হয়েছে।.... পত্রপত্রিকাগুলি দীর্ঘ প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। দামাস্কের শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ এবিষয়ে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যে সমস্ত পত্রপত্রিকায় আমাদের মিশন সম্পর্কে সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, সেগুলি তৎক্ষণাৎ বিপুলহারে বিক্রি হয়ে যেত।”

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩)

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা

“হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) যেদিন ইউরোপ সফরের জন্য রওনা হয়েছিলেন, ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে সেইদিনই তাঁর আগমণের সংবাদ প্রকাশ পাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লন্ডনে পদার্পনের পর পত্রপত্রিকাগুলি এমন ব্যপকহারে তাঁর ছবি ও তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় একজন পক্ষপাতদুষ্ট রোমান ক্যাথলিক পত্রিকা একথা লিখতে বাধ্য হয় যে, সমস্ত ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম এক ষড়যন্ত্রের শিকার। আর অনেকে একথা অকপটে স্বীকার করে যে, সংবাদ মাধ্যম লন্ডনে আগমণকারী কোন বড় লর্ডকেও এমন গুরুত্ব ও খ্যাতি দেয় নি, যতটা তাঁর আগমণকে দিয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ছাড়া চলচিত্রের মাধ্যমেও হুযুর ও তাঁর সঙ্গীদের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এইরূপে খোদা তা’লা স্বয়ং ইংল্যান্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর খ্যাতির উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।”

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪৬)

হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী লেখেন-

“ফিরে আসার সময় হুযুর ফ্রান্সে যখন জাহাজ থেকে অবতরণ করেন, তখন তাঁর পেছনে পেছনে আরও একটি জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছয়। সেই জাহাজ থেকে দুই জন মহিলা এবং চারজন পুরুষ অবতরণ করেন। তাঁরা প্রসঙ্গ ক্রমে বলেন, আমরা আপনাকে সুইজারল্যান্ডে দেখেছি।” আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়? আমরা সোজা রেল পথে আসছি, মাঝে কোথাও নামি নি। তখন তারা বললেন, সেখানে একটা সিনেমা প্রদর্শনী হচ্ছিল যাতে ব্রাইটন-এর দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল, সেই দৃশ্যেই আমরা আপনাদেরকে দেখেছি। সুবহানাল্লাহ্, জানি না, এই ফিল্ম পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে পৌঁছে যাবে আর এইরূপে সৈয়্যদানা আহমদ (আ.)-এর নাম এবং তাঁর পুত্র এবং সঙ্গী দাসদের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করে প্রমাণ করবে যে, ‘আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব” - সত্যিকার অর্থেই মহান খোদার বাণী ছিল।

صدق الله وهواصدق الصادقين-”

(ইউরোপ সফর, পৃ: ৪২৩, ৪২৪)

অনুরূপভাবে আর এক দিনের ডায়রিতে হুযুর লেখেন-

“আলহামদো লিল্লাহ। আজ আমি বিভিন্ন ধরণের দশটি ইংরেজি পত্রিকার পার্সেল তৈরী করে দিয়েছি, যেগুলিতে কোনও না কোনও ভাবে জামাত এবং হযরত আকদস-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো পড়ে তারপর ছাপাতে অনেক সময় এবং অনেক মোটা বইয়ের প্রয়োজন হবে। এই ঐশী সমর্থনগুলি হযরত আকদস (আ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আর তাঁর আগমণের উপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যথায় এমন ইশতেহার ও ঘোষণা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও সম্ভব ছিল না।”

(ইউরোপ সফর, পৃ: ২০৪)

অনুরূপভাবে আরও এক স্থানে তিনি লেখেন- “পত্রপত্রিকাগুলিও লিখছে, অনেক প্রশংসামূলক কথা তারা বলেছে। পক্ষপাতদুষ্ট এই সব খৃষ্টান পত্রিকায় ইসলামের প্রশংসায় একটি বাক্য প্রকাশিত হওয়াও অনেক বড় বিষয়। যার অর্থ, তারা নিশ্চয় সত্যের দীপ্তিতে বাধ্য হয়ে নিজেদের চিন্তাধারা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কোনও ধর্মের প্রশংসা করেছে এবং তার সামনে নতজানু হয়েছে। অন্যথায় কোন্ ধর্ম নিজের ধর্মের বিপরীতে অন্য কোনও ধর্মের প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করতে পারে? ” وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ-“

দীর্ঘ ইউরোপ সফরে সফলতা ও বিজয়ের কীর্তি স্থাপনের পর হুযুর (রা.) ১৯২৪ সালের ২৪ শে নভেম্বর তারিখে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে অবতরণ করেন। এইরূপে তাঁর এই আশিসমণ্ডিত ঐতিহাসিক সফর সুসম্পন্ন হয় যা ১৯২৪ সালের ১২ই জুলাই আরম্ভ হয়েছিল।

আজ সেই আশিমণ্ডিত সফরের শতবছর পূর্ণ হওয়ার পর আমরা দেখতে পাই ইউরোপে লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতের অনুরাগী হয়েছে, শত সহস্র সক্রিয় ও সুসংগঠিত জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মসজিদ, মিশন হাউস এবং জামেয়া স্থাপিত হয়েছে, হাজার হাজার মুবাল্লিগ ও মুরুব্বীদের মাধ্যমে দিনরাত্রি ইসলাম আহমদীয়াতের তবলীগী তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কোটি কোটি সংখ্যায় বই-পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, এম.টি.এ স্থাপনার মাধ্যমে দিনরাত্রি নিরবিচ্ছিন্নভাবে একত্ববাদের জয়ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে, সর্বোপরি ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রভূমিতে আহমদীয়াতের মরকয প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই মরকয থেকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিশ্বজনীন আহমদীয়া জামাতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ইউরোপের মহান ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিতে খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে শান্তি, ভালবাসা ও বিশ্বজনীন-ভ্রাতৃত্বের বাণী নন্দিত হয়েছে, ইউরোপের রাষ্ট্রনেতাদের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। অগভীর দৃষ্টিতে দেখলেও আমরা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারি যে, এগুলো সবই হল সেই ইউরোপ সফরের প্রত্যক্ষ আশিস ও কল্যাণ, এবং ইসলাম-আহমদীয়াতের বাগ্ময় প্রমাণ।

****

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা’লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)**

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা’লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)**

ইংল্যান্ডে আধ্যাত্মিক বিজয়ের ভিত রচিত হয়েছে

লন্ডন থেকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর চতুর্থ পত্র (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)

ব্রাদ্রানে জামাত আহমদীয়া!
আসসালামো আলাইকুম

আল হামদোলিল্লাহ্ কাজ ভাল হচ্ছে। তবলীগের কাজ খুব সুন্দর চলছে। কেননা, যদিও আমাদের আসল কাজ ভিন্ন, কিন্তু যেটুকু অবসর সময় পাওয়া যায়, তাতে তবলীগের দিকেও মনোযোগ দেওয়া হয়। বন্ধুরা সব নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত আছে আর অনেক সময় তারা বাইরে ঘুরতে যাওয়ারও সুযোগ পায় না। আমারও সেই একই দশা; রাত ২ টা পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়, তবু মনের মধ্যে আনন্দ ও শান্তি আছে যে, মৃত্যু এলেও তা খোদার পথে হবে। প্রিয় বন্ধুগণ! সেই জীবনের মূল্য কি যা নিজের শরীর পুষে রাখতে ব্যয় হয়? এ জগতে কেউ থাকবে না, কেউ আগে মারা গেছে, কেউ পরে- ব্যাপারটা ঠিক একই। তবে কেন আমরা সেই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী হব ন যা শ্বাশ্বত? যদি সেই বিষয়ের জন্য আমি সত্যিকার তৌফিক লাভ করতাম!

ডাক্তারী পরামর্শ

আমার সম্মানীয় ডাক্তার মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমাকে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে পরামর্শ দান করেছেন যে, আমি যেন শারীরিক দুর্বলতা দূর করার জন্য কিছুটা বেশী ঘুমাই। কিন্তু তিনি কি জানেন, এখানে রাত দুটোয় ঘুমানোর সুযোগ পাওয়া যায়। সম্ভবত আগামীতে কাজ আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। কেননা, ইনশাআল্লাহ্, এখন বিভিন্ন লেকচার এবং সাক্ষাতের ধারা শুরু হতে যাচ্ছে। আর যেহেতু আমাকে উর্দুতে প্রবন্ধ রচনা করতে হয় যাতে এর ইংরিজ অনুবাদ করা যায়, এর জন্য অনেক বেশি সময় লাগে। দুই ঘন্টায় যতটা প্রবন্ধ পড়া যায়, ততটুকু লিখতে ছয় সাত দিন সময় লাগে। এই অসুবিধার কারণে কাজ অনেক বেড়ে গেছে।

লেকচারের অনুষ্ঠান

ইনশাআল্লাহ্ তিন দিন পর স্মীথ নামক বন্দরে আমার লেকচার 'পায়ামে আসমানী' পরিবেশিত হবে। এরপর পর পঞ্চম দিনে লন্ডনে ১৯ তারিখে 'মৃত্যু পরবর্তী জীবন' বিষয় বস্তুর উপর লেকচার হবে। ২৩ তারিখে সেই সম্মেলনে বক্তব্য হবে যেটা আমাকে এখানে আসতে অনুপ্রাণিত করেছে, যদিও এটাই এখানে আসার একমাত্র কারণ নয়। ২৬ তারিখে হিন্দুস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এক রাজনৈতিক সংগঠনের আবেদনে একটি বক্তব্য রাখা হয়েছে। এরপর ২৯ তারিখে যুবকদের এক সংগঠনে রসুল করীম (সা.)-এর জীবনীর বিষয়ে একটা বক্তব্য রাখা হবে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

সদস্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা

আমার বাসনা, কাজকে আরও ব্যাপকতা দিতে বিভিন্ন সদস্যকে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দিই। এর ফলে নিঃসন্দেহে খরচ কিছুটা বেড়ে যাবে, কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ কাজ অনেক ব্যাপকতা লাভ করবে এবং বাণী অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

শত্রুদের হাসি-বিদ্রুপ

যদিও শত্রুরা হাসি-বিদ্রুপ করবে, উপহাস করবে, কিন্তু আমি তাদের হাসি ঠাট্টাকে পরোয়া না করে একথা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না যে, খোদা তা'লার কৃপায় ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক জয়যাত্রার ধারা সূচিত হয়েছে। যেহেতু ইংল্যান্ডের একশ বা ততধিক পত্রিকা জামাতের সম্পর্কে প্রশংসা সূচক কথা প্রকাশ করেছে, তাই এর থেকে জানা গেল যে, ইংল্যান্ড মুসলমান হয়ে গিয়েছে, খাজা সাহেবের ন্যায় আমি এতটকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। বরং যা কিছু আমি বলি তা এক আধ্যাত্মিক বিষয়, যা কেবল সেই ব্যক্তিই দেখতে পায় যার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি রয়েছে।

ইংল্যান্ড সম্পর্কে স্বপ্ন এবং তা পূর্ণতা প্রাপ্তি

আপনারা জানেন, যে বাদশাহর হাতে সমগ্র বিশ্বের লাগাম রয়েছে, তিনি আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে বলেছিলেন ,'আমি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছি আর একজন বিজয়ী সেনাপতির মত সেখানে প্রবেশ করেছি।সেই সময় আমার নাম রাখা হয় বিজয়ী উইলিয়াম রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় আমি যখন অসুস্থ হলাম আর অসুস্থতা বাড়তে থাকল, তখন আমার সব থেকে বেশি ভয় এটাই হচ্ছিল, পাছে আমার কর্মের ত্রুটির কারণে এমন উপকরণ তৈরী না হয় যে, খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অন্য কোনও রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায় আর আমি ইংল্যান্ডে পৌঁছতেই না পারি। আর এই ভীতির কারণ এটাই ছিল যে, এই স্বপ্নের কারণে আমার বিশ্বাস ছিল, ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক বিজয় কেবল আমার ইংল্যান্ড যাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছি আর এখন আমার মতে ইংল্যাণ্ড বিজয়ের ভিত রচিত হয়েছে। উর্ধ্বলোকে এই বিজয়ের ভিত রেখে দেওয়া হয়েছে আর যথাসময়ে ধরাপৃষ্ঠেও তার ঘোষণা দেওয়া হবে।

শত্রুরা বিদ্রুপ করে বলবে, এমন প্রমাণহীন দাবী যে কেউ করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে ঠাট্টা করতে দাও। কেননা তারা অন্ধ; সত্যকে তারা দেখতে পায় না। আথম সম্পর্কে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে ভিন্নভাবে পূর্ণ হয়, তখন সারা হিন্দুস্তানে এই নিয়ে অনেক হাসি-বিদ্রুপ করা হয়েছিল। সেই সময় বাহাওয়ালপুরের নবাবের কাছেও একথার উল্লেখ করা হয়েছিল আর তিনিও এটা ভুল হওয়ার সমর্থনে নিজের মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর পীর চাড়ওয়াঁর খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব (রাহে.) সেই সময় দরবারে উপস্থিত ছিলেন। একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, সে ভুল বলে। আথম মারা গেছে। আমি তাকে মৃত হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। আর জগতের কীটরা তাকে জীবিত হিসেবে দেখছে।

ইংল্যান্ড বিজয় হওয়ার শর্ত পূর্ণ হল

আমিও বলছি, ইংল্যান্ড জয় সম্পন্ন হয়েছে'। খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই বিজয়ের জন্য উর্ধ্বলোকে শর্ত হিসেবে আমার ইংল্যান্ড আগমণ নির্ধারিত হয়েছিল। খোদার কৃপায় আমি ইংল্যান্ড এসে গিয়েছি। এখন ইনশাআল্লাহ্ এই কার্যক্রমের সূচনা হবে। ইনশাআল্লাহ্ অন্যরাও যথাসময়ে দেখতে পাবে , যা কিছু আমি লিখেছিলাম তা সত্য। নির্বোধরা জানে না যে, কতিপয় বিষয়ের সম্পর্ক কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে হয়ে থাকে। আর ইংল্যান্ডে ইসলামের উন্নতির বিষয়টি খোদা তা'লার নিয়তিতে আমার ইল্যান্ড আগমণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

মসীহ মওউদকে যে স্বপ্নটি দেখানো হয়েছিল, সেখানেও একথা বলা হয়েছিল যে, তাঁর বিলেত যাত্রার পর এই জয়যাত্রার সূচনা হবে। আর আমাকেও এটাই দেখানো হয়েছে। আর যেহেতু নবীগণের খলীফা তাঁদেরই সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়, এই কারণে এই দুই স্বপ্নের অর্থ একটাই ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর স্বপ্ন বলতে তাঁর উত্তরাধিকারীর ইংল্যান্ড গমনকে বোঝনো হয়েছিল আর আমার স্বপ্নের মাধ্যমেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিলেত যাত্রাকেই বোঝানো হয়েছিল। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছেন, তখন ইনশাআল্লাহ্এই বিজয়ের দ্বারও উন্মুক্ত হবে যা চিরকাল নির্ধারিত আছে।

খোদা তা'লার রীতি অনুসারে যখন কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময় হয়, তখন সে বিষয়ের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। আর আমি মনে করি , আমি ইংল্যান্ড আসার যে স্বপ্ন দেখেছি, তার অর্থ এটাই ছিল যে, মসীহ মওউদ এর 'ইজালা আওহাম' এ বর্ণিত স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে।

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَرَانَا مَا وَعَدَنَا
عَلٰی لِسَانِ الْمَسِیْحِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের আপত্তি এবং তার উত্তর

মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীদের আপত্তি আছে যে, এই সফরে এত বেশি খরচ কেন করা হয়েছে? আর সম্ভবত এই কারণেই আপত্তি করা হয়েছে

যে, তাদের ধারণা, আমি নিজের ভ্রমণ পিপাসা চরিতার্থ করতে এই সফর করেছি। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, একথা সঠিক নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এখন এ বিষয়টি কঠিন। অন্যথায় আমি তাদেরকে বলতাম, আমার সঙ্গে আমার খরচে আসুন, আর আমার জীবনযাপনকে কাছ থেকে নিরীক্ষণ করুন। আর এরপর মোমেন সুলভ বিশ্লেষণের পর আমার সম্পর্কে মতামত দিন। তিনি সঙ্গে থাকলে জানতে পারতেন যে, অ-আহমদীরা আর ইংল্যান্ডে ওয়াকিবহাল মহলের লোকেরাও আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন যে, এত বেশি কাজ করা ঠিক না। স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। আজ লন্ডন পৌঁছনো কুড়ি দিন হয়ে গেল। আর আমার কাছে লন্ডন এখনও তেমন যেমনটি ছিল আমি হিন্দুস্তানে থাকাকালীন। আমি এই শহরের অট্টালিকা ও প্রাসাদ সম্পর্কেও কোনও খোঁজ খবর রাখি না, আর এর বিস্ময়কর স্থাপত্য সম্পর্কেও কিছু জানি না। যা কিছু এখানকার সম্পর্কে জানি সেটা হল এখানকার মানুষ যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। কিম্বা কিছু কিছু দৃশ্য যেগুলি বাইরে যাতায়অতের সময় চোখে পড়ে যায়। আর আমি আশা করি, মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব ঘোর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সত্ত্বেও এমনটি নিশ্চয় আশা করবেন না যে, আমরা তিন-চার দিন পর যদি কখনও ঘোরাঘুরি করতে বের হই বা জুমআর নামাযের জন্য পাটনীর বাংলোর দিকে যাই, তখন চোখ বন্ধ করে হাঁটা উচিত, পাছে আমাদের সফর বিনোদনের সফরে পরিণত হয়।

যাইহোক আমি তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, আমরা যদি এই সফরে আমরা কোনও কাজ না করতাম, আর কেবল ঘোরাঘুরিই করতাম, তবুও এই সফর নিয়ে আপত্তির কিছু থাকত না, কেননা এটি ছিল দুটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার নিমিত্তে সফর। এক আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা দামাস্ক সম্পর্কে ছিল। আর একটি ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা ইংল্যান্ড সম্পর্কে ছিল। তাই আমরা যদি নিজের অর্থে, মৌলবী সাহেবের কাছে কোন অর্থ না চেয়ে কিম্বা অ-আহমদীদের কাছে কিছু না চেয়ে (তারা যেহেতু মৌলবী সাহেবকে চাঁদা দেয়, তাই তাদের কাছে চাইলে সেটা মৌলবী সাহেবের অর্থ ভান্ডারকেই প্রভাবিত করত) কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের তাগিদে এই সফর করে থাকি, তবে এতে তাঁর কি আপত্তি থাকতে পারে?

আমি মনে করি, মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব যেভাবে আগ বাড়িয়ে আমার বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধি হারিয়ে বসেন, তেমনটা তিনি অন্যদের জন্যও ধারণা করেন। আমি ইংল্যান্ড আসার পরিকল্পনা করি নি, যতক্ষণ পর্যন্ত ৯০ শতাংশ জামাত আমাকে এখানে আসার পরামর্শ দিয়েছে। তাই এই সফর যদি অবৈধ ছিল, এই অভিযোগ জামাতগুলির বিরুদ্ধে করা উচিত, আমার বিরুদ্ধে নয়। তিনি একথা তো বলতে পারেন যে, দেখ, কেমন নির্বোধ! লোকেরা অজ্ঞানতা বশত তাকে পরামর্শ দিল আর অমনি ঘর থেকে যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি একথা বলতে পারতেন না যে, তাকে কেউ বাধা দিল না কেন? মৌলবী সাহেব কি মনে করেন, তাঁর লেখনীতে এমন আকর্ষনীয় প্রভাব আছে যা সম্মোহনী শক্তির ন্যায় সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে নিজের মত পরিচালিত করে?

যারা মাত্র এক মাস পূর্বে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, আমি যেন অবশ্যই ইংল্যাণ্ড যাই আর কোনও কষ্টের কথা চিন্তা না করি। তারা কি এক মাস পর একথা বলতে পারে যে, আমি জাতির অর্থ কেন তছনছ করে কেন ইংল্যান্ড গেলাম? আর তারা কি আমার উপর জনগণের অর্থ অপচয় করার অপবাদ আরোপ করতে পারে, যারা জানে যে, আমি নিজের জন্য কোন টাকাকড়ি নিই নি? যারা কিনা পত্রের মাধ্যমে আমাকে এই মর্মে পীড়াপীড়ি করছিল যে, আমি যেন জামাতের অর্থ-ভাণ্ডার থেকেই নিজের ব্যায় নির্বাহ করি! আমি মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেবকে আশ্বস্ত করতে চাই, আহমদী জামাত আর যাইহোক, এতটা নির্বোধ নয় যে,এমন উন্মাদনাপূর্ণ কথাবার্তা বলতে শুরু করবে।

খোদা ছাড়া কাউকে পরোয়া করি না

কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই যে, যদি তাঁর লেখনী জনমানসে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় তবে কি হবে? এটাই হবে যে, মানুষ আমার বয়আত ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। তাই আমি এ বিষয়ে পুনরায় বলতে চাই, আমি মানুষের বুভুক্ষ নই। আমি বুভুক্ষ আমার 'রব' এর কৃপা দৃষ্টির। হে নির্বোধ মৌলবী! তুমি আমাকে নিজের মত মনে করো না। আহমদী জামাত কি? মুষ্টিমেয় মানুষের একটা দল মাত্র। যদি সমগ্র জগত আমার সঙ্গে থাকার পর তারা আমাকে ত্যাগ করে, তবে আমি আমার খোদার উপর বিশ্বাস রাখি , তিনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। আর যখন খোদা তা'লা আমার সাথে আছেন, তবে মানুষের আসা কিম্বা যাওয়ায় কিসের পরোয়া? যে ব্যক্তি আমার বয়আত করে, তাতে সে নিজের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে; আমার উপর সে কোনও অনুগ্রহ করে না। যে ব্যক্তি আমাকে কোন উপহার দেয়, সে আমার উপর কোন অনুগ্রহ করে না, বরং এর মাধ্যমে খোদা তা'লা তার উপর অনুগ্রহ করেন। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে একথা বলতে পারে যে, আমি তার কাছে কখনও কিছু চেয়েছি। ব্যতিক্রম হিসেবে এতটুকুই বলা যায় যে, আমি হয়তো কখনও কারো কাছে কোন অর্থ ধার নিয়েছি। কেউ এমন আছে যে আমার উপর অসাধুতার অপবাদ আরোপ করতে পারে? কেউ কি আমার কোনও বিশ্বাসভঙ্গের কথা প্রমাণ করতে পারে? কেউ আমাকে লোভী কিম্বা অর্থলোলুপ হিসেবে কোনও অভিযোগ করতে পারে? ধরাপৃষ্ঠে যদি এমন কোন ব্যক্তি থেকে থাকে, তবে দোহাই তাকে সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ রক্ষিত আছে, সে যেন চুপ করে বসে না থাকে; সে যেন আমাকে জগতের দৃষ্টিতে অপদস্ত করে। আমি যদি আহমদীয়াতের অস্বীকারকারী হই, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারী হই, লোভ-লীপ্সার ব্যধিতে আক্রান্ত হই, তবে সেই ব্যক্তি খোদা ও তাঁর ধর্মের শত্রু, যে আমাকে সাহায্য করে এবং আমার রহস্যাবলী গোপন করে। যত দ্রুত সে নিজের সংশোধন করবে, তার আধ্যাত্মিকতার জন্য ততই মঙ্গলজনক হবে।

জামাতের সম্পদের আমানত রক্ষক

জীবনের কোন ভরসা নেই, প্রত্যেকেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। অতএব, আমি ঘোষণা করছি যে, আমার মাঝে যদি কোনও দোষত্রুটি থেকেও থাকে, আমি জামাতের সম্পদ ও আসবাবপত্রের সেইভাবে আমানত রক্ষক থেকেছি যার অধিক আমার জন্য সম্ভব ছিল না। কিছু শুভাকাঙ্খী আমাকে হাদিয়া হিসেবে অর্থকড়ি পাঠিয়ে থাকেন, আমার নামে মানি অর্ডার পাঠান; তারা মনে করেন, যখন তাঁর নামে টাকা পাঠিয়েছি তখন কিছু লেখার কি প্রয়োজন? আমি সেই টাকাও কখনও গ্রহণ করি না। আমার নামে মানি অর্ডার মুহাসিব দপ্তরে জমা হয়ে থাকে আর সেখানে রেজিস্টারে তোলার পর আমার কাছে আসে। তাই আমার অবস্থা কারো কাছে গোপন নেই। সেই রেজিস্টার আর সেই কুপন এ বিষয়ের সাক্ষী যে, এমন টাকাও জামাতের খাজানায় জমা পড়ে, আমি সেগুলিতে হাত দিই না। প্রয়োজনের সময় আমি অবশ্যই জামাতের খাজানা থেকে ঋণ নিই এবং সামর্থ্য অনুসারে তা পরিশোধ করে দিই।

একথা আমি স্বীকার করছি আর এটিকে বৈধ বলে মনে করি। বহুবার আমি একথা প্রকাশ করেছি। এছাড়া জামাতের টাকাকড়ির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ধনী ব্যক্তি নই। অনেক সময় আমার অসুস্থতায় ওষুধাদি এবং জরুরী পোশাক আশাক এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য টাকা থাকে না। তখন আমি নিজের প্রাণের উপর কষ্ট সহ্য করে নিই। কিন্তু নিজের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

অবস্থা এমন তৈরী করি না যাতে মানুষ জেনে যাক আমার কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে। কেননা আমি মনে করি, এটাও যাচনা করার একটা পন্থা। এমন অবস্থা সত্ত্বেও কেউ যদি আমার প্রতি সেই সব অপবাদ আরোপ করে যেগুলি থেকে আমি ততটাই দূরে, যতটা আলো অন্ধকার থেকে, তবে আমি আপন খোদার প্রতি মনোনিবেশ করছি আর তাঁর সমীপে নিবেদন করছি – 'হে খোদা! হে আমার খোদা! আমি তোমার এক দুর্বল বান্দা। আমি নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করছি, নিজের পাপের ক্ষমালাভের আশায় তাদের জুলুম অত্যাচার ক্ষমা করছি। তুমি তাদের দোষত্রুটিও ক্ষমা কর এবং আমার অন্তরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দাও, কেননা আত্মা তো আনন্দিত, কিন্তু দেহ কষ্ট অনুভব করে।

মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ্ সাহেবের শাহাদত বরণ

মৌলবী মহম্মদ্ আলী সাহেব এবং তাঁর সঙ্গী সাথিরা আজ পর্যন্ত আমার সফর নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ আপত্তি করেছে, সেগুলোর উত্তরে আমি শেষ কথাটি বলে দিয়ে সেই বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা কাবুলে ঘটেছে। মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের শাহাদত কোন সাধারণ বিষয় নয়। কেননা আফগানিস্তানের প্রথম ঘটনাটি যদি অজ্ঞতার কারণে হয়েছিল, তবে এই ঘটনাটি ঘটেছে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে। বর্তমানে আফগানিস্তান সরকার আমাদের নীতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল আছে আর তাদের এই কাজ অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু মুসলমান জাতিকে যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং জগতের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কারণে আমাদের চিন্তাধারাকে বিদ্বেষ ও নৈরাজ্যের বিপরীতে মীমাংসা এবং শান্তি অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত।

পাপীর প্রতি করুণা এবং পাপকে ঘৃণা

আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের উচিত পাপীর প্রতি দয়া করা আর পাপকে ঘৃণা করা। পাপ দূর করুন আর পাপীকে রক্ষা করুন। অতএব, আফগানিস্তান সরকার এবং তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে আমাদের মনে বিদ্বেষ লালন করা উচিত নয়। বরং তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে হেদায়াত দান করেন। নিঃসন্দেহে এই কাজ কঠিন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন, ধৈর্য ধারণ কঠিন কাজ। যে কাজের জন্য মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ্ সাহেব নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর আমাদের সেই সব মানুষের স্মৃতিকে সতেজ রাখা উচিত যাতে আমাদের সকল সদস্যদের মাঝে আত্মত্যাগের স্পৃহা তৈরী হয়।

শহীদদের নামফলক

আমার মতে, জামাতের যতজন শহীদ হয়েছেন, তাদের নাম একটি ফলকে লেখানো হোক আর সেই ফলকটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজারের শিরোভাগে লাগানো হোক, যাতে তাঁরা প্রত্যেকের দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকেন, তাঁদের নামের উপর প্রত্যেকের দৃষ্টি পড়ে। আপাতত সেই ফলকে মৌলবী শাহযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব এবং মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের নাম লেখা হোক। ভবিষ্যতে যদি কেউ এই উচ্চ মর্যাদা লাভ করে তবে তার নামও সেই ফলকে লেখা হবে।

তাজকেরাতুশ শোহাদা

অনুরূপভাবে একটি পুস্তক প্রস্তুত করা হোক যাতে তারিখ অনুসারে সমস্ত শহীদদের ঘটনাবলী সংরক্ষিত হতে থাকবে, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের কীর্তি সম্পর্কে অবগত থাকে আর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করে।

আফগানিস্তানে তবলীগের প্রসঙ্গ

অনুরূপভাবে আমাদের আফগানিস্তানে ইসলামের তবগলীগের প্রশ্নে বিশেষ ভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। সেখানে প্রকাশ্য তবলীগের পথ তো প্রথম থেকেই বন্ধ আছে। কিন্তু আমাদের এই দেশটি একদিনের জন্যও ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের নিষ্ঠাবান সদস্যদের উচিত নিজেদের এলাকায় গিয়ে সেখান থেকে প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন পরিবারের যুবকদের হিন্দুস্তানে নিয়ে আসা এবং কাদিয়ানে তাদেরকে কিছু দিন রেখে জামাত সম্পর্কে অবগত করা এবং পর ছয়-সাত মাস পর তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া।

****

জাহাজ থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহর পক্ষ থেকে জামাতের নামে বার্তা

১৬ই তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানীর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মৌলানা শের আলী সাহেবের (রা.)-এর কাছে নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম বার্তা পৌছায়।

"সকল আহমদী ভাই ও বোনদেরকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দিন যে, আমি আজ জাহাজে আরোহন করেছি। আমার হৃদয় বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত। যখন থেকে সফর শুরু হয়েছে আমি আপনাদের জন্য আগের চায়তে বেশি দোয়া করছি। আমি সকল ভাই-বোনদের মধ্যে এমন নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসা ও আত্মবিলীনতার আবেগ লক্ষ্য করেছি যার সম্পর্কে আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না।হে আমার জামাতের সদস্যগণ! আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন এবং তাঁর উপর দৃঢ় ঈমান নিয়ে অবিচল থাকুন এবং তাঁকে সত্যিকার ভালবাসুন এবং তাঁর পথে বিলীন হয়ে যান। তাঁর রসুলগণের সম্মান ও আনুগত্য করুন।

ভ্রাতাগণ! একথা ভুলে যেও না যে, তোমরা চতুর্দিক থেকে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। চিন্তা করে দেখ, খোদা তা'লাও যদি তোমাদের ত্যাগ করেন তবে তোমাদের পরিণতি কেমন অপ্রীতিকর হবে। তাই যতদূর সম্ভব খোদার নৈকট্যলাভের চেষ্টা কর আর সত্যিকার আহমদী হলে তবেই এই উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। নিজেদের দোয়াগুলিকে স্থায়িত্ব দাও। আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাক আর নিজেদের সকল কর্মকাণ্ডে উচ্চমানের সততা অবলম্বন কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজ ভাইদের ভালবাস। ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে নিয়ে যাও। আমি তোমাদের জন্য দোয়া ও আবেদন করছি যে, তোমরা সেই লক্ষ্যে সফলতার জন্য দোয়া কর, যে লক্ষ্য নিয়ে আমি যাচ্ছি।

তোমরা এটা জান না, বরং ধারণাও করতে পারবে না যে, আমি তোমাদেরকে কতটা ভালবাসি, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার জন্য কতটা বেদনাদায়ক ছিল আর তোমাদের ফেলে আসা আমার জন্য কত বড় আঘাত ছিল। কিন্তু এই বিচ্ছেদ কেবল দৈহিক। আমার আত্মা সব সময় তোমাদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে। জীবনে-মরনে আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, তোমাদের সমৃদ্ধিই আমি কামনা করি আর তোমাদেরকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই আমার একমাত্র বাসনা। আমি জানি, তোমাদের মধ্য থেকে অনেকে এখন পরিতাপ করছে যে, কেন তারা আমাকে ইউরোপ যাওয়ার পরামর্শ দিল। কেননা তাদেরকে এখন বিরহ বেদনা সইতে হচ্ছে। কিন্তু এই বর্তমান দুঃখ-বেদনা ভুলে বৃহত্তর কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। এস, আমরা খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে সফলতার পথে পরিচালিত করেন। অতএব, হে আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! তোমরা যেখানে থাক আর যে অবস্থাতেই থাক না কেন, খোদার আশিস তোমাদের উপর বর্ষিত হোক, খোদা তোমাদের সহায় হোক।

আশা করি এই বার্তা দুঃখ-ভারাক্রান্ত ব্যকুল হৃদয়সমূহের জন্য কিছুটা প্রশান্তির কারণ হবে আর বন্ধুরা জানতে পারবে যে, তারাই কেবল হুযুরেই বিরহে ব্যকুল নয়, বরং হুযুর আমাদের থেকে বেশি ব্যকুল হয়ে আছেন। কিন্তু যেহেতু এসব কিছু খোদার জন্য, তাই এই কষ্টেও এক আনন্দ আছে, এই বিরহেও এক প্রশান্তি আছে।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ১৮ই জুলাই, ১৯২৪)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয়আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

ফজল মসজিদ এর গোড়াপত্তন

মূল: মনসুর আহমদ মসরূর, এডিটর বদর (উর্দু)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯২০ সালের ৬ই জানুয়ারী রোজ সোমবার জামাতের সদস্যদের নামে এক বার্তা লেখেন। উক্ত বার্তায় তিনি লন্ডনে একটি মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করার পর এর জন্য ত্রিশ হাজার টাকা একত্রিত করার আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে কেবল কাদিয়ানের জামাত বারো হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিল। এটা দেখার পর যে, এভাবে তো গুরদাসপুর, অমৃতসর এবং লাহোর থেকেই ত্রিশ হাজার টাকা একত্রিত হয়ে যাবে আর অন্যান্য জামাতগুলি এই পুণ্যকর্ম থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে; তাই তিনি ত্রিশ হাজারের পরিবর্তে এক লক্ষ টাকা একত্রিত করার কথা ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'লার অভিপ্রায়ে হুযুর (রা.) ১৯২৪ সালে ইউরোপ এবং বিশেষ করে লন্ডন সফরের তৌফিক লাভ করেন। আর আদিকাল থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, মসীহর খলীফা মসীহর উত্তরাধিকার হওয়ার পর ইউরোপ ও সিরিয়া সফর করবে যাতে একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সত্তায় পূর্ণতা পায়। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হুযুর এর হাতেই ফজল মসজিদের গোড়া পত্তন করেন। ১৯২০ সালের ৬ই জানুয়ারী লন্ডনের ফজল মসজিদের চাঁদার আহ্বান জানিয়ে হুযুরের এই ঐতিহাসিক বার্তা আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান পত্রিকার ২৬ শে জানুয়ারী-র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৯ই জানুয়ারী রোজ শুক্রবার এই বিষয়েই হুযুর (রা.) খুতবা প্রদান করেন আর জামাতের সদস্যদের লন্ডনে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনের বিষয়ে সচেতন করেন এবং এর জন্য তিনি চাঁদা সংগ্রহের প্রতিও আহ্বান জানান। উক্ত খুতবা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে আমরা উপস্থাপন করছি। খুতবার শুরুতে হুযুর (রা.) বলেন-

"যেমনটি বন্ধুগণ অবগত আছেন, আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহে আর তাঁর দেওয়া সামর্থ্যে আমার বাসনা, লন্ডনের বুকে অথবা লন্ডনের আশেপাশের এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করার। এ সম্পর্কে তিন দিন পূর্বেই মগরিবের পর আমি কাদিয়ানে এ বিষয়ে আহ্বান করেছিলাম। পরশু দিন আমি যথারীতি সমস্ত সদস্যদেরকে একত্রিত করে এই তাহরীক করেছি। যেহেতু জুমআর দিন আশপাশের জামাতগুলি থেকেও আহমদীরা জুমআয় অংশ গ্রহণের জন্য আসেন, এই কারণে আমি তাদের অবগতির জন্য এবং সেই সব ব্যক্তিদের জন্য যারা ইতিপূর্বে শোনে নি, কিম্বা শুনলেও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে পারেনি, আবার ওয়াকিবহাল হলেও মনোযোগ দিয়ে শোনে নি, মনোযোগ দিলেও ততটা মনোযোগ দিয়ে শোনে নি, যতটা মনোযোগ এই কাজের জন্য প্রয়োজন- তাদের সকলের জন্য আজ আমি জুমআর খুতবাতেও সেই বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। "

তিনি বলেন, "আমি এই তাহরীক (মজিদের জন্য চাঁদার তাহরীক) প্রথমত এখানকার (কাদিয়ানের) বাসিন্দাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। এর ফলে এগারো হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে, যার অর্থ সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য যতটা চাঁদা নির্ধারণ করা হয়েছে তার এক-তৃতীয়াংশ কাদিয়ান পূর্ণ করেছে আর এটা আনন্দের বিষয় এবং এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মরকযের জামাত নিষ্ঠার দিক দিয়ে কারো থেকে পিছিয়ে নেই, বরং এগিয়ে আছে। আর এটা একটা নীতিগত বিষয় যে, যে জামাতগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকার, তাদের মরকযে নিষ্ঠা থাকে আর নিষ্ঠা মরকয থেকেই বের হয়।"

তিনি বলেন, " এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার বিশ্বাস এই কাজ খোদার সন্তুষ্টির অধীনে সম্পন্ন হচ্ছে। আজ পর্যন্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি খোদা তা'লার দর্শন পেয়েছি। .....তৃতীয়বার আজ আমি খোদা তা'লার দর্শন পেয়েছি, যার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই কাজ তাঁর দরবারে গৃহীত হয়েছে। যতদূর আমার স্মরণে আছে, সেটা এই যে, আমি লন্ডনের মসজিদের বিষয়টি খোদা তা'লার দরবারে উপস্থাপন করছিলাম। আমি খোদা তা'লার দরবারে নতজানু হয়ে বসে ছিলাম, ঠিক সেই সময় খোদা তা'লা বললেন, 'জামাতের উচিত 'জিম-দাল' দ্বারা কাজ নেওয়া, 'হিজল' দ্বারা কাজ না নেওয়া। 'জিম-দাল' শব্দটি আমার ভালভাবে মনে আছে আর এর বিপরীতে অপর শব্দটি 'হিজল' সেই অবস্থাতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে প্রবেশ করেছিল। এর অর্থ, জামাতের উচিত এই কাজে গাম্ভীর্য ও সদিচ্ছা দেখানো। হাসি তামাশা ও কেবল বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা যেন না করা হয়। অতএব, প্রত্যেকের উচিত সদিচ্ছা সহকারে কাজ করা এবং প্রদর্শনকামিতার চিন্তাভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা। .....অতএব, প্রত্যেক সদস্যের উচিত, নিজের নিজের নিয়্যত বা সংকল্প স্বচ্ছ রাখা এবং এই দোয়া করা যে, খোদা তা'লা এই কাজকে যেন বিফল হতে না দেন,বরং এটা এক শুভ পরিণাম বয়ে আনে।আর দোয়া করুন, হে খোদা! এই মসজিদ তোমার ইবাদতের জন্য যেন সকলের প্রিয় স্থান হয় আর সারা জগতের প্রত্যাবর্তন স্থল হয় আর মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রসারের মাধ্যম হয়। আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হয়, এটা কেবল ইট পাথরের তৈরী নিঃষ্প্রাণ স্থাপত্য হয়ে না থেকে যায়। হে খোদা! আমাদের নিয়্যতকে সঠিক করে দাও আর আমাদেরকে সাহস ও মনোবল দাও যাতে তোমার জন্যই এই কাজ সমাধা করতে পারি আর ইসলামের জন্য এর থেকে উৎকৃষ্ট মানের ফল পাওয়া যায়। আর আমরা ইসলামকে সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করতে দেখি। আমীন সুম্মা আমীন।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ২২ শে জানুয়ারী, ১৯২০)

এবার আমরা আল ফজল পত্রিকা থেকে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ ও উদ্বোধন ইত্যাদির সংবাদ ক্রমানুসারে উপস্থাপন করব।

গোড়াপত্তনের সিদ্ধান্ত

লন্ডন থেকে হুযুর (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত মৌলনা শের আলী সাহেবের নামে টেলিগ্রাম বার্তা প্রাপ্তি-" এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পাটনীতে মসজিদের গোড়াপত্তন করা হবে। আপাতত বার্লিন তহবিল থেকে ঋণ হিসেবে টাকা নেওয়া হয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি, যে উদ্দেশ্যাবলীর জন্য খোদা তা'লা আমাকে এই সব দেশে প্রেরণ করেছেন, মসজিদের গোড়া পত্তন করাও সেগুলির মধ্যে একটি। "

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৪)

১৯ শে অক্টোবর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রস্তাব

১৯২৪ সালের ১৬ই অক্টোবর ১২:১৫টায় লন্ডন থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম হযরত মৌলনা শের আলি সাহেবের নামে প্রেরণ করেন, যা ১৭ই অক্টোবর, ১৯২৪ বাটালা এবং সেদিনই কাদিয়ান পৌঁছয়। হুযুর (রা.) লেখেন-

"খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে ১৯ শে অক্টোবর রোজ রবিবার বিকেল ৪টায় লন্ডনে প্রথম মসজিদের গোড়াপত্তন করা হবে। সকল আহমদীর নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ২১ শে অক্টোবর, ১৯২৪)

কাদিয়ানের সমস্ত মসজিদে দোয়া

আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমানের প্রথম পৃষ্ঠার স্থায়ী কলাম 'মদিনাতুল মসীহ'-তে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়-

"লন্ডনের ফজল মসজিদের গোড়াপত্তন অনুষ্ঠান ১৯ শে অক্টোবর রাত্রি ৯:৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে। দারুল আমান এর সমস্ত মসজিদে অনুনয় বিনয় সহকারে দোয়া করা হয়েছে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৪)

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন,হুযুর (রা.)-এর ভাষণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ

২৫ শে অক্টোবর, ১৯২৪ আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান পত্রিকায় নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

"হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) রোজ রবিবার ১৯ শে অক্টোবর তারিখ বিকেল ৪টায় মেলরোজ রোডে লন্ডনের প্রথম মসজিদের গোড়াপত্তন করেন। সর্বপ্রথম মসজিদের ইমাম সংক্ষিপ্ত একটা অভ্যর্থনামূলক বক্তব্য পাঠ করেন। এরপর সকলে মসজিদের ভিতের দিকে আসেন, যেখানে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ বক্তব্য রাখেন। খলীফাতুল মসীহ তাঁর বক্তব্যে বলেন-'মসজিদ খোদার ঘর যেখানে কারোর অধিকার নেই ভিন্ন আকিদার কারণে কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া বা মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার। আমি চাই সমগ্র বিশ্বে একথা ঘোষণা করে দিতে যে, এই মসজিদ এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। আমরা কোন ব্যক্তিকে এখানে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে বাধা দিব না। তবে শর্ত হল কেউ যেন মসজিদের সেই সব নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করে যা এই ঘরের ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী আর সেই সব মানুষের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে যারা এই মসজিদ তৈরী করেছে।

এরপর হুযুর বলেন: আমার ঈমান এবং বিশ্বাস,এই মসজিদ সমস্ত ঝগড়া বিবাদ দূর করে মানুষের মধ্যে শান্তি, ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে আর আহমদীয়া জামাত খোদার কৃপায় সকল প্রকার আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবাদের অবসান হয়ে ভালবাসা ও সম্প্রীতি সমাজের রীতিতে পরিণত হয়। শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।যেমন, ইংরেজ, জাপানী, জার্মান, সার্বিয়ান, যুগোস্লোভিয়ান, এস্টোনিয়ান, মিশরীয়, আমেরিকান, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়ান এবং হিন্দুস্তানী। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যেমন- খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পার্সীরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৃষ্টির দিন হলেও দু'শর বেশি অতিথি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ।

বক্তব্যের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই মুহূর্তের ১২টির বেশি ছবি তোলা হয়। পরে সিনেমা কোম্পানি দোয়ার সময় ছবি তোলে। সেখানে শ্রোতাদের চা-পানের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়।

মসজিদের ভিত্তি ফলক, খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ-

আমি মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানি আহমদীয়া জামাতের ইমাম, যার মরকয (পঞ্জাবের) কাদিয়ানে, হিন্দুস্তানে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যেন খোদার যিকর ইংল্যান্ডে উচ্চকিত হয় আর ইংল্যান্ডের মানুষও সেই আশিস থেকে অংশ পায় যা আমরা পেয়েছি, আজ ১১ই রবিউল আওয়াল, ১৩৪৩ হিজরী এই মসজিদের গোড়াপত্তন করছি আর খোদা তা'লার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন জামাত আহমদীয়ার সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের এই নগণ্য প্রয়াসকে গ্রহণ করেন আর এই মসজিদ নামাযী দ্বারা পূর্ণ হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেন আর চিরতরে এই মসজিদকে পুণ্য, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং ভালবাসার চিন্তাধারা প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন আর এই স্থানটি হযরত মহম্মদ মুস্তফা খাতামান্নবীঈন (সা.) এবং হযরত আহমদ মসীহ মওউদ নবীউল্লাহ্ আলাইহিস সালাম-এর আধ্যাত্মিক ভৃত্যদের এদেশে এবং অন্যান্য দেশে বিস্তৃতি দানের কাজে আধ্যাত্মিক সূর্যের ভূমিকা পালন করুক। হে খোদা! তুমি এমনটিই কর। ১৯ শে অক্টোবর, ১৯২৪, ইতি।"

(আলফজল কাদিয়ান, দারুল আমান, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৪)

নির্মাণ প্রক্রিয়া

মসজিদ লন্ডনের নির্মাণের জন্য প্রাথমিক কাজ চলছে।

(আলফজল কাদিয়ান, দারুল আমান, ১৩, ১৫ আগস্ট, ১৯২৫)

মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে

আল ফজল পত্রিকায় ৩রা অক্টোবর ১৯২৫ তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়-

"খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে আহমদীয়া মসজিদ লন্ডন-এর নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে যার সংবাদ নিম্নরূপে প্রেরণ করা হয়েছে-

"লন্ডন, ১৮ সেপ্টেম্বর, আজ সকালে লন্ডনের সাউথ ফিল্ডে সেই প্রথম মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, গত বসন্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) স্বয়ং যার গোড়াপত্তন করেছিলেন। কাজ শুরুর পূর্বে জামাত আহমদীয়া লন্ডনের ইমাম সাহেব আরবীতে একটি খুতবা পাঠ করেন যাতে বিশেষ করে তিনি সেই দোয়াগুলি পাঠ করেন যা জাতিসমূহের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কাবা নির্মাণের সময় পাঠ করেছিলেন। এরপর লন্ডনের ইমাম জামাত এবং অন্য সকল আহমদী সদস্যগণ নিজেদের হাতে আধ-ঘন্টা পর্যন্ত ভিত খননের কাজ করেন এবং সেই মাসুরাহ দোয়াগুলিও পাঠ করতে থাকেন যা মহম্মদ (সা.) এবং সাহাবাগণ (রা.) মদিনার মসজিদ নির্মাণের সময় পাঠ করেছিলেন।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৩রা অক্টোবার, ১৯২৫)

ভিত খননের কাজ শুরু হয়েছে

আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান ২২ অক্টোবর, ১৯২৫ তারিখের পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় মৌলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেবের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়-

"আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে ২৮ শে সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার এগারোটায় লন্ডন মসজিদের ভিত খননের কাজ শুরু করা হয়েছে। খনন কাজের সময় পত্রিকার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত সদস্যরা এই বরকতময় কাজে অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেছে,কাজ শুরু করার পূর্বে আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া প্রার্থনা করি। আমি দোয়া করছিলাম আর অন্য সদস্যরা আমীন উচ্চারণ করছিল। এরপর আমি নিজের হাতে খননের কাজ শুরু করি। খননের সাথে সাথে আমি উচ্চস্বরে সেই সব দোয়াগুলি পাঠ করছিলাম যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় পাঠ করেছিলেন এবং আঁ হযরত (সা.) মসজিদ নববী নির্মাণের সময় পাঠ করেছিলেন। কিছু সদস্য খনন করছিল আর কেউ মাটি তুলে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল আর তারা এই দোয়া পাঠ করছিল-

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ
هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَ اَطْهَرُ

ফ্যাশন ও বাহ্যিক আড়ম্বের অনুরাগী লন্ডন শহরে এভাবে হাতে করে মাটি খোঁড়া এবং অন্যত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া এক বিশেষ দৃশ্যের অবতারণা করছিল। বিশেষ করে যখন একজন ইংরেজ মহিলাও (মিসেস আজিজুদ্দীন) সেভাবে কোদাল চালনা করছিল যেভাবে আমরা করছিলাম। লন্ডনের একাধিক পত্রপত্রিকায় আমাদের কর্মরত ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। কোনও কোনও পত্রিকা বিস্তারিত আবার কোনটি সংক্ষেপে এই অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী ছেপেছিল। ...যে সকল সদস্য মসজিদের ভিত খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের নাম নিম্নরূপ-

(১) শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (২) সৈয়্যদ ওয়াজারত হুসেইন সাহেব (৩) শেখ জাফর হক খান সাহেব (৪) মালিক মহম্মদ

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

ইসমাঈল সাহেব (৫) আব্দুর রহীম খান সাহেব (৬) মিস্টার জিব্রীল মার্টিন সাহেব (৭) মিস্টার শারফুদ্দীন সাহেব (৮) মিস্টার আজিজুদ্দীন সাহেব (৯)মিস্টার হ্যারি হ্যান্টন সাহেব (১০) আব্দুল আযিজ সাহেব (লন্ডন হোটেলের মালিক আব্দুল্লাহর পুত্র) (১১) মিস্টার কুন্দন লাল সাহেব যিনি মুফতি সাহেবের যুগে মুসলমান হয়েছিলেন। (১২) মালিক গোলাম ফরিদ সাহেব (১৩) খাকসার আব্দুর রহীম দরদ।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান,২২, ২৪ অক্টোবর, ১৯২৫)

লন্ডনের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রিকাগুলিতে লন্ডনের প্রথম মসজিদের উল্লেখ

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান,১৪ ই নভেম্বর, ১৯২৫ এর ৩য় পৃষ্ঠায় উপরোক্ত শিরোণামে (১) ডেইলি টেলিগ্রাফ (২) টাইমস অফ লন্ডন (৩) ডেইলি গ্রাফিক- এই তিনটি পত্রিকার সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্ত করার তাগিদে আমরা কেবল ডেইলিগ্রাফিকে প্রকাশিত সংবাদটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি।

পত্রিকাটি লেখে-

"গতকাল যখন এই মসজিদের ভিত খনন করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পাচ্ছিল। আর এই আধ্যাত্মিকতার একটা ছোট্ট নিদর্শন হিসেবে বলা যায়, খোদার গৃহ নির্মাণের জন্য এরা দিনমজুরদের মত নিজেরাই খনন কাজ করছিল, মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যান্য কাজও করছিল। হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা ছাড়াও যারা নিজেদের হাতে এই কাজ করছিল,তাদের মধ্যে একজন ইংরেজও ছিলেন, যাঁর সাদা চুল তাঁর বার্ধক্যের প্রতি ইঙ্গিত করছিল, তবুও তিনি বেশ আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে সেই কাজ করছিলেন যা তাঁর সমভাবধারার ইন্ডিয়ান ভাইয়েরা করছিল। "

নির্মাণ কার্য অব্যাহত রয়েছে

মেহরাবের দেওয়ালের কাজ শেষ হয়েছে

৮ই জানুয়ারী,১৯২৬ এর সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়-

"আল্লাহ্‌র কৃপায় মসজিদ নির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে। মেহরাবের দেওয়াল প্রায় শেষ হওয়ার পর্যায়ে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়াল তৈরী হচ্ছে। লোহার বড় গার্ডার দাঁড় করানো হয়েছে, যেগুলির উপর গম্বুজ নির্মিত হবে। আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ মসজিদ তৈরী হয়ে গেছে। আশা করা যায়, আবহাওয়া ঠিক থাকলে খোদার কৃপায় ফেব্রুয়ারী কিম্বা মার্চে নির্মাণকার্য শেষ হবে।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৬)

নির্মীয়মান মসজিদ ক্রমশ উচ্চতা লাভ করছে

ইলাহাবাদের ইংরেজি পত্রিকা পাইনিয়র ২০ জানুয়ারী, ১৯২৬-এর সংখ্যায় সানডে এক্সপ্রেস পত্রিকার একটি সংবাদকে উদ্ধৃত করে লেখে-

" সাউথ ফিল্ডের (উইম্বিল্ডন) এক উদ্যানে লন্ডনের সর্বপ্রথম নির্মীয়মান মসজিদ ক্রমশ উচ্চতা লাভ করছে যা মুসলমানদের আহমদীয়া ফির্কার পক্ষ থেকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে। ইংল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক হাজার, যাদের অধিকাংশই ইংরেজ মুসলমান। মসজিদ ভবনের এই নির্মাণ শৈলীতে এমন কোন মিনার নেই যেখানে চড়ে নামাযীদের একত্রিত হওয়ার জন্য মুয়াজ্জিন আযান দিতে পারে, বরং মসজিদের প্রবেশদ্বার থেকে আযান দেওয়া হবে।'

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬)

মসজিদের জন্য কলিন

আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান ২রা জুলাই ১৯২৬-এর প্রথম পৃষ্ঠায় শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি (রা.)-এর পক্ষ থেকে নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়-

"লন্ডনে সর্বপ্রথম ও একমাত্র মসজিদ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। খুব শীঘ্র এর উদ্বোধন হতে চলেছে। লন্ডন তথা সমগ্র ইউরোপে এই মসজিদটি নিয়ে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই। অসংখ্য পত্রিকায় বেশ কয়েকবার মসজিদের বিভিন্ন ছবি এবং এই সংক্রান্ত জরুরী সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকার প্রতিনিধি এবং পর্যটকরা মসজিদে আসে আর তাদের মনে এক অলৌকিক প্রভাব পড়ে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ত্রিত্ববাদের পীঠস্থান এবং জাগতিকতার কেন্দ্রভূমিতে এটিই খোদার প্রথম ঘর যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, বৈভব এবং হযরত নবী করীম (সা.)-এর প্রতাপ ও সৌন্দর্য ঘোষণার কেন্দ্র হবে। .....

জনাব শেঠ আহমদ এলাহদ্বীন সাহেবকে মসজিদ সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ দেওয়ার সময় আমি মসজিদের মেঝের কালিনের জন্য তাহরীক করি। শেঠ সাহেব পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে মুক্তহস্ত ও উদার। তিনি আমার অনুরোধ পড়তেই টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে দেন, লন্ডনের এই মসজিদের মেঝের কালিনের জন্য তিনি একশ পাউন্ড চাঁদা দিবেন।..... (ভবিষ্যতে) অত্যন্ত মূল্যবান কলিন এবং কার্পেট এই মেঝের জন্য নিয়ে আসা হবে। কিন্তু সেই সম্মান লাভ করবে না যা শেঠ আহমদ এলাহদ্বীন সাহেবের কলিনের থাকবে। ..... মসজিদে আলোর জন্য হায়দরাবাদ জামাত এক বছরের জন্য খরচ বহন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সকল সদস্যের হৃদয় ও তাদের গৃহকে নিজের নুরে নুরান্বিত করুন। আমীন

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান,২রা জুলাই, ১৯২৬)

মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হল

আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান পত্রিকায় ৮ই অক্টোবর, ১৯২৬ তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে-

"সেই মসজিদ যেটি লন্ডনের প্রথম মসজিদ, যে মসজিদ আহমদীয়া জামাতের আত্মত্যাগের এক সুখকর চিত্র, যে মসজিদ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (আই.)-এর বরকতময় হাতে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে গোড়াপত্তন হওয়ার বিশেষ গৌরবের অধিকারী, যে মসজিদ ভদ্রলোকদের বিশাল শহরকে নিজের গোড়াপত্তনের অনুষ্ঠানে টেনে নিয়ে আসে, আলহামদো লিল্লাহ, সেই পবিত্র খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে তার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে যাঁর নামকে সমুন্নত রাখার নিমিত্তে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৮ই অক্টোবর, ১৯২৬)

মসজিদ উদ্বোধন

আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ১২ই অক্টোবর, ১৯২৬ এর ৩য় পৃষ্ঠায় পত্রিকার সম্পাদক মসজিদের উদ্বোধনের সুসংবাদ দিতে গিয়ে লেখেন-

" আহমদীয়া জামাতের হে আবাল বৃদ্ধ বনিতা! তোমাদেরকে সাধুবাদ, শত শত সাধুবাদ। আজ সেই মসজিদ তোমাদের 'রাব্বুল আলা'-র সমীপে সিজদাবনত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। ৩রা অক্টোবর (১৯২৬) অত্যন্ত জাঁকজমক - পূর্ণভাবে এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।"

লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত রোজনামা হাদমদম ৭ই অক্টোবর মসজিদ উদ্বোধনের সংবাদ প্রকাশ করে লেখে-

"লন্ডন, ৩রা অক্টোবর: মুসলমানদের আহমদীয়া জামাত দীর্ঘ সময় থেকে লন্ডনে নিজেদের একটা ভদ্রস্ত মরকয স্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিল। খোদার নাম নিয়ে সেই দীর্ঘ লালিত আকাঙ্খা পূর্ণ হল। মুসলমানদের বিপুল সমাবেশ, পার্লামেন্ট এবং বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ ও নেতাদের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে পশ্চিম লন্ডনের সাউথ ফিল্ড স্থিত মসজিদটির উদ্বোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছিল যে, আমীর ফয়সল বিন সুলতান বিন সাউদ-এর হাত দিয়ে মসজিদের উদ্বোধন হবে। কিন্তু লোকেরা মসজিদের দরজায় লাগানো ইমাম মৌলানা দরদ-এর পক্ষ থেকে নোটিসটি বড় বেদনার সাথে লক্ষ্য করল, যাতে লেখা ছিল- আমীর ফয়সল-এর পিতা তাঁকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, পঞ্জাবের সাবেক মন্ত্রী শেখ আব্দুল কাদের সাহেবের হাতে উদ্বোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। যদিও আকাশ পরিস্কার ছিল না, কিন্তু মেঘ বিদীর্ণ হয়ে ছিল আর মাঝে মাঝে বিদীর্ণ মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ উঁকি দিচ্ছিল। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

হওয়ার বেশ কয়েক ঘন্টা আগে থেকে শুভ্র মিনার বিশিষ্ট ও নববধুর সাজে সজ্জিত মসজিদের সামনে রাস্তায় বিপুল মানুষের সমাগম ছিল।

শেখ আব্দুল কাদের সাহেবের পূর্বে বর্ধমানের মহারাজা সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত জনগণ হর্ষ উল্লাসে তাঁকে স্বাগত জানায়। মসজিদের ইমাম এক দীর্ঘ বার্তা পাঠ করে শোনান যা আহমদীয়া জামাতের ইমাম সাহেবযাদা সাহেব টেলিগ্রামের মাধ্যমে হিন্দুস্তান থেকে প্রেরণ করেছিলেন। এছাড়াও আরও অনেক শুভেচ্ছা বার্তা শোনানো হয় যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল। মসজিদের ইমাম সাহেব এক দীর্ঘ বক্তব্যে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, এই আমীর ফয়সল ভুল বোঝাবুঝির কারণে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নি।

যে মুহূর্তে শেখ আব্দুল কাদের সাহেব মসজিদের দরজা খুলে দিলেন, 'আল্লাহু আকবর'-এর গগন বিদারী নারাধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। এরপর সকলে মসজিদে প্রবেশ করলেন যেখানে বক্তব্য রাখা হয়। আমীর ফয়সল অংশগ্রহণ না করায় শেখ আব্দুল কাদির দুঃখ প্রকাশ করে বলেন- যদিও আমি আহমদী নই, কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের সাথে মসজিদের উদ্বোধন করছি। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন- পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে একাধিক ফির্কা নেই। তাই ইসলাম ধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়।

বর্ধমানের মহারাজা বলেন, যদিও আমি মুসলমান নই, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার অধিকার, শুধু তাই নয়, বরং একে আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। ..... বক্তব্যের পর অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। এরপর সর্বপ্রথম লন্ডনে একত্ববাদের নারাধ্বনি উচ্চকিত হয়। অর্থাৎ বিলাল (রা.) নববী (সা.)-এর উত্তরাধিকারী মুয়াজ্জিন উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' ডাক দেন আর মুসলমানেরা ওজু করে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন।=

এক হি সাফ মেঁ খাড়ে হো
গায়ে মাহমুদ ও আয়াজ,
না কোই বান্দা রাহা না কোই
বান্দা নওয়াজ।

কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে মসজিদ উদ্বোধনের দৃশ্য প্রদর্শিত হয়

সৈয়্যদ করীম বখশ আহমদী অফ কোলকাতা-র পক্ষ থেকে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়-

"এই সপ্তাহে কোলকাতার সমস্ত বড় বড় সিনেমাহলে 'লন্ডনে ইসলাম' শিরোনামে লন্ডনের আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধনের দৃশ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। এই চলচিত্র প্রদর্শনীতে খান বাহাদুর আব্দুল কাদির সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানো, মসজিদের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং জনসমাগম দেখানো হচ্ছে। গতকাল আমি এখানকার গ্লোব থিয়েটারে গিয়েছিলাম, যেখানে মুসলমানদের বিশাল ভিড় ছিল। মসজিদ উদ্বোধনের দৃশ্য দেখে মুসলমানেরা আনন্দে করতালি দিচ্ছিল"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ২৩ শে নভেম্বর, ১৯২৬)

বিলেতের বহু পত্রিকায় উদ্বোধনের ছবি প্রকাশিত হয়েছে, স্থান সংকুলান না হওয়ায় সেগুলি এখানে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না। ছবিগুলি আল ফজল পত্রিকায় দেখা যেতে পারে।

মহাসমারোহে লন্ডনের আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন প্রকিয়া সম্পন্ন হল

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা চেষ্টা করেও দেখেছিল যাতে লন্ডনের মসজিদটি তৈরীই না হয়। কিন্তু খোদা তা'লা তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেছেন, বরং এমন উপকরণও সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনও হয়ে গেল,আর এমন চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান দেখে সকলে একথা স্বীকার করেছে যে, অতীতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। প্রায় দু'শর অধিক বিদেশী পত্রপত্রিকা শক্তিশালী ভাষায় এর উল্লেখ করেছে। পত্রিকাগুলি অধিকাংশই ইংল্যান্ডের। এগুলি ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাও ছিল যেগুলি অন্যান্য দেশ থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি কাটিং এসে যাবে। অনুরূপভাবে সেই সময় পর্যন্ত প্রায় কুড়ি পঁচিশ কোটি মানুষ একথা শুনেছে যে, লন্ডনে একটি মসজিদ তৈরী হয়েছে যার উদ্বোধন হয়েছে, যেটি তৈরী করেছে আহমদী জামাত, যে জামাতের ইমাম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, যাঁকে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ ও নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যাঁর কাজ ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা।পৃথিবীর প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজন ব্যক্তির কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গেছে আর ইংল্যান্ডের সাংবাদিক এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের মতে, দু কোটি টাকা খরচ করলেও এত প্রচার হত না, যতটা এখন হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ একথাও বলেছে যে, দুই কোটি টাকা নয়, বরং দুই কোটি পাউন্ড খরচ করলেও এই কাজ হত না, যে কাজ করেছে মসজিদ নির্মাণে ব্যায় হওয়া অর্থ। এছাড়া এই মসজিদের উদ্বোধনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছে। তিনজন লর্ড, তেরোজন পার্লামেন্ট সদস্য এবং বিভিন্ন দেশের দূত, মন্ত্রী, নবাব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারা শুধু অংশগ্রহণই করেন নি, বরং অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আনন্দিত হয়েছেন। অনেকে তো কাজ করাকেও গর্বের বিষয় বলে মনে করেছেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি বর্ধমানের মহারাজাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন, উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন এবং প্রীতি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, যদিও আমি একজন হিন্দু, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। এছাড়াও এগারোটি রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। জার্মানী, ইতালি, চীন প্রভৃতি দেশের মন্ত্রীরাও এসেছিলেন। অতএব, এটা সেই সব মানুষদের প্রশ্নের উত্তর, যারা বলত সেই সব টাকা কোথায় গেল যা মসজিদের জন্য একত্রিত করা হয়েছিল? তারা শুনে নিন, সেই সব টাকা এখানে গেছে।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৯ই নভেম্বর, ১৯২৬)

মুসলমানদের ব্যর্থ প্রয়াস

হুযুর (রা.) ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকার মহিমা এবং তাদের প্রচারের ব্যপকতার কথা উল্লেখ করার পর বলেন-

"এই ধরণেরই একাধিক অভিজাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, পনেরো বছর থেকে মুসলমানেরা চেষ্টা করছিল, মুসলমান দেশগুলিও তাদের সমর্থন করছিল, ধনীরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তারা কিছু করে উঠতে পারে নি আর কোনও মসজিদ সেখানে দাঁড় করাতে পারে নি। কিন্তু আহমদী জাতি যখন এই কাজের গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নিল, তখন তারা সফল হল আর সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হল। তুরস্কের সাবেক বাদশাহ সুলতান আব্দুল হামিদ, হিন্দুস্তানের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য মুসলমান দেশ ও মুসলমান ধনী ব্যক্তিগণ সকলেই এর পক্ষে ছিলেন যে লন্ডনে অবশ্যই একটি মসজিদ তৈরী করা উচিত। কিন্তু তারা সকল প্রকার উপকরণ ও সামর্থ্য থাকতেও মসজিদ বানাতে পারেন নি। কিন্তু আহমদীরা যখন মসজিদ তৈরীর সংকল্প নিল, তখন তাদের একাজে কোনও বিলম্ব হয় নি।"

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৯ ই নভেম্বর, ১৯২৬)

পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বাণীর মাধ্যমে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি। হুযুর বলেন-

'আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই মসজিদের অধিকার আদায়কারী হওয়ার সামর্থ্য দান করুন এবং (এর পাশাপাশি) আমরা যেন প্রত্যেক মসজিদের অধিকার আদায়কারী হতে পারি। .....

আর প্রত্যেক আহমদী যেন নিজেদের ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হয়, আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচারের দায়িত্ব পালনকারী হয় এবং ইসলাম প্রচারকারী হয়। সত্যিকার অর্থে যেন আমরা তেমন মুসলমান হয়ে যাই যে-জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং এ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান সেবককে প্রেরণ করেছেন যেন ইসলামের পুনর্বাসন ও পুনর্জাগরণ শুরু হয় আর পৃথিবীতে ইসলাম ও এক অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু মহানবী (সা.)-এর পতাকা সারা বিশ্বে উড্ডীন হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।"

****

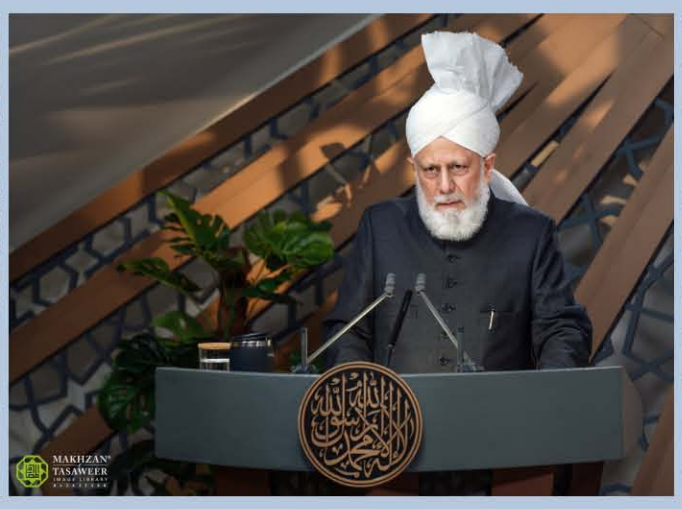

লন্ডনের ফজল মসজিদের গোড়াপত্তনের শত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ইসলামাবাদের এম.টি.এ স্টুডিও থেকে ভাষণ দান করছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের সময়ের শ্রোতাদের দৃশ্য

বৈদ্যুতিন আলোকসজ্জায় সজ্জিত লন্ডনের ফজল মসজিদের একটি দৃষ্টিনন্দন চিত্র

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

The Weekly **BADAR** *Qadian*

Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. 9 Thursday 19-26 - Decmber - 2024 Issue. 51-52

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91 99153 79255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL Rs-600./-

আটানব্বই বছর পূর্বে লন্ডনের ফজল মসজিদের গোড়াপত্তন

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

" বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা চেষ্টা করেও দেখেছিল যাতে লন্ডনের মসজিদটি তৈরীই না হয়। কিন্তু খোদা তা'লা তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেছেন, বরং এমন উপকরণও সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনও হয়ে গেল,আর এমন চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান দেখে সকলে একথা স্বীকার করেছে যে, অতীতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। প্রায় দু'শর অধিক বিদেশী পত্রপত্রিকা শক্তিশালী ভাষায় এর উল্লেখ করেছে। পত্রিকাগুলি অধিকাংশই ইংল্যান্ডের। এগুলি ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাও ছিল যেগুলি অন্যান্য দেশ থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলির কাটিং এসে যাবে। অনুরূপভাবে সেই সময় পর্যন্ত প্রায় কুড়ি–পঁচিশ কোটি মানুষ একথা শুনেছে যে, লন্ডনে একটি মসজিদ তৈরী হয়েছে যার উদ্বোধন হয়েছে, যেটি তৈরী করেছে আহমদী জামাত, যে জামাতের ইমাম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, যাঁকে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ ও নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যাঁর কাজ ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা।পৃথিবীর প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজন ব্যক্তির কাছে এই সংবাদ পোঁছে গেছে আর ইংল্যান্ডের সাংবাদিক এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের মতে, দু কোটি টাকা খরচ করলেও এত প্রচার হত না, যতটা এখন হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ একথাও বলেছে যে, দুই কোটি টাকা নয়, বরং দুই কোটি পাউন্ড খরচ করলেও এই কাজ হত না, যে কাজ করেছে মসজিদ নির্মাণে ব্যায় হওয়া অর্থ। এছাড়া এই মসজিদের উদ্বোধনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনজন লর্ড, তেরোজন পার্লামেন্ট সদস্য এবং বিভিন্ন দেশের দূত, মন্ত্রী, নবাব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারা শুধু অংশগ্রহণই করেন নি, বরং অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আনন্দিত হয়েছেন। অনেকে তো কাজ করাকেও গর্বের বিষয় বলে মনে করেছেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি বর্ধমানের মহারাজাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন, উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন এবং প্রীতি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, যদিও আমি একজন হিন্দু, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। এছাড়াও এগারোটি রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। জার্মানী, ইতালি, চীন প্রভৃতি দেশের মন্ত্রীরাও এসেছিলেন। অতএব, এটা সেই সব মানুষদের প্রশ্নের উত্তর, যারা বলত সেই সব টাকা কোথায় গেল যা মসজিদের জন্য একত্রিত করা হয়েছিল? তারা শুনে নিন, সেই সব টাকা এখানে গেছে।

(আল ফজল কাদিয়ান দারুল আমান, ৯ই নভেম্বর, ১৯২৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir
প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে। প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান